দৈনিক।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু

কর্ত্তৃক

দৈনিক ধর্ম্ম সাধনের সাহায্যার্থ

সঙ্কলিত।

প্রথম অর্দ্ধাংশ।

সংবৎ ১৯৫৬।

মূল্য ১৲ টাকা।

THE

CHERRY PRESS.

PRINTED BY YOTISH CHANDRA BHADRA

36 MACHUABAZAR STREET,

CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

দৈনিক জীবনে ধর্ম্মসাধন আমাদের দেশে নূতন কথা নহে। কিন্তু দৈনিক জীবনে ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করা নূতন। এই কার্য্য যে কিরূপ কঠিন তাহা আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমান শিক্ষা, বর্ত্তমান সভ্যতার গতি, বর্ত্তমান সময়ে লোকের চিন্তা ও কার্য্যের বাহুল্য, সকলই যেন ইহার পথে বিঘ্ন স্বরূপ। অথচ এরূপে ঈশ্বরোপাসনাকে দৈনিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত না করিলে ইহা গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবকে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। দৈনিক জীবনে যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে অনেক সময়ে মনকে উপাসনার অনুকূল অবস্থাতে আনিবার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অপরাপর সহায়ের মধ্যে সাধুজনের চরিত বা উক্তির আলোচনা একটী প্রধান সহায়। সুতরাং আমার আশা হয়, যে এই গ্রন্থখানির দ্বারা অনেকের দৈনিক ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহার অনেক বচন পাঠ করিয়া আমি নিজে উপকৃত হইয়াছি বলিয়া এরূপ আশা করিতেছি।

প্রায় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, এই বচন গুলি সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। তখন এগুলিকে মুদ্রিত করিবার সংকল্প ছিল না। পরে গ্রন্থকর্ত্রী আমার অনুরোধে অনিচ্ছা ক্রমে এ গুলিকে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহার জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থ পাঠেই জানা যাইবে। এজন্য তিনি ধর্ম্মসাধনার্থী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

ভূমিকা।

ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে আত্মার ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য বিবিধ স্থান হইতে সাধুজনের উক্তি ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সকল উক্তি বহুবর্ষ অবধি দৈনিক উপাসনার প্রাক্কালে পাঠ ও চিন্তা করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি। তাহাই দৈনিক লিপি আকারে প্রকাশিত হইল। এই সকল উক্তি ও উপদেশ কোন দিন এই আকারে প্রকাশ করিব পূর্ব্বে এরূপ কল্পনা ছিলনা, সুতরাং কোথা হইতে কোন্ উক্তিটী গ্রহণ করিয়াছি তাহা সকল স্থলে স্মরণ নাই। তত্ত্বকৌমুদী, শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ তৎসম্পাদিত হিন্দু শাস্ত্র, মার্কাস অরিলিয়স্ ইপিক্টেটাস, কংফুসের উপদেশ তাপসমালা, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান প্রধানতঃ এই সকল গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া যদি কোন ক্ষুধিত আত্মা তৃপ্তিলাভ করেন, সকল শ্রম সার্থক হইবে।

দৈনিক

দৈনিক।

১লা বৈশাখ।

বরষ নূতন বেশে প্রভু হে তোমার,
দাড়াইয়া চরণের পাশে ;
সেই ত জগৎ আছে নূতনতা তার
বর্ষে বর্ষে কোথা হ'তে আসে ?

যে বসন্ত গিয়াছিল আসিয়াছে ফিরে
লয়ে ফুল কিসলয় ভার ;
অতীতে যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিয়াছে ধীরে,
নিবেদন করেনাকো আর।

আঁচল ভরিয়া ধরা নব উপহার
শ্রীচরণে করিছে অর্পণ ;
আমি খুঁজে খুঁজে এনু সর্ব্বস্ব আমার,
সকলি, সকলি, পুরাতন।

সেই পুরাতন কথা সেই অশ্রুজল,
সেই মোর সকরুণ গান ;
সেই তো সংকল্প শত, প্রতিজ্ঞা দুর্ব্বল
সেই ক্ষত বিক্ষত পরাণ।

একটী প্রার্থনা মোর আছে গো নূতন
সে প্রার্থনা আপনি পূরাও,
দুঃখ আছে ; দুঃখ সাথী হোক আজীবন
নব বর্ষে নব দুঃখ দাও।

মিছাই যুঝিব কেন ? লভিয়া বিজয়
নব রণে অবতীর্ণ হব ;
ব্যথা পাই ক্ষতি নাই ; মরণে কি ভয় ?
পরাজয় লাজ নাহি সব।

এক শত্রু বিনাশিতে আয়ু কেন যায় ?
যুঝি যুঝি হ'ব অগ্রসর ;
রুধিরাক্ত তনুখানি রাজা, তব পায়
আনি দিব প্রত্যেক বছর।

নব অস্ত্রলেখা বুকে দেখিবে অঙ্কিত,
নব আনন্দের ভরে নব অশ্রুধার ;
নব বর্ষে ক্ষীণকণ্ঠে গাব নব গীত—
জীবন তোমারে দিব নব উপহার।

২রা বৈশাখ।

যে ব্যক্তি জীবনের জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন তিনি ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারেন; যিনি ঈশ্বরের জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকেন।

❀ ❀ ❀ ❀

যে সকল নদীর স্রোতে স্বর্ণরেণু ভাসিয়া যায় তথায় অনেক বালক বালিকা, যুবক বৃদ্ধ সেই সকল রেণু সংগ্রহে যত্ন করিয়া থাকে; কিন্তু জীবনের খরস্রোতে কত স্বর্ণরেণু আমাদের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যায়, আমরা শুদ্ধ চক্ষের দেখাতেই তৃপ্ত হইয়া সেই গুলিকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করি না। প্রিয় ভাই, প্রিয় ভগিনি, জীবনের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তোমারই চক্ষের সমক্ষে এইরূপ কত স্বর্ণরেণু বহিয়া গিয়াছে, তুমি তাহা হস্তগত করিতে চেষ্টা কর নাই। যখন প্রকৃতির হাস্যচ্ছটায় বিমোহিত প্রাণে সেই পরম সুন্দর দেবতার স্বরূপ জাগরিত হয়, অথবা যখন তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রাণ গম্ভীরভাবে পূর্ণ হয় এবং সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখনকার সেই ভাবগুলি যদি স্থায়ীরূপে হৃদয়ে মুদ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে সেই স্বর্ণরেণুর সাহায্যে আমাদের আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য কি অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইত না?

৩রা বৈশাখ।

আমরা যেরূপ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিয়াছি সেইরূপই হইয়াছি; আমাদের জীবন আমাদের চিন্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং চিন্তা দ্বারাই গঠিত। যে ব্যক্তি অসাধু চিন্তা হৃদয়ে লইয়া কথা কহে, কি কার্য্য করে, দুঃখ অব্যর্থভাবে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়;—যেমন শকটচক্র শকটবাহী বলীবর্দ্দের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকে।

আমরা যেরূপ চিন্তা করি সেইরূপই হইয়া থাকি। আমাদের জীবন আমাদের চিন্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ও চিন্তা দ্বারাই গঠিত। ছায়া যেমন মানবকে অনুসরণ করে, তেমনি সাধু চিন্তাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া যিনি কথা কহেন বা কার্য্য করেন, সুখ তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে অনুসরণ করে।

অমুক আমাকে গালি দিয়াছে, অমুক আমাকে মারিয়াছে, অমুক আমাকে পরাভব করিয়াছে, অমুক আমার দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে এরূপ চিন্তা যাহারা হৃদয়ে পোষণ করে, বিদ্বেষ তাহাদের হৃদয়কে কখনই পরিত্যাগ করিবে না।

অমুক আমাকে গালি দিয়াছে, অমুক আমাকে মারিয়াছে, অমুক আমাকে পরাভব করিয়াছে, অমুক আমার দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে, এরূপ চিন্তা যাহারা হৃদয়ে পোষণ না করে, বিদ্বেষ তাহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে। কারণ ইহা প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ, যে বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষের শান্তি হয় না কিন্তু প্রেমের দ্বারাই বিদ্বেষের শান্তি হইয়া থাকে।

৪ঠা বৈশাখ।

ধর্ম্ম শাস্ত্রে নাই মানবজীবনে।

কার্য্যতেই মানুষ বড় হয়, কার্য্যতেই মানুষের সর্ব্বনাশ হয়। ধীরে ধীরে অলক্ষিতে মানুষ হয় স্বর্গ না হয় নরকের দিকে যাইতেছে। এইরূপে চলিতে চলিতে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যখন হয় পাপ না হয় পুণ্য করিতে ক্লেশ হয়। তথনই মানুষ চমকিত হইয়া ভাবে "এ কি, কোথায় আসিলাম!" কখন পাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। অবনতির দিকে প্রথম পাদবিক্ষেপ মানুষ বুঝিতে পারে না; ঐ যে হিমাচল-শৃঙ্গ চিরতুহিনাবৃত স্তূপে স্তূপে তুষাররাশি সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণে শোভমান, উহা বিন্দু বিন্দু জলের সহযোগেই উৎপন্ন হইয়াছে, উহার প্রথম বিন্দু কে লক্ষ্য করিয়াছিল? অথচ আজ উহার নিকটে যাইতে ভয় হয়, পাছে আমার মস্তকে পতিত হইয়া আমাকে চূর্ণ করে। কেন পাপ করিলাম, কিসে পাপকে আমার অন্তরে প্রবেশাধিকার দিল, ইহার বিষয় চিন্তা করিলেও দেখা যায়, প্রথম পাদক্ষেপ লক্ষ্য করি নাই। হয়ত কোনও পাপপূর্ণ পরিহাস বাক্যে হাস্য করিয়াছিলাম, হয়ত মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ এমন স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম যেখানে বিবেক নিষেধ করিয়াছিল, হয়ত কঠিন বোধে একদিন উপাসনা করি নাই, এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, এই সকল কার্য্য ঘনীভূত হইতে লাগিল। তখন বিবেকের "সাবধান সাবধান" শব্দ আর শোনা গেল না। আরও এক সপ্তাহ এইরূপে গেল, ফল কি ফলিল অনুভব কর। হায়! হায়! তাহা কি বিবরণ যোগ্য?

৫ই বৈশাখ।

মানুষ আপনি আপনার প্রভু; অন্য কে প্রভু হইতে পারে? যে ব্যক্তি আপনাকে আপনার শাসনাধীনে রাখিয়াছে তাহার ন্যায় প্রভু পাওয়া দুর্ঘট।

❀ ❀ ❀ ❀

মানুষ নিজে অসদাচরণ করে এবং নিজদোষেই ক্লেশ পায়, পাপ পরিহার করিতে হইলে নিজেই করে এবং পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে নিজের যত্নেই করে। পবিত্রতা বা অপবিত্রতা নিজেরই কার্য্যের ফল। এক ব্যক্তি অপরকে পবিত্র করিতে পারে না।

অপরের কর্ত্তব্য অতি মহৎ হইলেও মানুষ যেন আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় না; মানুষ যেন স্বকর্ত্তব্য দেখিয়া লইয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহাতেই লগ্ন থাকে।

মানুষ যদি অপরের দোষ চিন্তা করে ও সর্ব্বদা তজ্জনিত মানসিক উত্তেজনায় বাস করে, তদ্দ্বারা তাহার কুপ্রবৃত্তিকুল বিনষ্ট না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

যিনি রিপু দমন করিতে অশক্ত, তাঁহার জটাধারণ, সমল বাস বা উপবাস, ভূমিশয্যা বা ধূলিলেপন বা নিশ্চলভাবে উপবেশন, এ সমস্তই বৃথা—এ সমস্ত সাধনায় তাঁহাকে পবিত্র করে না।

৬ই বৈশাখ।

যে নিরন্তর আপনার রিপুর অধীনে থাকে সেই দাস।

❀ ❀ ❀ ❀

বাশল (দাস) কে ?

যে ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, পরনিন্দক, অন্যের সদ্‌গুণ-দ্বেষী ও ধর্ম্মের অবমাননাকারী তাহাকে বাশল বলিয়া জান। যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও দুর্ব্বল বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণপোষণ করেনা তাহাকে বাশল বলিয়া জান।

যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিয়া মনে করে, যে ইহা কেহ না জানুক এবং যে ছদ্মবেশী তাহাকে বাশল বলিয়া জান। যে ব্যক্তি অজ্ঞ হইয়াও আত্মাভিমানের বশীভূত হইয়া আপনাকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ও অন্যের মহত্ত্ব খর্ব্ব করিতে চায় তাহাকে বাশল বলিয়া জান।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে ? যিনি কথা কহিবার পূর্ব্বে কার্য্য করেন পরে স্বকৃত কার্য্য অনুসারে কথা বলেন।

যিনি পৃথিবীর কোন বস্তুর সপক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মনকে চালিত না করিয়া চিরদিন কেবল ন্যায়ের অনুসরণ করেন।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করেন, কিন্তু নিকৃষ্ট ব্যক্তি সুখের কথা চিন্তা করে। ন্যায়ের অনুসরণের দিকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টি থাকে, কিন্তু কিরূপে অন্যের কৃপালাভ করিবে নিকৃষ্ট ব্যক্তি তাহাই চিন্তা করে।

৭ই বৈশাখ।

চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যাবলীতেই প্রকাশ পায়।

❀ ❀ ❀ ❀

মানুষ একদিনেই সবল হয় না; কিম্বা একদিনেই দুর্ব্বল হয় না; প্রত্যহ সামান্য সামান্য বস্তু আহার করিয়া জীবন ধারণ করে এবং তদ্দ্বারাই তাহার বল বৃদ্ধি হয়। সেইরূপে তুমিও প্রতিদিন যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সাধন কর তদ্দ্বারাই তোমার আত্মা বলশালী হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাবোধে কর্ত্তব্য পালনের ন্যায় মানব আত্মাকে দৃঢ় ও বলশালী করিবার দ্বিতীয় উপায় আর নাই। মানুষ সচরাচর একটী ভ্রমে পড়ে; নিজ চরিত্রের মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য বড় বড় কার্য্যের অপেক্ষা করে; কিন্তু আমাদের সামান্য সামান্য কার্য্যই যে সতত আমাদের আত্মার উন্নতি বা অবনতির কারণ হইতেছে তাহা আমাদের মনে থাকে না। কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্মকে কখনই ক্ষুদ্র মনে করিও না; সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করিয়াই আত্মার জীবন রক্ষা হয়।

❀ ❀ ❀ ❀

সত্য কথা কহ; ক্রোধ ত্যাগ কর; দানশীল হও; এই তিন উপায়ে দেব সন্নিধানে যাইবে।

পাপ পরিহার পরোপকার সাধন ও নিজের মন পবিত্র করণ বুদ্ধের এই উপদেশ ও ধর্ম্ম।

৮ই বৈশাখ।

কেশগুচ্ছ ধারণ বা আভিজাত্যের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সত্য ও সাধুতার অনুসরণে রত, তিনিই ধন্য, তিনিই ব্রাহ্মণ।

হে মূর্খ, তোমার মস্তকে জটাভার বহনে ফল কি? ছাগচর্ম্মে দেহ আবরণেই বা প্রয়োজন কি? তোমার অন্তরে প্রবল লালসা বিদ্যমান, তুমি কেবল বাহিরটা পরিষ্কার রাখিতেছ।

তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি যিনি নির্দ্দোষ হইয়াও অম্লানচিত্তে তিরস্কার, গঞ্জনা ও প্রহার সহ্য করেন; সহিষ্ণুতাই যাঁহার শক্তি এবং মানসিক বলই যাঁহার সৈন্যদল।

যিনি সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও স্থৈর্য্য অবলম্বন করেন, যিনি ধীর, নিরুদ্বেগ, সংযতমনা ও সংযতরিপু; যিনি পরনিন্দা করেন না, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু।

৯ই বৈশাখ।

আপনাকে বশে রাখ পৃথিবী তোমার বশে থাকিবে।

বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তী নগরের সন্নিকটস্থ জেতবন নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন তখন একদিন একজন ধনী গৃহস্থ তাঁহার নিকটে আসিল এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিল, "জগতের বন্দনীয় গুরো, আমি যখন উপাসনা বা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই তখন কোন না কোন স্বার্থ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করে ও চিত্তের শান্তি হরণ করে। আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপায় নির্দ্দেশ করুন।" শাক্যসিংহ তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন এবং তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন সে ব্যক্তি পুনরায় চরণে প্রণত হইয়া বলিল, যে ভূতপূর্ব্ব রাজার অধিকার কালে সে ব্যক্তি তাঁহার হাতীর মাহুত ছিল। শাক্যসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে হাতীর মাহুত ছিলে, তাহাকে কিরূপে বশ করিতে?" সে ব্যক্তি বলিল, "তিন প্রকারে হাতী বশ করিতাম; প্রথম অনাহারে রাখিয়া; দ্বিতীয় প্রকাণ্ড দণ্ডের আঘাত দ্বারা; তৃতীয় লৌহময় অঙ্কুশের আঘাত দ্বারা।" বুদ্ধ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এই তিন উপায়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ?"

১০ই বৈশাখ।

তোমার রিপুকে শাসন কর নতুবা তাহারা তোমায় শাসন করিবে।

❀ ❀ ❀ ❀

গৃহস্থ উত্তর করিল, "অঙ্কুশটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ ইহার আঘাতে হাতী এমন কাতর হয়, যে ইহার ভয়ে রাজাকে পৃষ্ঠে তুলিবার জন্য শয়ন করিতে বলিলে তৎক্ষণাৎ শয়ন করে এবং ইহারই ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়।" বুদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা ব্যতীত হাতী বশ করিবার অন্য উপায় জান কি না ?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "না।" তখন বুদ্ধ বলিলেন, "যেরূপে হাতী বশ করিয়াছ সেইরূপে আপনাকে বশ করিবে।" সে ব্যক্তি বলিল, "গুরো, ইহার ভাবার্থ স্পষ্ট করিয়া বলুন।" তখন বুদ্ধ বলিলেন, "হে হস্তীচালক, তিন উপায়ে প্রত্যেক মানব আপনাকে বশীভূত করিতে পারে। প্রথম আত্মসংযম, দ্বিতীয় জীবে প্রেম, তৃতীয় বিমল তত্ত্বজ্ঞান।" এই বলিয়া বুদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "হস্তীকে ধরিয়া রাখা ও পোষমানান যেমন দুষ্কর এবং বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলে সে যেমন একগ্রাসও আহার করিতে চায় না, কেবল পলাইতে চায়, সেইরূপ আমার এই মন অসংযত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিত, কিন্তু আমি এখন ইহাকে জয় করিয়াছি এবং মাহুত যেমন অঙ্কুশের দ্বারা হাতীকে চালায় আমিও সেইরূপ মনকে চালাইতে পারি।"

১১ই বৈশাখ।

সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কে? যিনি আপনার রিপুকুলকে সংযত করিতে পারেন।

❀ ❀ ❀ ❀

শাক্যকুমার রাহুল যখন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পিতার অনুগামী হইলেন তাহার পরেও অনেক দিন তাঁহার জীবন বিশৃঙ্খল ও তাঁহার রসনা অশাসিত ছিল, তিনি কথা কহিবার সময় সত্য মিথ্যা বিচার করিতেন না। একদা বুদ্ধ তাঁহাকে কোন এক বিহারে গিয়া নির্জ্জনে বাস রসনা সংযম অভ্যাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে দিন যাপন করিতে বলিলেন। রাহুল কিয়ৎকাল সেইভাবে দিন যাপন করিতেছেন এমন সময়ে এক দিন বুদ্ধ তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেই বিহারে আগমন করিলেন। পিতাকে দেখিবামাত্র রাহুল আনন্দিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। বুদ্ধ আসন পরিগ্রহ করিয়া রাহুলকে এক পাত্র জল আনিতে আদেশ করিলেন, জলপূর্ণ পাত্র আনীত হইলে তিনি রাহুলকে বলিলেন, "আমার পদদ্বয় ধৌত কর।" রাহুল তাহাই করিলেন। অনন্তর বুদ্ধ রাহুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে জলে আমার চরণ ধৌত করিয়াছ, তাহা আর পানের উপযুক্ত আছে কি না?" রাহুল বলিলেন, "নাই, কারণ এই জল ধূলি মিশ্রিত হইয়া কলুষিত হইয়াছে।"

১২ই বৈশাখ।

আত্মসংযমের ন্যায় প্রভুত্বের সুখ নাই।

তখন বুদ্ধ বলিলেন, "তোমার দশাও এই প্রকার। পরিষ্কার জল যেমন ধূলি সংযোগে কলুষিত হইয়াছে সেইরূপ তুমিও মিথ্যাবাদিতার জন্য কলুষিত হইয়াছ। তুমি আর এখন কোন কার্য্যের উপযুক্ত নও।"

এই কথা শুনিয়া রাহুল অতিশয় লজ্জিত হইলেন; তখন বুদ্ধ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"শ্রবণ কর, আমি তোমাকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ দিতেছি; পুরাকালে একজন রাজার এক বৃহৎ ও বলিষ্ঠ হস্তী ছিল। রাজা একদা যুদ্ধযাত্রা করিলেন, হস্তিচালক হস্তিকে সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে লইয়া গেল এবং তাহাকে শুণ্ডটী গুটাইয়া রাখিতে আদেশ করিল, কারণ শুণ্ডের মধ্যভাগে আঘাত লাগিলেই তাহার জীবনের আশঙ্কা; কিন্তু মূর্খ হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে শুণ্ড বাড়াইয়া একখানি তরবারী ধরিবার চেষ্টা করিল। ইহাতে হস্তির চালক রাজাকে কহিল, যে আর তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদবধি আর তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে না লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল।" এই দৃষ্টান্ত দিয়া বুদ্ধ কহিলেন, "হে রাহুল! যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তির পক্ষে শুণ্ডটী সংযত রাখিয়া জীবনরক্ষা যেরূপ প্রয়োজন, যতীদিগের পক্ষে রসনা সংযত রাখাও সেইরূপ প্রয়োজন, নতুবা তাহাকে কোনও গুরুতর কার্য্যে প্রেরণ করা যায় না।"

১৩ই বৈশাখ।

শরীরকে দেবমন্দিরের ন্যায় রাখ। ইন্দ্রিয় সংযম কর, অপবিত্র চিন্তা পরিহার কর, তাহা হইলেই তুমি বিশ্বাস চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারিবে। তাঁহাকে যখন জানি তখন আপনাকেও জানি।

❀ ❀ ❀ ❀

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, দরিদ্র হইয়া দানশীল হওয়া কঠিন; ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া কঠিন; বাঞ্ছনীয় পদার্থ দেখিয়া তাহা লাভ করিবার বাসনা হইতে বিরত হওয়া কঠিন; অবমানিত হইয়া ক্রোধসংবরণ করা কঠিন; পার্থিব সম্পদে বেষ্টিত হইয়া আসক্তিশূন্য হওয়া কঠিন; সিদ্ধকাম হইয়া উল্লাসে উন্মত্ত না হওয়া কঠিন; জীবন আর মতকে এক করা কঠিন।

যে ব্যক্তি মনে করে, যে আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান আমাকে নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবে, সে বিপদ শূন্য নহে; কিন্তু যিনি ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়াছেন ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।

১৪ই বৈশাখ।

রিপুকে সমূলে নির্ম্মূল না করিয়া তাহার কামনাকে চরিতার্থ করিতে গিয়া কে কবে সুখী হইয়াছে?

❀ ❀ ❀ ❀

পতিব্রতা কহিলেন, "হে দ্বিজ, ক্রোধ মনুষ্যের শরীরস্থ শত্রু। ক্রোধ ও তজ্জনিত মোহকে যিনি পরিহার করিতে পারেন দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি সত্যকথন দ্বারা গুরুজনের সন্তোষ সাধন করেন, যিনি অপকারীর অপকার করেন না, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন; যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি ধর্ম্মপরায়ণ, যিনি স্বাধ্যায় নিরত, যিনি শুদ্ধাচার এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে ধর্ম্মজ্ঞ ও মনস্বী ব্যক্তির নিকট লোক আত্ম সমান, যিনি ধর্ম্মনিয়মানুসারে আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী, বদান্য, অধ্যয়নশীল, স্বাধ্যায়বান ও বিনয়ী তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।"

১৫ই বৈশাখ।

একজন সংগ্রামে সহস্র সহস্র লোককে জয় করেন, অপর ব্যক্তি আপনাকে সংযত করেন, শেষোক্ত ব্যক্তিই বিজেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

❀ ❀ ❀ ❀

শুক্র কহিলেন, "হে দেবযানি, যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই পৃথিবী তাঁহারই অধীন। সাধুরা অশ্বরশ্মি-গ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন। যিনি উদ্দীপ্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়। সর্প যেমন নির্ম্মোক ত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ ত্যাগ করিতে পারেন পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন, যিনি ক্রোধাবেগ সংবরণপূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন আর যিনি কখনই কাহারও উপরে ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।"

১৬ই বৈশাখ।

যিনি জ্ঞানবান এবং স্ববশচিত্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে।

অতি কঠোর বাক্য পুরুষের মর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কদাচ অতি কর্কশ ও মর্ম্মভেদী বাক্য ব্যবহার করিবেন না। যে মর্ম্মোপঘাতী, অতি পরুষ বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, সেই লক্ষ্মীহীন মানবের মুখমণ্ডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা মৃত্যু নিরন্তর বাস করিয়া থাকে।

কেহ কটূক্তি করিলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে না। আহত হইলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা আঘাত করিবে না। যিনি হন্তাকে সংহার করিবার অভিলাষ না করেন তিনি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ অসম্বদ্ধ বাক্য অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, দ্বিতীয়তঃ সত্য বাক্য, তৃতীয়তঃ প্রিয়বাক্য, চতুর্থতঃ ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রেয়স্কর।

১৭ই বৈশাখ।

মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু; আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষীস্বরূপ।

❁ ❁ ❁ ❁

ক্রোধকে যিনি দমন করিয়াছেন, কর্ত্তব্যে যাঁহার দৃঢ়মতি, ধর্ম্মে যাঁহার নিষ্ঠা, দুর্ব্বলতা হইতে যিনি মুক্ত, আপনাকে যিনি দমন করিয়াছেন, সত্যকথন যাঁহার অভ্যাস, যাঁহার ভাষা সদুপদেশপূর্ণ এবং কর্কশ নহে, যিনি লোককে ক্লেশ দেননা, তাঁহাকেই মানুষ বলি।

যাঁহার জ্ঞান গভীর, যিনি সুধী, যিনি সত্যপথ জানেন, যিনি অনুদারের প্রতি উদার, অসহিষ্ণুর প্রতি সহিষ্ণু, ক্রুদ্ধদিগের মধ্যে অক্রোধী, দোষপ্রদর্শকের প্রতি বিনীত, তাঁহাকেই মানুষ বলি।

তুমি সুখ চাহিও না, ঈশ্বর তোমাকে সুখ দিবেন; তুমি গৌরব চাহিও না, ঈশ্বর তোমাকে গৌরবান্বিত করিবেন; তুমি লোকের প্রীতি চাহিও না, তিনি লোককে ডাকিয়া তোমাকে প্রীতি করিতে বলিবেন।

তুমি কেবল সৎ হইতে চাও। তুমি কেবল বিবেকের অনুসরণ কর। তুমি কেবল আপনাকে শাসন কর। তুমি কেবল একান্ত মনে পরমেশ্বরের উপর আপনার প্রীতি স্থাপন কর।

১৮ই বৈশাখ।

মানুষ বাহির দেখে, পরমেশ্বর ভিতর দেখেন। মানুষ কার্য্য দেখে, ঈশ্বর অভিপ্রায় দেখেন।

❀ ❀ ❀ ❀

কুকুরের ঘ্রাণশক্তি যেরূপ স্বাভাবিক ও প্রবল, মানুষের অসাধুতা ধরিবার শক্তিও সেইরূপ। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যে কাহারও প্রবঞ্চনা করিবার আশা নাই। অন্তরে অসাধুতার নরক রাখিয়া বাহিরে জগতকে দীর্ঘকাল প্রবঞ্চিত করা দুরাশামাত্র।

❀ ❀ ❀ ❀

লোকে নিন্দা করিতেছে বলিয়া এত বিরক্ত কেন? যে দোষের জন্য নিন্দিত হইতেছ, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করনা কেন? ধ্রুব বলিয়াছিলেন, "বটে! আমার পিতা আমাকে ক্রোড়ে করিলেন না! আচ্ছা! আমি তপস্যাবলে এমন স্থান প্রাপ্ত হইব, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।" প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির এই ভাব। জগত যখন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে তখন তাঁহারা বলেন, "আমি যখন দোষী, তখন ঘৃণাই ত স্বাভাবিক; কিন্তু অপেক্ষা কর, ঐ ব্যাধি দূর করিবার জন্য আমি তপস্যা আরম্ভ করিতেছি, দেখি, অশ্রদ্ধা গিয়া ভক্তির উদয় হয় কিনা?"

১৯শে বৈশাখ।

চন্দন টগর বা বসসিঙ্গী পুষ্পের সুগন্ধ হইতেও সুকৃতির আঘ্রাণ অধিক।

❀ ❀ ❀ ❀

প্রেমোন্মত্ত পারস্য কবি সাদি একখণ্ড সুরভি মৃত্তিকা হস্তে লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মৃত্তিকা তুমিত চিরদিন গন্ধবিহীন, তুমি এ সৌরভ কোথায় পাইলে? মৃত্তিকা উত্তর করিল—"মানুষ আমাকে কিছুদিনের জন্য গোলাপের সহবাসে রাখিয়াছিল, আমি মনের আনন্দে সে কয় দিন গোলাপের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়াছি। যদিও আমি সামান্য মৃত্তিকা খণ্ড ছিলাম তথাপি গোলাপের গন্ধে আমি এখন সুগন্ধি মৃত্তিকা হইয়াছি, এখন আমারই গন্ধে দিগন্ত আমোদিত হয়।"

মানব, নিজের পাপের দুর্গন্ধতায় কি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ? এই মৃত্তিকা খণ্ডের কথা স্মরণ কর। মৃত্তিকার সহিত কতনা কদর্য্য বস্তু মিশ্রিত ছিল; গোলাপের সহবাসে সেই ঘৃণিত মৃত্তিকাও মানুষের আদরের বস্তু হইয়া গেল। তুমি পাপ করিয়া লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়াছ, তথাপি বিষণ্ণ হইও না। ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে, সাধুলোকের সহবাসে, কিছুদিন যাপন কর, যে জীবনের দুর্গন্ধে চারিদিকের লোকে নাসিকায় হস্ত প্রদান করিত, সেই জীবন চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিবে।

২০শে বৈশাখ।

ত্রিবিধ বন্ধুতা উপকারক—ত্রিবিধ বন্ধুতা অপকারক। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা, অকপট ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা এবং জ্ঞানসম্পন্ন বহুদর্শী ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা এই ত্রিবিধ বন্ধুতা কল্যাণকর। প্রদর্শন-প্রিয় ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা, কপট সৌজন্যপূর্ণ ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা ও বহুভাষী ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা—এই ত্রিবিধ বন্ধুতা অপকারক। ত্রিবিধ সুখ আছে, যাহার সম্ভোগে কল্যাণ; আবার ত্রিবিধ সুখ আছে, যাহার সম্ভোগে অকল্যাণ। ধর্ম্মবিধি, কলা ও শিল্পের অধ্যয়ন এবং আলোচনায় সুখ, অপরের গুণাবলী কীর্ত্তনে সুখ এবং সর্ব্বোপরি উন্নতচেতা বন্ধুগণের সহবাসের সুখ এই ত্রিবিধ সুখের সম্ভোগে কল্যাণ; অপর দিকে অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবার সুখ, আলস্যের সুখ এবং অপরিমিত পান ভোজনের সুখ এই ত্রিবিধ সুখের সম্ভোগে অকল্যাণ।

মহামনা ব্যক্তি তিনটী পদার্থের উপরে অন্তরের অকপট ভক্তি স্থাপন করিয়া থাকেন, প্রথম তিনি ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধিতে ভক্তিস্থাপন করেন, দ্বিতীয় সাধু মহাত্মাদিগের চরিত্রে ভক্তি স্থাপন করেন, তৃতীয় সাধুগণের উক্তির উপর ভক্তিস্থাপন করেন।

নীচাশয় ব্যক্তি ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধি জানেনা সুতরাং তাহাতে ভক্তিস্থাপন করে না; মহাপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করে ও সাধুগণের উক্তিকে উপহাসের বস্তু মনে করে।

২১শে বৈশাখ।

মুক্ত কে? যিনি আত্মজয়ী।

বিদ্যা শিক্ষার একটী মহতী উপকারিতা আছে। তাহা কিরূপ যদি জানিতে চাও তবে আপনাকে এই প্রশ্ন কর—আমি এতকাল যে ইতিহাস, কাব্য, বিজ্ঞান বা উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করিলাম, তাহাতে কি আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী, অধিকতর উৎকৃষ্ট, অধিকতর সুখী হইয়াছি?

জ্ঞানী—অর্থাৎ পশুবৃত্তির শৃঙ্খল ভেদ করিয়া আত্মসংযম শিখিয়াছি কিনা? বিরক্তির কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত ভাব ও দুর্ভাগ্য বহনে সাহস লাভ করিয়াছি কিনা?

উৎকৃষ্ট—অধিকতর ক্ষমাশীল পরের ছিদ্রান্বেষণে অধিকতর বিমুখ অপরের সুখান্বেষণে অধিকতর ব্যগ্র হইয়াছি কিনা?

সুখী—জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় বিধাতার বিধানে বিরক্ত না হইয়া স্থিরভাবে চারিদিক হইতে সুখ সংগ্রহে তৎপর ও স্বীয় অবস্থার শোভা সম্পাদনে যত্নশীল হইয়াছি কিনা? ঈশ্বরে অধিকতর বিশ্বাস রাখিয়া জীবনের সুখ দুঃখে তাঁহারই হস্ত দেখিতে শিখিয়াছি কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি, না, বলিতে হয় তবে অবিলম্বে হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর, তথায় দেখিবে তিনটী পশু ঈশ্বরের অঙ্কুরগুলি নষ্ট করিতেছে—অহঙ্কার, দুরাকাঙ্ক্ষা ও আত্মম্ভরিতা।

২২শে বৈশাখ।

প্রতিজ্ঞা শৈলরাজিকে দ্রব করিতে পারে না, কিন্তু পর্ব্বতদেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে।

যে ব্যক্তি বিবেককে বিনাশ করা অপেক্ষা আপনার সুখ্যাতিকে বিনাশ করিতে ভালবাসেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

প্রকৃত সাধু যাঁহারা বিপদের সময়ে তাঁহাদের চরিত্রের যথার্থ মহত্ত্ব ও বিশ্বাসের তেজ দেখিতে পাওয়া যায়।

যিনি ধার্ম্মিক তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর দণ্ডায়মান; কেবল তাহা নহে, সেই ইচ্ছার উপরে তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি।

একবার একজন প্রেমিক পুরুষ ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে প্রভু, মনকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য প্রত্যহ একটুকু কাজ দিও; আত্মাকে উন্নত ও পবিত্র করিবার জন্য প্রত্যহ একটুকু ক্লেশ দিও; অন্তরকে শান্ত করিবার জন্য প্রত্যহ একটুকু সুফল দিও।"

যিনি আপনার উপর অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, যিনি আপনার বাসনা ও রিপুকুলের উপর কঠোর শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, মানব কুলে তিনিই রাজা।

২৩শে বৈশাখ।

তোমার স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় পূর্ণ হও।

❀ ❀ ❀ ❀

যে জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা অবাধে কার্য্য করিতে পায়, তাহা ধর্ম্মজীবন।

ধার্ম্মিকের একই আকাঙ্ক্ষা কিরূপে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইব। কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণের পূর্ব্বে মৃত্তিকা প্রস্তুত করে অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক ইষ্টক, কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি সকল প্রকার প্রতিবন্ধক দূর করে, যেন আকার দিবার সময় তাহার অঙ্গুলি বাধা প্রাপ্ত না হয়। ধার্ম্মিকের শুদ্ধ এই প্রার্থনা, কিসে ঈশ্বরের অঙ্গুলি এ হৃদয়ে বাধা না পাইবে।

সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইব, এই আকাঙ্ক্ষা জ্বলন্ত অগ্নির সমান যাঁহার অস্থিতে অস্থিতে জ্বলিতেছে, তিনিই ঈশ্বরে জীবিত।

এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষতিলাভ গণনাপরতন্ত্র ও সুখদুঃখময় এই জগতের উপরে নয়। "অগ্রে আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; তৎপরে জগত থাকে থাক্ যায় যাক্।" প্রেমিক সাধু চিরদিন এই বলিয়াছেন।

❀ ❀ ❀ ❀

যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্মুখে আপনার ইচ্ছা ও বাসনা বলি দিয়া তাঁহাকে সার করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

২৪শে বৈশাখ।

প্রতি দিনই আমাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বলীয়ান হইতে হইবে; আত্মজিজ্ঞাসা করিয়া গূঢ়পাপ সকল দূর করিতে হইবে; সংসারের সহিত অনুক্ষণ সংগ্রাম করিতে হইবে; প্রীতি ও সাধুভাব প্রত্যহ অর্জ্জন করিতে হইবে।

❀ ❀ ❀ ❀

সাদি বলিয়াছেন একদিন রাত্রিতে মক্কার নিকটস্থ কোনও প্রান্তরে আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার মস্তক অবনত হইয়া পড়িল; আমি উষ্ট্রচালককে বলিলাম, তুমি আমার নিদ্রার বাধা দিও না, উষ্ট্র ক্লান্ত হইয়া পড়িল, দুর্ব্বল মানুষ আর কত ক্ষণ স্ববশ থাকিতে পারে? উষ্ট্রচালক উত্তর করিল, ভাই, সম্মুখে মক্কা, পশ্চাতে দস্যুদল, যদি কিছুক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে পার, তবে রক্ষা পাইলে; আর যদি নিদ্রা যাও, তবে মৃত্যু নিশ্চিত। এই জ্যোৎস্না রাত্রিতে মৃদু সমীরণে সৌরভময় বৃক্ষতলে শয়ন করা বড় সুখের, কিন্তু এই সুখের মূল্য তোমার জীবন।

এই আখ্যায়িকার প্রকৃত মর্ম্ম এই, যে স্বর্গের দিকে যাইতে যদি আমরা সংসার প্রান্তরে মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি, তবে মৃত্যু নিশ্চিত। সম্পদ বৃক্ষতলে বিষয়ের সুমন্দ সমীরণে নিদ্রা যাওয়া বড় সুখের, কিন্তু এই সুখের মূল্য আমাদের প্রাণ।

২৫শে বৈশাখ।

সাধুতার প্রতি অটল অনুরাগ, পাপের প্রতি জীবন্ত ঘৃণা, ইহাই চরিত্রের মহত্ত্ব।

❀ ❀ ❀ ❀

প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি অনেক কষ্টে ও অনেক বিলম্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের চরিত্র, আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের সমষ্টির ফল মাত্র; অতএব এই তিনটীকেই নিয়মিত ও সুপরিচালিত করিবে। কেবল সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসে চরিত্র গঠিত হয়না। ইচ্ছার বল চাই, আত্ম-ত্যাগের ক্ষমতা চাই ও অসীম অধ্যবসায় চাই। তদ্ব্যতীত চরিত্র উন্নত করা যায় না।

কাশীতীর্থে যাইবে কেন বল ? সেখানকার পবিত্র বাপীর জন্য কেনই বা উন্মনা হও ? পাপে যাহার রুচি এবং পাপই যাহার কার্য্য, সে কিরূপে সত্য কাশীতে গমন করিবে ? যদি আমরা বনে ভ্রমণ করি, তাহাতে ফল কি ? বনে পবিত্রতা নাই। পবিত্রতা, আকাশে নাই, প্রস্তরে নাই, তীর্থেও নাই, নদীসঙ্গমেও নাই। তোমার শরীর মনকে পবিত্র কর, তাহা হইলেই তুমি রাজরাজেশ্বরের দর্শন পাইবে।

২৬শে বৈশাখ।

সাধুর প্রতি পদক্ষেপ ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয় এবং তিনি তাঁহার পথে থাকিয়া আনন্দ পান।

❀ ❀ ❀ ❀

যে সকল দুর্ব্বলতা বশতঃ ঈশ্বরের সম্মুখীন হইতে পারিতেছনা, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সে সমুদয় দূর করিতে চেষ্টা কর, প্রাণের নিগূঢ় ব্যাধি দূর করিতে অনবরত প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই সফল-মনোরথ হইতে পারিবে। আধ্যাত্মিক জগতের এমনই সুন্দর নিয়ম, যে যদি তুমি একবার একটী পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার, দেখিবে, তুমি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছ।

মানুষের প্রশংসায় সাধুর পবিত্রতা বৃদ্ধি হয়না; তাহার নিন্দায় অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়না। তুমি যদি বুঝিতে পার তুমি বাস্তবিক কি, তাহা হইলে মানুষের কথায় কর্ণপাত করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবেনা।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বরের অধীন হওয়াতেই আত্মার আনন্দ; তাঁহার সেবক হওয়াতেই তাহার মহত্ত্ব। সকল অপেক্ষা তাহার উচ্চ অধিকার এই, যে সে তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার পূজা করিবার ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার অধিকারী হইয়াছে।

২৭শে বৈশাখ।

পবিত্র হৃদয়েরা ধন্য ; কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন।

মথুরা নগরে বাসবদত্তা নামে এক পরমাসুন্দরী পতিতা নারী বাস করিত। ইন্দ্রিয়সেবা তাহার পাপজীবনের উদ্দেশ্য ছিল, সে তদ্ব্যতীত আর কিছু জানিত না, আর কিছু চাহিত না।

একদিন সে দেখিতে পাইল উপগুপ্ত নামক বুদ্ধদেবের এক শিষ্য রাজপথ দিয়া গমন করিতেছেন। উপগুপ্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভূষিত ছিলেন ; মানসিক কমনীয়তা তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। এই তরুণ সন্ন্যাসীর লোকাতীতরূপে আকৃষ্ট হইয়া বাসবদত্তা তাঁহার নিকট দূতী প্রেরণ করিল।

উপগুপ্ত ধীরভাবে বাসবদত্তার প্রার্থনা শুনিলেন। উত্তরে বলিলেন "আমি বাসবদত্তার আহ্বানে যাইতে পারিলামনা ; তাঁহার নিকট যাইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।" বাসবদত্তা নিরস্ত হইলনা। সে বারবার উপগুপ্তকে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়াস পাইত ; উপগুপ্ত একবারও তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেননা।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। অবশেষে অর্থলোভে তাহার এক প্রণয়ীর হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বাসবদত্তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

রাজকর্ম্মচারিগণ সেই নারীর হস্তপদ ছিন্ন করিয়া তাহার দেহ ভূমিতে প্রোথিত করিবার আদেশ পাইয়াছিল।

২৮শে বৈশাখ।

পাপই আত্মার মৃত্যু পুণ্যই আত্মার জীবন।

তাহারা তাহার হস্তপদ ছেদন করিয়াছে, এমন সময় উপগুপ্ত সেই শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

বাসবদত্তা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া দাসীদিগকে কহিল "তোমরা আমার দেহ বস্ত্রে ঢাকিয়া দাও।" দাসীরা আদেশ পালন করিল। এমন সময়ে উপগুপ্ত তাহার সমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাসবদত্তা তাঁহার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল "যখন আমার এইদেহ পদ্মের ন্যায় সুরভি ছিল, যখন এই দেহ রূপ যৌবন ও মণিমুক্তায় ভূষিত ছিল, তখন আমি তোমায় হৃদয় উপহার দিয়াছিলাম ; তুমি গ্রহণ কর নাই। এখন আমার দেহে হস্ত নাই, পদ নাই, এখন সেই শরীর, রুধিরে রঞ্জিত ও কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইতেছে, এখন তুমি আসিলে ?"

উপগুপ্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন "ভগিনি, অলীক সুখের আশায় বা মিথ্যা আমোদের লোভে আমি তোমার নিকটে আসি নাই ; সৌন্দর্য্যের পিপাসায় আমি অভিভূত নহি। শারীরিক সৌন্দর্য্য অতি অসার। দেখ বাসবদত্তা, বিষয় বাসনা তোমার এই বিপদ ও যাতনার কারণ। যদি তুমি লোভের বশীভূত না হইতে, যদি তুমি অহঙ্কার জয় করিতে, যদি তুমি নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা ত্যাগ না করিতে, যদি তুমি কায়মনোবাক্যে সৌন্দর্য্য সেবা না করিতে, তাহা হইলে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।"

বাসবদত্তা যাঁহাকে হৃদয় উপহার দিয়াছিল, আজ তিনি তাহাকে নব জীবন দান করিলেন। অন্তিম মুহূর্ত্তে পার্থিব সুখের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাসবদত্তা পরলোকে চলিয়া গেল।

২৯শে বৈশাখ।

রাজভবনে তরুণ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ সুগৌর, দেহ নব দেবদারু তুল্য উন্নত ও মনোহর; অযত্নবর্দ্ধিত ভ্রমরকৃষ্ণ নিবিড় কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে ললাট বেষ্টন করিয়া স্কন্ধোপরি পতিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ শ্মশ্রুজাল বক্ষোদেশ চুম্বন করিতেছে, সুন্দর, প্রশস্ত ও উন্নত ললাট দিয়া হৃদয়ের মহত্ত্বের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, বিশাল উজ্জ্বল নয়ন দিয়া প্রেমের মধুর জ্যোৎস্না বাহির হইতেছে। সে মুখের কি এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ, জানি না, তাহা একবার দেখিলেই, হৃদয়ের সুপ্ত সাধুভাবগুলি জাগিয়া উঠিতেছে।

রাজা নবীন সন্ন্যাসীকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইলেন এবং তাঁহার সহিত নানা কথা কহিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। অবশেষে অতিথি তাঁহার সহিত নির্জ্জনে ধর্ম্মালাপ করিতে অভিলাষী জানিয়া, অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে গিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবা ব্রহ্মচারীর আগমন বার্ত্তাও তাঁহার লোকাতীত সৌন্দর্য্যের কথা রাজঅন্তঃপুরে প্রচারিত হইল। রাজমহিষী তৎশ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অন্তরাল হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর অনিন্দ্য কান্তি দর্শনে চপলা রমণী বিমোহিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "সখি, এই অজ্ঞাত কুলশীল নবীন উদ্দাসীন আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছেন; বিশেষতঃ ইঁহার সুন্দর মৃগ নয়ন দেখিয়া আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি।"

৩০শে বৈশাখ।

নবীনা রাজ্ঞীর এই বিশুদ্ধালাপ" সন্ন্যাসীর কর্ণগোচর হইল। তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য একজন কুলবধূর হৃদয়ের নিদ্রিত অসাধু বাসনা উদ্রেকের সহায়তা করিয়াছে ভাবিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। ধর্ম্মালাপ শেষ হইলে রাজা সন্ন্যাসীকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। এই সময়ে রাজ্ঞীর বিশ্বস্ত পরিচারিকা আসিয়া রাজচরণে নিবেদন করিল, রাজমহিষী অতিথির জলযোগের আয়োজন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার পরিচর্য্যার অপেক্ষা করিতেছেন। অতিথির প্রতি পত্নীর আন্তরিক সদ্ভাবের এই পরিচয় পাইয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন তিনি প্রীতি-প্রফুল্লমুখে সন্ন্যাসীকে রাজ্ঞীর সাদর অভ্যর্থনা ও স্নেহপূর্ণ পরিচর্য্যা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী সুরম্য কক্ষে স্বর্ণময় পাত্রে বিবিধ উপাদেয় ফলমূল সজ্জিত ও উপবেশনের জন্য মহার্ঘ আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। যোগী আসন পরিগ্রহ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকাকে একখানি ছুরিকা আনয়নের আদেশ দিলেন এবং মহিষীর সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। ছুরিকা নীত হইলে সন্ন্যাসী অকম্পিত হস্তে তদ্দ্বারা আপন চক্ষু দুটী উৎপাটন করিলেন এবং উহা রাজ্ঞীর চরণ উদ্দেশে স্থাপন করিয়া কহিলেন "মা, ইহাতে এমন কি সৌন্দর্য্য আছে যাহার জন্য তুমি হৃদয়ে পাপ আকাঙ্ক্ষার স্থান দিয়াছিলে?"

একজন গৃহস্থের তিনটী কন্যা ছিল। গৃহস্থ একদিন তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া প্রত্যেককে এক একখানি কাপড় কতকগুলি রেশম ও শিল্পকার্য্যের অন্যান্য উপকরণ দিয়া বলিলেন, "কন্যাগণ, তোমরা ছয়দিনের মধ্যে এই কাপড়গুলিতে ফুল তুলিয়া রাখিও, আমি সপ্তম দিন বাড়ীতে আসিয়া তোমাদের নিকট কাপড়গুলি লইব। কন্যাগণ বিনম্রভাবে কাপড়গুলি লইয়া স্ব স্ব আগারে গমন করিল।

প্রথমা কন্যা অতিশয় বুদ্ধিমতী ও শিল্পকার্য্যে নিপুণা ছিল। সে ভাবিল মনোযোগের সহিত করিলে আমার এ কার্য্য দুইদিনে সম্পন্ন হইবে। এই ভাবিয়া সে কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া সঙ্গিনীদের সহিত আমোদ ও নৃত্যগীতে কালহরণ করিতে লাগিল। ষষ্ঠ দিনে সেই আমোদপরায়ণা কন্যার চৈতন্যের উদয় হইল তৎপর দিন সায়ংকালে গৃহে আসিয়া পিতা কার্য্য দেখিতে চাহিবেন, সুতরাং সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাপড় খানি লইয়া বসিল। পাঁচ ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় করিতে আরম্ভ করিল; এই জন্য ব্যস্ততাবশতঃ তাহার হস্তের কার্য্য কোন রূপেই তাহার অনুরূপ হইল না; সে কোনরূপে আপন কার্য্য সাঙ্গ করিল বটে, কিন্তু বস্ত্রখানি নিজের বিদ্যা বুদ্ধির উপযুক্ত হইল না; সে সেই দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া রহিল।

দ্বিতীয়া কন্যাও সাত দিনের কার্য্য তিন দিনে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, পঞ্চম দিবসে সে পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িল; সুতরাং তাহার পিতৃদত্ত বস্ত্রাদি স্পর্শ করাও হইল না।

তৃতীয়া কন্যাটী প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে অপর দুই ভগিনীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। সে আপনাকে অপটু মনে করিত; সুতরাং সে পিতৃ আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রতিদিন অবসর কাল ঐ কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিল। যখন তাহার বিলাস-পরায়ণা, আমোদ-প্রিয় ভগিনীগণ অট্টহাস্য ও সঙ্গীতের ধ্বনিতে গৃহ কম্পিত ও পল্লী পূর্ণ করিতেছে, তখন সে আপনার নির্জ্জন গৃহে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পিতৃ আদেশ পালন করিতেছে। বস্ত্রখানি পাছে পিতার গ্রহণের অনুপযুক্ত হয়, এই ভয়ে সে মন প্রাণের সহিত ফুলগুলিকে সুন্দর করিতে প্রয়াস পাইতেছে। যথাকালে বস্ত্রখানি প্রস্তুত হইল; পরিষ্কার বস্ত্রে ফুলগুলি অতি সুন্দররূপে শোভা পাইতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে পিতা গৃহে সমাগত হইলেন, এবং কন্যাদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। প্রথমা কন্যা ভয়ে লজ্জানত বদনে পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইল। বস্ত্রখানি যে পিতার গ্রহণের অনুপযুক্ত হইয়াছে, সে যে পিতৃ আদেশ ভাল করিয়া পালন করিতে পারে নাই, এ কারণ তাহার তত লজ্জা নয়; কিন্তু সে খানি তাহার বিদ্যা বুদ্ধির উপযুক্ত হয় নাই, এই তাহার লজ্জা। পিতা দৃষ্টিমাত্র ভিতরের কথা বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ধিক্ তোমায়। তুমি নিজের অহঙ্কারেই প্রতারিত হইয়াছ। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি থাকিয়া কি ফল হইল? তোমাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছি, তোমার নিকট তদনুরূপ সুফলের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম; এই কি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার? তোমার আমোদ-প্রিয়তা এত অধিক, যে, তুমি প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা দিয়া পিতৃ আদেশ পালন করিতে পারিলেনা। তুমি সৎ কন্যার কার্য্য কর নাই।"

দ্বিতীয়া কন্যারত কথাই নাই; শূন্য বস্ত্র রেশম প্রভৃতি ফিরাইয়া দিয়া সে অধোবদনে রহিল। পিতা তাহাকেও তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, "তুমি শেষের দুই দিনের অপেক্ষায় কাজ ফেলিয়া রাখিয়াছিলে, সে দুই দিনে যে পীড়িত হইয়া পড়িতে পার, তাহা কি জানিতে না? তোমার নির্বুদ্ধিতার শাস্তি নিজে পাইয়াছ। এখন অনুতাপ ও অশ্রুপাত কর।"

তৃতীয়া কন্যাকে যখন ডাকিলেন, তখন সেও পিতৃ-সমীপে আসিতে লজ্জিত। সে লজ্জিত কেন? বস্ত্রখানি নিজের নিপুণতার মত করিতে পারে নাই বলিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সেও কি লজ্জিত হইয়াছিল? না, তাহা নহে। "আমি নিতান্ত অনুপযুক্ত ও অজ্ঞ, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা পিতার গ্রহণের উপযুক্ত নয়।" এই ভাবিয়াই তাহার মুখ মলিন হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিষাদের মূলে অহঙ্কার, কনিষ্ঠার বিষাদের মূলে বিনয়; উভয়ে এই প্রভেদ। যাহা হউক, গৃহস্থ যখন কনিষ্ঠা কন্যার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে তাহার কার্য্যটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কন্যাকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, "বৎসে, কন্যাকুলের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, তোমার আচরণে আমি প্রীত হইয়াছি।"

হায়! ঈশ্বরের সন্তানগণের মধ্যে এমন সৌভাগ্যশালী কয়জন আছেন, যাঁহাদের জীবন দেখিয়া প্রভু পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন, "বৎস, তোমার আচরণে আমি প্রীত হইয়াছি?" এই যে দুর্লভ মানব জীবন আমরা সকলে পাইয়াছি, ইহা এক একখানি বস্ত্র ও শরীর মনের শক্তি সকল রেশম প্রভৃতির ন্যায়; জগদীশ্বর এক

একখানি বস্ত্রের ন্যায় এক একটী জীবন প্রত্যেককে দিয়া এই আদেশ করিয়াছেন, যে বিবিধ সৎকার্য্যরূপ ফুলের দ্বারা এই জীবনকে সুশোভিত করিতে হইবে; তিনি তদুপযোগী উপকরণও দিয়াছেন; কিন্তু আমরা অনেকে সেই মহান্ আদেশ বিস্মৃত হইয়া আমোদ প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করিতেছি। পরিশেষে হয়ত শেষ বেলা জীবনের সন্ধ্যাকালে আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া সকল বৎসরের কাজ একেবারে করিবার চেষ্টা করিব; ব্যস্ততা নিবন্ধন আমাদের ধর্ম্মসাধন সম্পূর্ণ হইবে না। আবার অনেকে নানা বিঘ্ন বিপত্তি বশতঃ তাহাও করিতে পারিব না। তখন আমাদের কি গতি হইবে? আমরা কোন্ সাহসে পিতার নিকট উপস্থিত হইব? কিন্তু তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা গৃহস্থের তৃতীয়া কন্যার ন্যায় পিতৃ আদেশ পালনে সর্ব্বদাই মনোযোগী; যাঁহারা মন প্রাণের সহিত স্বীয় স্বীয় জীবনকে সাধুতার আলয় করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন; তাহাই তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য, তাহাতেই তাঁহারা আনন্দ লাভ করিতেছেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ।

সর্ব্বলোক প্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

❀ ❀ ❀ ❀

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে মেঘবারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

❀ ❀ ❀ ❀

সকলের ঈশ্বর যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশবান ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

২রা জ্যৈষ্ঠ।

সাধুতার জন্য তৃষিত আত্মারা ধন্য; কারণ তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন।

❀ ❀ ❀ ❀

যিনি অসাধু লোকের পরামর্শ দ্বারা চালিত হননা, যিনি পাপের পথে অবস্থিতি করেননা এবং যিনি লঘুচিত্ত বিদ্রূপ পরায়ণ ব্যক্তির সংসর্গে থাকেননা তিনিই ধন্য। এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধিতেই আনন্দলাভ করেন এবং তাঁহারই নিয়ম চিন্তনে দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন। তাঁহার আত্মা নদীতটে রোপিত তরুর ন্যায়। উপযুক্ত সময়ে উহা সুফল প্রদান করে; তাহার পত্রাবলী কখনও শুষ্ক হয় না। তিনি যাহা করেন, তাহাই শ্রীলাভ করিবে।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বর আত্মাতে আপন সাদৃশ্য প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য যতদূর শরীরী জীব, যতদূর তিনি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির এবং পশু প্রকৃতির অধীন, ততদূর তিনি জড়জগতের নিয়মাধীন। জড়ের উপর যতদূর তাঁহার নির্ভর, ততদূর তিনি বস্তু—আপনার কর্ত্তৃত্বের উপর যত চলিতে পারেন, তাহাতেই তিনি পুরুষ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ।

ঈশ্বরের অধীনে যে আপনার ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারে, ইহাই মানব আত্মার মহত্ত্ব।

❀ ❀ ❀ ❀

যতই ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অগ্রসর হইবে, যতই বিবেক উজ্জ্বল ও ধর্ম্মভাব প্রগাঢ় হইবে, ততই অনেক কঠিন প্রশ্ন আপনা আপনি মীমাংসা হইয়া যাইবে। ধর্ম্মভাবই আত্মার চক্ষের আলোক; ঈশ্বর ধর্ম্মভাবের জন্মদাতা, সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি সে আলোক কিরূপে পাইবে? প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনাই ধর্ম্মজীবনের জ্যোতি ও সম্বল। প্রবৃত্তির মূল যেখানে, বাসনার উদয় যেখানে, চিন্তার সূত্রপাত যেখানে, কল্পনার জন্ম যেখানে, সেই হৃদয়ের মূল দেশ পর্য্যন্ত কে বিশুদ্ধ করে? গভীর আত্মদৃষ্টি ও আন্তরিক প্রার্থনা ব্যতীত হৃদয়ের সে ভিতর প্রদেশ বিশুদ্ধ হয় না।

যে সাধুপুরুষ পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন। যিনি পরমেশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই ধন্য। সমগ্র হৃদয়ের সহিত যিনি তাঁহাকে প্রীতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি মনুষ্য হইলেও দেবতা।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ।

যে সাধু মানবের বিবেক নিষ্কলঙ্ক তিনিই ধন্য; যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ, তাঁহার অন্তরে চিরানন্দ বিরাজ করিতেছে।

❀ ❀ ❀ ❀

যে ব্যক্তি নিকটে আসিলে হৃদয়ের সুপ্ত সাধুভাব সকল জাগ্রত হয় এবং অসাধুভাব সকল লজ্জা পাইয়া লুক্কায়িত হয়, তাহাকেই বলি পবিত্র চরিত্র। যে চরিত্র লজ্জা দিয়া অসাধুকে সাধু করে, তাহাই দেবাংশে গঠিত।

সেই ব্যক্তিই সাধু, যাঁহার নিকটে বসিলেই অন্তরের সাধুভাব সকল আশ্রয় ও সাহস পায় এবং অসাধুভাব সকল লজ্জিত হয়। চিন্তা করিলে সকলেই দেখিতে পাইব যে, আমরা অদ্যাবধি যত লোকের সহিত মিশিয়াছি, তাহার মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে। একজনের কাছে দুই দণ্ড বসিয়া আসিবার সময় হৃদয় মনের ভাল অবস্থা লইয়া উঠিলাম আর একজনের নিকট হইতে আসিবার সময় দেখি, মনের ধর্ম্মভাব দুই এক রেখা নামিয়া গিয়াছে; আমরা কোন্ শ্রেণীর লোক?

সাধুতার নিকৃষ্ট অবস্থাতে লোকে সতর্ক হয়, পাছে অপরে তাহার প্রতি অন্যায় করে বা প্রবঞ্চনা করে। সাধুতার উন্নত অবস্থায় লোকে সতর্ক হয়, পাছে সে অপরের প্রতি অন্যায় করে বা প্রবঞ্চনা করে। যাঁহার চক্ষু নিজের ত্রুটির উপরেই অধিক বদ্ধ, তিনিই প্রকৃত সাধু পুরুষ।

৫ই জ্যৈষ্ঠ।

পবিত্র যিনি, তাঁহার নিকট সকল বস্তু পবিত্র, সকল দিন শুভ, সকল ঘটনা মঙ্গলকর এবং সকল মানুষ স্বর্গীয়।

❁ ❁ ❁ ❁

দুইটী পক্ষ দ্বারা মানব পার্থিব বিষয় হইতে উত্থিত হয়, সরলতা ও পবিত্রতা। অভিসন্ধিতে সরলতা চাই প্রবৃত্তিতে বিশুদ্ধতা চাই। সরলতা আমাদিগকে ঈশ্বরের সম্মুখীন করে, পবিত্রতা তাঁহাকে দেখিতে ও উপভোগ করিতে সমর্থ করে। প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হওয়া ও তোমার প্রতিবেশীর উপকার করা ভিন্ন আর কিছু যদি তোমার অভিসন্ধির মধ্যে না থাকে তাহা হইলেই তুমি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে।

সাধুতা কাহাকে বলে? বুদ্ধদেবকে এই প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, সাধুতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই যে, জীবনে বিবেক ও বাসনার ঐক্য আছে অর্থাৎ যাঁহার চরিত্রে বাসনা বিবেককে কখনই অতিক্রম করেনা, তিনিই সাধু।

রিপুকুলের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে আত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থায় বিশ্বজনীন সত্য, ন্যায় ও পবিত্রতার সহিত তাহার আর কোন বিরোধ থাকে না।

৬ই জ্যৈষ্ঠ।

আত্মাকে যিনি পবিত্র করেন; যিনি আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত করেন; তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান।

* * * *

পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারেনা, ইনি সমুদয় পাপকে অতিক্রম করেন, পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারেনা, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন; ইনি নিষ্পাপ নির্ম্মলচিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন।

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই—এবং কর্ম্মফল কামনাপ্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়না।

* * * *

আমার হৃদয় যদি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ থাকিত, তবে ইহা হইতে তোমার মুখ প্রচ্ছন্ন থাকিত না। দীনবন্ধু, আমার জীবনের পাঁপ কলঙ্কের দিকে আমার চক্ষু উন্মীলিত কর, স্বর্গীয় পবিত্রতার জন্য হৃদয়ে প্রবল পিপাসা দাও। নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া তোমার ভক্ত ও সেবকের উপযুক্ত হই।

৭ই জ্যৈষ্ঠ।

ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে স্বর্গে যাইতে হয় না; স্বর্গ তাঁহার হৃদয়ে আপনা হইতেই অবতীর্ণ হয়।

পিপীলিকাদের স্বভাব এই তাহারা যখন সারি বাঁধিয়া যায় তখন তাহাদের পথের মধ্যে যদি নখ দিয়া খানা কাটিয়া দেওয়া যায় অমনি তাহারা দাঁড়াইয়া যায়, সেই খানার পার্শ্বে আসে ইতস্ততঃ করে, মনে করিলেই পার হইয়া যাইতে পারে, অথচ কোন মতেই তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। তোমার কর্ত্তব্যের পথে যদি দৈবাৎ কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, অধর্ম্ম হইবে এরূপ ভয় যদি কোন কারণে উপস্থিত হয়, তুমিও কোন মতে সে সন্দেহকে লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিও না; প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া বার বার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তুমি তাঁহার সহবাসে আলোক প্রাপ্ত হইবে।

একজন সাধু এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ঈশ্বর, আমার সম্মুখের পথ অন্ধকারময়, একবার তোমার আলোক ধারণ কর, আমি একপদ ভূমি দেখিয়া লই।" সন্দেহ ও কুতর্কের মধ্যে যতটুকু কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে সেইটুকু কর, দেখিবে, সম্মুখের পথ পরিষ্কার হইবে। বিপথে একপদ কেন, দেখিবে যেটুকু দেখিতেছিলে তাহাও কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ।

তোমার প্রত্যেক কার্য্য যেন এই পরিচয় দেয়, যে তুমি যাহা কিছু কুর, তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদা ঈশ্বরের উপর অর্পিত থাকে।

আমরা যদি প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাই, আর আমাদের সম্মুখে যদি অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত ও সাগর সমান সহস্র প্রতিবন্ধক থাকে, যদি সকল সংসার আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি আমাদের ভয় নাই কেননা ঈশ্বর আমাদের সহায়।

আমাদের আত্মার যে শক্তি তাহা জগতের সকল শক্তি হইতে বলীয়ান, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা সকল ঘটনার বিপক্ষে ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে অনুরক্ত থাকিতে পারি। আমরা ঈশ্বরের হস্তে আমাদের হৃদয় মন আপনার ইচ্ছাতে সমর্পণ করিতে পারি।

কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া চারিদিকে সহস্র প্রতিবন্ধকতা দেখিয়া নিরাশ হইওনা; ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিরাশার ঘন অন্ধকার মধ্যে কার্য্য করিয়া যাও, দেখিবে, ক্রমে তোমার পথ আলোকাকীর্ণ হইয়া যাইবে।

৯ই জ্যৈষ্ঠ।

একটী কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলে, আত্মায় যে আর দশটী কর্ত্তব্য সাধনের শক্তি জন্মে, উহাই কর্ত্তব্য পালনের পুরস্কার।

❀ ❀ ❀ ❀

যখন সাংসারিক লোভ ও বিবেকের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে সচেষ্ট হইওনা; কারণ এরূপ স্থলে বিবেককে অব্যাহত রাখা যায়না।

বিদ্যা কাহাকে বলে? না, পাঁচখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে অপর দশখানি গ্রন্থ বোধের শক্তি জন্মে, তাহাকে বিদ্যা বলে। চরিত্র কাহাকে বলে? না, পাঁচটা ভাল কাজ করিয়া যে আত্মার আর দশটী ভাল কাজ করিবার মত অবস্থা হয়, তাহাকে চরিত্র বলে। সাধুদের এক একটী সামান্য কথার ও যে আমরা আদর করি, সে আদর কথার জন্য নহে কিন্তু সেই কথার পশ্চাতে যে চরিত্র আছে, কথাটীর উপর তাহার আভা পড়াতেই তাহার আদর করিয়া থাকি। প্রকৃত সাধু হও দেখি, তোমার মুখ হইতে একটী কথা পড়িবে এবং লোকে মণিমুক্তার ন্যায় তাহা কুড়াইয়া রাখিবে।

১০ই জ্যৈষ্ঠ।

বিপদের দিনে তোমার সকল শক্তি যদি অন্তর্হিত হয়, জানিও, তুমি কখনই প্রকৃত বল লাভ করিতে পার নাই।

❀ ❀ ❀ ❀

যদি প্রকৃত পক্ষে স্বর্গীয় বললাভ করিতে চাও, তবে জীবনের সমুদয় বন্ধনগুলিকেও ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। জীবনের দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য গুলিকেও তাঁহার কার্য্য জানিয়া যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতে প্রাণপণে যত্ন কর। ঈশ্বর প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া এ জগতে তাঁহার কার্য্য করার মত সুখ আর কি আছে? আত্মাকে বলশালী করিবার পক্ষে ইহার মত সুন্দর উপায় আর কিছু নাই।

তুমি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছনা বলিয়া বিষণ্ণ হইওনা। ঈশ্বর সকলকে সমানভাবে প্রস্তুত করেন নাই। তোমার যেরূপ ক্ষমতা, যেরূপ সুবিধা, তাহারই সদ্ব্যবহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাক, ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করিবেননা।

❀ ❀ ❀ ❀

একটী সৎকার্য্যের ফল অনন্তকাল স্থায়ী; তাহার মঙ্গলপ্রসূ শক্তি কোন কালই বিনষ্ট হইবেনা, মঙ্গলময়ের রাজ্য মঙ্গল ভাবের বিনাশ কোথায়?

১১ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রকৃত ব্যাকুলতার সহিত যে জীবন লাভ করিতে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, সম্পূর্ণরূপে না হউক, আংশিকরূপে আমরা তাহা লাভ করিবই।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বর আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি চাহেন যে আমরা উন্নত হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি আত্মাকে যেমন অবস্থা দিয়াছেন তাহা হইতে পবিত্র ও উন্নত করিয়া তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই পৃথিবী আমাদের প্রথম সোপান, যে পথে আমাদিগকে বহুদূর যাইতে হইবে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে, তাহার প্রথমভাগ এই পৃথিবী। আমাদের সম্মুখে অনন্তকাল প্রসারিত রহিয়াছে। আমাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রীতি উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত আরও নিকট সম্মিলনে সম্মিলিত হইবে। সত্যের সাহায্যে সেই সত্য স্বরূপকে আমরা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইব, ধর্ম্মের সাহায্যে সেই পরম পবিত্র স্বরূপে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিতে পারিব, আমরা চিরকাল সেই পরম পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব।

১২ই জ্যৈষ্ঠ।

সাংসারিক বাসনা বিনষ্ট কর, কারণ যাহাদ্বারা তুমি অমর না হইবে, তাহা লইয়া কি করিবে ?

❀ ❀ ❀ ❀

আমরা যাহাতে শিক্ষিত হই দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হই জ্ঞানেতে ও ধর্ম্মেতে উন্নত হই, এই ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি নানাবিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন এবং স্বয়ং তাহাতে সাহায্য করিতেছেন। শীত বসন্তের ন্যায় সম্পদ বিপদ এখানে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু যদি আমরা ধর্ম্মকে সহায় করি, আর ঈশ্বরেতে নির্ভর করি, তবে আত্মার বল কিছুতেই ক্ষয় হইবে না, আত্মার শক্তি কিছুতেই যাইবে না।

বিবেককে সন্তুষ্ট রাখিতে যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রত্যহ দেখাইও যে প্রার্থনা, কার্য্য, পবিত্রতা লাভের প্রয়াস অথবা ধৈর্য্য শিক্ষা এই চারিটী কার্য্যের একটী বা অন্যটীতে বা সকলগুলিতে তোমার দিন যাইতেছে, যদি পবিত্র হইতে ইচ্ছা কর, তবে উক্ত গুণগুলির সহিত এই গুণগুলি যোগ কর—শৃঙ্খলা, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক সজীবতা ও অধ্যবসায়।

যদি আমাদের আত্মা হইতে পাপ-মলা প্রক্ষালিত না হয়, তবে যেমন সমল দর্পণে প্রতিবিম্ব পতিত হয়না, সেইরূপ আমাদের আত্মাতেও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়না।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

সাধু-চিন্তার ন্যায় সঙ্গ নাই।

তিনিই ধন্য, যিনি সত্য কেবল শাস্ত্রে পাঠ করেন নাই; কিন্তু স্বয়ং সত্যস্বরূপ কৃপা করিয়া যাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

❀ ❀ ❀ ❀

যিনি ঈশ্বরের সহবাস উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলে ঈশ্বরের মাধুর্য্য ও স্বর্গের সৌন্দর্য্যের আভাস পাই।

পরমেশ্বরের চক্ষু সাধুদিগের উপর, এবং তাঁহার কর্ণ তাঁহাদের আর্ত্তধ্বনি শ্রবণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মাত্মা কাতরধ্বনি করেন এবং ঈশ্বর তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। দুর্ব্বলতা বশতঃ পতিত হইলেও তিনি একেবারে পড়িয়া থাকিবেননা, কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে স্বীয় হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া রাখেন।

ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দুঃখ যাতনা অনেক; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে সে সমুদয় হইতে রক্ষা করেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রভু পরমেশ্বর আমার আলোক, তিনিই আমার মুক্তি। আমি কাহাকে ভয় করিব? আমার জীবনের শক্তি তিনি। আমি কাহা হইতে ভীত হইব?

❀ ❀ ❀ ❀

শাক্যসিংহ যে রজনীতে পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন মানসে বহির্গত হন, সেই নিশীথে পাপকুলের অধিপতি মার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "রাজন্ আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন হঠাৎ সংসার ত্যাগ করিবেননা, আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন। আমি আপনাকে বলিতেছি, যে আর এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর হইবেন। কুমার উত্তর করিলেন "হে মার, তুমি প্রণিধান কর, আমি যে চেষ্টা করিলে অল্প দিনের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে পারি, তাহা আমি অবগত আছি, কিন্তু আমার সে সম্পদ লাভের বাসনা নাই। ধর্ম্ম যে জগতের সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু, আমি তাহা বুঝিয়াছি; তুমি নীচাশয়; ছার ইন্দ্রিয় সুখের অতিরিক্ত সুখ তুমি জাননা। তোমার বাসনা, যে জগতের জীব সকল ধর্ম্মোপদেশে বঞ্চিত থাকিয়া তোমার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। ওরে ক্ষুদ্রাশয়, তুমি আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন কর।"

১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

একজন সাধ্বী নারী একবার লিখিয়াছিলেন, "আমার নিজের পরিবার মধ্যে আমি কাহারও কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে চাইনা; সমস্ত কার্য্যেই সন্তোষ প্রকাশ করি; কেহ আমাকে সুখের ব্যাঘাত বলিয়া মনে করিতেছে, এ চিন্তাকে মনেও স্থান দিই না। যদি লোকে আমাকে স্নেহ করে, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি? যদি তাহারা আমায় অগ্রাহ্য করিয়া ছাড়িয়া যায়, বেশ, তাহাতেইবা অসুখ কি? নির্জ্জনে বসিয়া সুখে কাল কাটাই। এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি সমস্ত কার্য্য করি, তাহা এই, যে আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া ঈশ্বরের সন্তোষের জন্য মানুষ সকল কার্য্য করুক।"

❀ ❀ ❀ ❀

পরিষ্কার একখানি বস্ত্রকে নীল সবুজ ইত্যাদি যে কোন বর্ণের চশমা চক্ষে দিয়া দর্শন কর, চশমার বর্ণের মত দেখিতে পাইবে। সেইরূপ সত্য প্রেম ও পবিত্রতাতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, ধর্ম্মকে হৃদয়ের ভূষণ করিয়া, যাহা কিছু দেখিবে, ঈশ্বরের অশেষ করুণার পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইবে। চারিদিকে ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্ম নিয়মকে জয়যুক্ত দেখিয়া মোহিত হইবে। তোমার চক্ষু সকলকে প্রেমের চক্ষে দেখিবে। তোমার কর্ণ কেবল প্রেমের কথাই শুনিবে তোমার মুখ কেবল সেই অনন্তদেবের মহিমার কথাই বলিবে।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ।

যে ব্যক্তি যৌবনে সঞ্চয় করেন, তিনি প্রাচীন হইলে ব্যয় করিতে সমর্থ হইবেন।

❀ ❀ ❀ ❀

দিবাভাগে এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে রাত্রিকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। গ্রীষ্মকালে এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে বর্ষাকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। প্রথম বয়সে এমন কর্ম্ম করিবে, যাহাতে চরমকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। যাবজ্জীবন এমন কর্ম্ম করিবে, যাহাতে পরকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে।

❀ ❀ ❀ ❀

এমন দিন যায়না যে ঈশ্বর স্পষ্টাক্ষরে বলেননা যে হে আমার দাস, তুমি ন্যায়াচরণ করিলেনা; আমি তোমাকে স্মরণ করিয়াছি তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিতেছ; আমি তোমাকে আপনার সন্নিধানে আহ্বান করিতেছি, তুমি অন্য স্থানে যাইতে চাহিতেছ; আমি তোমা হইতে বিপদরাশি দূরে রাখিতেছি, তুমি পাপে লিপ্ত হইতেছ। হে মানবসন্তান, পরলোকে যখন তুমি আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তুমি কি উত্তর দান করিবে?

১৭ই জ্যৈষ্ঠ।

আমার ভাগ্যে যাহা ঘটে; তাহাতেই আমি নিত্য সন্তুষ্ট আছি; কারণ, নিশ্চয় জানি, ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা আমি যাহা চাহিয়াছিলাম তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

❀ ❀ ❀ ❀

কোন কোন লোকের স্বভাব এই যে যখন তাহারা কাহারও উপকার করে, তখন তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করে, আবার কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কাহারও উপকার করিয়া কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করেনা বটে, কিন্তু সে উপকারের কথা তাহাদের স্মৃতিতে থাকে এবং তাহারা উপকৃত ব্যক্তিকে একপ্রকার ঋণী বলিয়া গণনা করে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা উপকার করিয়া অনুভব করেননা যে কিছু করিয়াছেন। তাঁহারা যেন দ্রাক্ষালতার ন্যায়। দ্রাক্ষালতা যথাসময়ে প্রচুর ফল প্রদান করে, কিন্তু তাহার জন্য ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখেনা। দ্রুতগামী অশ্ব বা শিকারি কুকুর স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারে বলিয়া বাহাদুরী করেনা মধুমক্ষিকা মধু সঞ্চয় করে বলিয়া অহঙ্কৃত হয়না সেইরূপ প্রকৃত মনস্বী ব্যক্তি দয়ার কাজে কিছুই গৌরব অনুভব করেননা এবং দ্রাক্ষা যেমন প্রচুর ফল দিয়াও যথাকালে আবার ফল প্রদান করে, সেইরূপ মনস্বী ব্যক্তি প্রচুর দয়ার কার্য্য করিয়াও আবার অবসর উপস্থিত হইলেই সেইরূপ কার্য্য করেন।

* * *

১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

গলদেশীয় এক ধনী সন্তান কোন ধার্ম্মিকা নারীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হন। সেই কুমারীও সেই যুবাকে অকৃত্রিম প্রীতি করিতেন, কিন্তু তিনি কোনও কারণে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম যৌবনে ঈশ্বর সন্নিধানে এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আপনাকে ঈশ্বরচরণে অর্পণ করিবেন। এখন তিনি বিষম সন্দেহে পতিত হইলেন, হৃদয় প্রেমাস্পদের সহিত আবদ্ধ হইতে চাহিতেছে, কিন্তু যৌবনের সঙ্কল্প সে পথে অন্তরায় হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া বালিকা অবশেষে জনকজননী ও আত্মীয় স্বজনের ঐকান্তিক আগ্রহে বিবাহে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবামাত্র সেই নারীর প্রাণে গভীর অনুশোচনার উদয় হইল; তাঁহার পতি তাঁহার এই আকস্মিক শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি ব্রতের বিষয় আমূল উল্লেখ করিয়া ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পতি অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি পত্নীর ব্রত রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। ইহার পর তাঁহারা বহুকাল জীবিত ছিলেন; ঐকান্তিক প্রেমদ্বারা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মজীবনের বিশেষ আনুকূল্য করিতেন, কিন্তু আপনাদের ব্রত হইতে স্খলিত হয় নাই। বহুদিন পরে সেই নারীর মৃত্যু হইলে তদীয় পতি এই প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু আমি তোমার হস্ত হইতে ইঁহাকে নিষ্কলঙ্ক পুষ্পের ন্যায় পাইয়াছিলাম, সেই শুভ্র পুষ্পটীকে আবার তোমারই হস্তে দিলাম। তুমি ইঁহাকে তোমার দেবলোকে রক্ষা কর।"

১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

যেখানে সংযম সেখানেই শক্তি।

রাবী আকিভা যৌবনকালে জেরুসালেমবাসী এক ধনীর গৃহে সামান্য মেষপালক ছিলেন। প্রভুর গৃহে অবস্থান সময়ে, তিনি প্রভুর একমাত্র কন্যা রাবেলের প্রতি অনুরক্ত হন, ধনী এই প্রণয়ের কথা জানিয়া তাঁহাদের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তিনি কন্যাকে কহিলেন, তুমি এরূপ দরিদ্র ও হীনজাতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবেনা। রাবেল পিতার কথায় ভীত না হইয়া সেই দরিদ্র মেষপালককেই বিবাহ করিলেন এবং পিতার প্রাসাদ তুল্য ভবন ত্যাগ করিয়া দরিদ্র পতির পর্ণকুটীরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে রাবেল স্বীয় পতিকে এক বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। আকিভা পত্নীর উত্তেজনায় গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু পথে রাবেলের সহিত বিচ্ছেদজনিত ক্লেশে, মন এতই অবসন্ন হইয়া পড়িল, যে তিনি পথ হইতেই বাটী প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প করিলেন। সেই সময়ে এক প্রস্তর খণ্ডের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলেন বিন্দু বিন্দু বর্ষার জল পড়িয়া প্রস্তরটীতে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া আকিভা ভাবিলেন, যদি বার বার পড়িয়া জলের ন্যায় তরল পদার্থও প্রস্তরকে ক্ষয় করিতে পারে, তবে অধ্যবসায় গুণে আমার মন কেন কৃতকার্য্য হইবেনা? তিনি আবার যাত্রা করিলেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ।

ধৈর্য্য তিক্ত, কিন্তু তাহার ফল মধুময়।

তথায় গিয়া দুইজন সুবিখ্যাত পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বিদ্যাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্প দিনেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল ও তাঁহার যশ চারিদিকে প্রচারিত হইল।

দ্বাদশবর্ষ এইরূপে যাপন করিয়া আকিভা ভাবিলেন, বিদ্যাভ্যাস ত একপ্রকার করা হইয়াছে, আর রাবেল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিব না। এই বলিয়া জেরুসালেম অভিমুখে যাত্রা করিলেন; গৃহদ্বারে আসিয়া শুনিলেন, গৃহমধ্যে কথোপকথন চলিতেছে। একজন প্রতিবেশিনী রাবেলকে বলিতেছেন, "তোমার পতির কি আর বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইবেনা? তিনি কবে ফিরিয়া আসিয়া তোমার সঙ্গে সুখে গৃহধর্ম্ম করিবেন?" রাবেল ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "ভগিনি, এইত বার বৎসর গিয়াছে, যদি তাঁহার সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী হইতে আরও বার বৎসর যায়, আমি তাহাতেও দুঃখিত নহি, তিনি তাহাই থাকুন।" আকিভা সেই মনস্বিনীর মুখের এই কথা শুনিয়া আর দ্বারে আঘাত করিলেননা; সেইখান হইতেই ফিরিয়া আবার বিদ্যালয়ে আসিয়া কয়েক বৎসর বিদ্যাভ্যাস করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিলেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি এতদূর হইল, যে তিনি যখন জেরুসালেমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন নগরস্থ সমুদয় পণ্ডিত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ।

কোশল দেশে দীর্ঘশোক বলিয়া এক পরম ধার্ম্মিক নরপতি রাজত্ব করিতেন। ব্রহ্মদত্ত নামক প্রতিবেশী এক পরাক্রান্ত রাজা দীর্ঘশোকের ঘোর শত্রু ছিলেন। একদা ব্রহ্মদত্ত অনেক সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া কোশল রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং দীর্ঘশোককে পরাজিত করিয়া তদীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। দীর্ঘশোক মহিষীকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রহ্মদত্তের রাজধানী কাশীতে গিয়া এক কুম্ভকারের গৃহে গোপনে বাস করিতে লাগিলেন; এই স্থানে দীর্ঘায়ু বলিয়া তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। দীর্ঘায়ু অতি অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও সকল গুণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিলেন।

একদিন দীর্ঘশোকের একজন পুরাতন পারিষদ, তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ব্রহ্মদত্তের নিকট ধরাইয়া দিল। ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘশোক ও তাঁহার রাণীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অনেক অপমান করিলেন, শেষে দুইজনকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। রাজপুরুষেরা পিতামাতাকে নগর প্রদক্ষিণ করাইতেছে দেখিয়া দীর্ঘায়ু ছুটিয়া তাঁহাদের নিকট গেলেন ও পিতা মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অনেক কাঁদিলেন। দীর্ঘশোক পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "বৎস দীর্ঘায়ু, শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করিওনা, কারণ স্মরণ রাখিও, বিদ্বেষ দ্বারা শত্রুতা দূর হয়না, কিন্তু প্রেম দ্বারাই শত্রুতার উপশম হইয়া থাকে।"

২২শে জ্যৈষ্ঠ।

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ ও শক্তদিগের ভূষণ।

❀ ❀ ❀ ❀

পিতার এই মহৎ উপদেশ দীর্ঘায়ু ভুলিবেননা সঙ্কল্প করিলেন। তিনি রক্ষীপুরুষদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া পিতা মাতার শব আনিয়া তাহার যথাবিহিত সৎকার করিলেন, পরে বিজন অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; তিনি পিতা মাতার প্রতি ব্রহ্মদত্তের অমানুষিক আচরণের কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই ভীষণ প্রতিশোধ বাসনা তাঁহার মনে প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, যেমন করিয়াই হউক পিতার আদেশ পালন করিবেন। দীর্ঘায়ু ব্রহ্মদত্তের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার হস্তিশালায় সামান্য ভৃত্যের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘায়ু অতি সুন্দর বাঁশী বাজাইতে পারিতেন; তাঁহার বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া রাজা একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকাইলেন, দীর্ঘায়ুর বাঁশীর বাজনায় ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিলেন; ক্রমে দীর্ঘায়ুর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও বিনম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে স্বীয় বিশ্বস্ত দেহরক্ষক পদে উন্নীত করিলেন।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ।

একদিন রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। মৃগের অন্বেষণে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; একটা হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া রাজা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; সঙ্গে দীর্ঘায়ু ব্যতীত কেহ নাই, রৌদ্রে ছুটিয়া ছুটিয়া আর পারেননা, এক বিশাল বটবৃক্ষমূলে গিয়া আশ্রয় লইলেন এবং দীর্ঘায়ুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নির্জ্জন বন। দীর্ঘায়ু রাজার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। একাকী বসিয়া বসিয়া তাঁহার বাল্যকালের কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল; ভাবিতে লাগিলেন "এই ব্রহ্মদত্ত আমার কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছে ইহার জন্য রাজ্য হারাইয়াছি, পিতা মাতা হারা হইয়াছি, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচ পরসেবায় কলঙ্কিত হইতেছি।" ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘায়ুর মনে প্রবল প্রতিহিংসা বৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি পরম শত্রুকে বিনাশ করিবেন বলিয়া, কোষ হইতে তরবারী বাহির করিলেন। তরবারী উঠাইয়া ব্রহ্মদত্তের মাথা কাটিবেন, এমন সময়ে পিতার শেষ বাক্য হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। দীর্ঘায়ু তৎক্ষণাৎ কোষে তরবারী স্থাপন করিলেন। একে একে তিনবার দীর্ঘায়ুর মনে ভীষণ প্রতিশোধ বাসনা জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু প্রতিবারই তিনি পিতার মহৎ উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে নীচ প্রতিশোধ বৃত্তিকে বিষসর্পের ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ।

এমন সময়ে ব্রহ্মদত্ত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; তাঁহার অপরাধী হৃদয়ে শান্তি নাই, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন দীর্ঘশোকের পুত্র তাঁহাকে মারিবার জন্য শাণিত তরবারী বাহির করিয়াছেন। ব্রহ্মদত্ত ভীতিকম্পিত কণ্ঠে দীর্ঘায়ুকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলেন, দীর্ঘায়ুর উত্তেজিত হৃদয় তখনও শান্ত হয় নাই, তিনি বামহস্তে রাজার কেশাকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে শাণিত তরবারি বাহির করিলেন এবং কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমিই সেই দীর্ঘায়ু; নিদ্রাবস্থায় আমি এইরূপে তিনবার আপনার প্রাণ লইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আপনি আমার প্রভু; এতদিন আপনার স্নেহ ও অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি, তথাপি আপনি আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা আমি ভুলিতে পারিতেছিনা; এই যে তরবারী হস্তে দিয়া আপনি আমায় আপনার দেহরক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই তরবারীই আপনার হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া পিতৃ-শত্রুর নিধনে উদ্যত হইয়াছিলাম। পিতার শেষ বাক্য আমায় এই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে বটে, কিন্তু আমি আর নিজের হৃদয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।" রাজা আর্ত্তধ্বনি করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "দীর্ঘায়ু, মহান্ পিতার উপযুক্ত পুত্র, আমি তোমার ক্ষমার উপযুক্ত নহি, তোমার পিতৃ-হন্তা মাতৃ-ঘাতী রাজ্যাপহারক তোমার পদতলে স্বীয় জীবন ভিক্ষা চাহিতেছে, তুমি আমায় জীবন দাও এবং যে মহৎ উপদেশ তোমাকে এমন মহান্ করিয়াছে, সে উপদেশ দিয়া আমায় কৃতার্থ কর।"

২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

অপরাধ বালুকাতে এবং অনুগ্রহ প্রস্তরে অঙ্কিত কর।

য়িহুদীদের মধ্যে এই প্রকার একটী আখ্যায়িকা আছে যে, এক সময়ে শত বর্ষীয় এক বৃদ্ধ এব্রাহিমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি তিন দিন কিছুই খাই নাই, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমায় কিছু খাইতে দাও।" এব্রাহিম তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে এক পাত্র খাদ্য দ্রব্য স্থাপন করিলেন। বৃদ্ধ খাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, "যাঁহার কৃপায় তিন দিবসের পর আহার্য্য পাইলে, হে বৃদ্ধ, সেই পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হও।" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "পরমেশ্বর আবার কে? আমি তাহাকে জানি না।" এই কথায় এব্রাহিম কুপিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই বৃদ্ধকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই পরমেশ্বর এব্রাহিমকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেন তুমি গৃহ হইতে অতিথিকে তাড়াইলে? এব্রাহিম উত্তর করিলেন, "প্রভো, সে তোমায় বিশ্বাস করেনা। কেহ তোমায় অবিশ্বাস করিলে আমি যে তাহা সহ্য করিতে পারিনা।" ঈশ্বর তখন বলিলেন, "তাহার এই অপরাধ, আমি এই শত বৎসর ধরিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছি, আর তুমি একবারও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেনা?"

২৬শে জ্যৈষ্ঠ।

একবার বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ এক গ্রামের নিকটবর্ত্তী প্রান্তর দিয়া যাইতেছিলেন। এক কূপের পার্শ্বে প্রকৃতি নাম্নী মাতঙ্গ জাতীয়া এক কন্যাকে দেখিয়া তিনি তাহার নিকট জল প্রার্থনা করিলেন।

প্রকৃতি সবিনয়ে উত্তর করিল, "হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে পানীয় জল দিতে সাহস করিনা। হে দ্বিজ, নীচ মাতঙ্গকুলে আমার জন্ম হইয়াছে, সুতরাং আমার স্পৃষ্ট জল পান করিলে আপনার দ্বিজত্বে কলঙ্ক স্পর্শিবে।" আনন্দ উত্তর করিলেন, "কল্যাণি, আমি জাতি চাহিতেছিনা, জল চাহিতেছি, আমায় জল দাও, পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করি।"

আনন্দের এই উত্তরে বালিকার হৃদয় হর্ষে উৎফুল্ল হইল, সে তাঁহাকে সাদরে জলপান করিতে দিল; তিনি ইচ্ছামত পান করিয়া চলিয়া গেলেন।

আনন্দের সস্নেহ ব্যবহার প্রকৃতি ভুলিলনা; তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি বালিকার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। সে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে সে একদিন বুদ্ধদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, "হে প্রভো, আপনার প্রিয় শিষ্য আনন্দের নিকট অবস্থান করিতে আপনি আমায় অনুমতি করুন; আমার হৃদয় তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সেবা করিতে উৎসুক, কারণ হে দেব, আমি তাঁহাতেই অনুরাগিণী।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ।

বুদ্ধদেব বালিকার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া কহিলেন "প্রকৃতি তুমি আপন অন্তর বুঝিতেছনা। তোমার হৃদয় আনন্দের গুণ পক্ষপাতী, কিন্তু তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহে। তুমি আনন্দের সৌজন্যকে ভালবাস, তাহাকে নহে। অতএব তাহার সৌজন্য তুমি লও। তিনি তোমার প্রতি যেরূপ উদার ব্যবহার করিয়াছেন, তুমি হীনাবস্থাপন্না হইয়াও অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও। রাজা যদি স্বীয় ক্রীতদাসের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাহা বিশেষ সুখ্যাতির কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রীতদাস যদি স্বীয় দুর্গতি ভুলিয়া গিয়া সকলের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশ করে, তবে তাহা আরও প্রশংসার বিষয়; তখন সে আর অত্যাচারী প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেনা এবং প্রভুর অত্যাচারকে বাধা দিতে না পারিলেও তাহার অত্যাচার ও অভিমানকে দয়ার চক্ষে দেখিতে পারে।

প্রকৃতি তুমি ধন্যা; কারণ তুমি মাতঙ্গকুলোদ্ভবা হইলেও তোমার দৃষ্টান্ত সৎকুলজাত পুরুষ ও নারীগণের অনুকরণীয় হইবে। তুমি নীচজাতীয়া, কিন্তু তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার নিকট শিক্ষালাভ করিবে। ন্যায় ও ধর্ম্মের পথ হইতে বিচলিত হইওনা, তাহা হইলে তোমার মহিমা সিংহাসনে আসীনা রাজ্ঞীগণের গৌরব অপেক্ষা অধিক হইবে।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

একবার ইটালী প্রদেশের কোন এক সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে একজন সন্ন্যাসিনী অলৌকিক শক্তি সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে জনরব হইল, যে ঐ নারী আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে পারেন। ঐ জনরব দেশ মধ্যে প্রচার হইলে, দলে দলে লোক ঐ সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে ও তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ লইতে আসিতে লাগিল। এই সংবাদে রোমনগরবাসী ধর্ম্মসমাজাধিপতি পোপ কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়ার বিবরণ সত্য কিনা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। একদিন পোপ ইহার জন্য চিন্তাকুল মানসে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন কার্ডিনাল অশ্বারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। কার্ডিনাল জিজ্ঞাসা করিলেন "পূজ্যবর, অদ্য কি কারণে আপনাকে চিন্তাকুল দেখিতেছি?" পোপ আপনার চিন্তার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। কার্ডিনাল উত্তর করিলেন "ইহার জন্য আপনার এত উদ্বেগ কেন? অপেক্ষা করুন, আমি সমুদয় বিবরণ জানিয়া আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি সেই কর্দ্দমাক্ত পদেই পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং দ্রুতগতিতে সন্ন্যাসিনীদিগের সেই আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। আশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি প্রধান আচার্য্য পোপকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। আপনার আশ্রমে অমুক নামে যে সন্ন্যাসিনী অলৌকিক ক্রিয়া করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে আমার একটুকু প্রয়োজন আছে।"

২৯শে জ্যৈষ্ঠ।

তোমার আপন প্রদীপ নির্ব্বাণ করিলেই ঈশ্বরের আলোক দেখিতে পাইবে।

❀ ❀ ❀ ❀

পোপের আদেশ অগ্রাহ্য করিবার নহে, কাজেই উক্ত সন্ন্যাসিনীকে উপস্থিত হইতে হইল। কার্ডিনাল বসিয়া আছেন, দেখিতে পাইলেন, সেই সন্ন্যাসিনী বহুঃসংখ্যক সহচরী পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার মুখের ভাব ভঙ্গিতে ও গতিতে অভিমানের চিহ্ন দেদীপ্যমান। সন্ন্যাসিনী যেই আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, অমনি কার্ডিনাল আসন হইতে না উঠিয়াই কর্দ্দমাক্ত পাদুকামণ্ডিত দক্ষিণ চরণ প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমার পায়ের এই জুতাটা টানিয়া খোল, পরে পোপের আদেশ জানাইতেছি।" সন্ন্যাসিনী গর্ব্বভরে ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইলেন। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা, দলে দলে লোক যাহার আশীর্ব্বাদ লইতে আসে, তাহার প্রতি এই অপমান! সন্ন্যাসিনী মুখ ফিরাইলেই কার্ডিনাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বিদায়। আমি যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা হইয়াছে, এখন চলিলাম।" এই বলিয়া কার্ডিনাল আবার অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন এবং পোপকে গিয়া কহিলেন, "তাত, শান্ত হউন, এখানে অলৌকিক কিছুই নাই, কারণ বিনয় নাই।"

৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

হোসেন বসোরী একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক। বিনয় তাঁহার আত্মার ভূষণ ছিল। একদিন তিনি নৌকারোহণে যাইতে যাইতে দেখিলেন, নদীতটে একজন কাফ্রি একজন স্ত্রীলোকের নিকটে বসিয়া আছে এবং এক বৃহৎ বোতল হইতে কি ঢালিয়া পান করিতেছে। দেখিয়া তিনি আপনাকে তাহার সহিত তুলনা করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন; এ ব্যক্তি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, যেহেতু এ ব্যক্তি স্ত্রীলোকের সহিত সুরাপান করিতেছে। এই সময়ে সহসা এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া হোসেনের পশ্চাদ্বর্ত্তী একখানা নৌকাকে জলমগ্ন করিল। সেই নৌকায় সাতজন আরোহী ছিল। কাফ্রি এই দুর্ঘটনা উপস্থিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তরঙ্গাকুল-নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং স্বীয় জীবন বিপদাপন্ন করিয়া অসীম সাহসে ছয়জন আরোহীর উদ্ধার সাধন করিলেন। তৎপরে তিনি হোসেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি ছয়জন আরোহীর উদ্ধার সাধন করিলাম, তুমি অবশিষ্ট ব্যক্তির জীবন রক্ষা কর। হে মুসলমানদিগের আচার্য্য! ইনি আমার জননী দেবী, আর এই বোতল হইতে জল ঢালিয়া পান করিতেছিলাম, ইচ্ছা হইল পরীক্ষা করিয়া দেখি, তুমি অন্ধ কি চক্ষুষ্মান্, এখন বুঝিলাম তুমি অন্ধ।"

হোসেন আপন অপরাধের জন্য যারপর নাই লজ্জিত হইলেন এবং কাফ্রির চরণে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন "হে কাফ্রি, তুমি নদীগর্ভ হইতে ছয়জনকে তুলিয়াছ এখন অহঙ্কার আবর্ত্তে পতিত এই অভাগাকেও উদ্ধার কর।"

৩১শে জ্যৈষ্ঠ।

বিনয়েই ধর্ম্মের আরম্ভ।

স্থরম্য বসন্তকালে ধরা পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়াছে। সূর্য্যের স্বর্ণকিরণে চারিদিক প্লাবিত, সুকণ্ঠ বিহঙ্গের কলধ্বনিতে দিগন্ত ধ্বনিত; এমন সময়ে এক কোকিল এক বাজকে জিজ্ঞাসা করিল "কি আশ্চর্য্য! এই সুন্দর সময়ে তুমি কাহারও মনে আনন্দ উৎপাদন করিতেছনা নীরবে রহিয়াছ, অথচ পক্ষিকুলে তোমারই গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমি মধুর সঙ্গীত ধারায় জগৎ মুগ্ধ করি, কিন্তু কীট আমার খাদ্য, কণ্টকাকীর্ণ তরুকুঞ্জ আমার আবাস। আর রাজার বাহু তোমার আসন, রাজার খাদ্য তুমি নিত্য ভোগ করিতেছ।" বাজ কহিল "আমি শত শত কাজ করি, কিন্তু সে কথা মুখের বাহির করিনা। আমি স্বীয় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি, সুতরাং প্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন। তুমি কোন কাজ করনা সর্ব্বদা চীৎকার করিয়া মরিতেছ, জিহ্বাই তোমার সার সর্ব্বস্ব অতএব তুমি ক্ষান্ত হও।"

পুরাকালে একবার দানবরাজ প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্র বলে ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া অচিরাৎ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া প্রহ্লাদের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন "দানবরাজ আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃ সাধনের উপায় জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি।" ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া কহিলেন "হে ব্রহ্মন্, আমি আপনার ভক্তি দর্শনে, আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।" তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন "দানবরাজ, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দিন, যেন আমি আপনার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি।" ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রহ্লাদ যুগপৎ প্রীত ও ভীত হইলেন; কিন্তু সত্যপালন পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বরপ্রদান করিবামাত্র দানবরাজের অন্তঃকরণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে প্রহ্লাদের শরীর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজ নির্গত হইল। দানবরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে" তেজ কহিল "আমি চরিত্র। এখন আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে ব্রাহ্মণ আপনার শিষ্য ছিলেন এখন হইতে আমি তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব।" চরিত্র এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া ইন্দ্রের

দেহে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। তখন প্রহ্লাদ উহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভদ্র, তুমি কে ?" তেজ কহিল "দৈত্যরাজ, আমি ধর্ম্ম, যে স্থান চরিত্র আমি তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ সন্নিধানে গমন করিয়াছে, সুতরাং আমাকেও তথায় গমন করিতে হইল।" ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর আর একটী তেজ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ?" তেজ কহিল "দানবরাজ, আমি সত্য, এক্ষণে তোমায় ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের অনুগামী হইলাম।" সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটী মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাপুরুষ, তুমি কে ?" পুরুষ কহিল "মহারাজ, আমি সৎকার্য্য; যেখানে সত্য আমি সেইখানেই অবস্থান করিয়া থাকি।"

অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে গভীর শব্দ করিতে করিতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল "দানবরাজ, আমি বল; সৎকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে আমিও তথায় থাকি।" বল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক আভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন "দেবি, তুমি কে ?" দেবী কহিলেন, "মহারাজ আমি লক্ষ্মী, আমি এতদিন তোমার দেহে অবস্থান করিয়া ছিলাম এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি।"

লক্ষ্মী এই বলিলে প্রহ্লাদ অধিকতর ভীত হইলেন এবং লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন, “দেবি, এক্ষণে তুমি কোথায় গমন করিবে?” লক্ষ্মী উত্তর করিলেন. “রাজন্! যে ব্রাহ্মণ তোমার শিষ্য হইয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিভুবনে তোমার যাহা শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, তাহা তিনি অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্র দ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে, দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন; ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন।” লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।
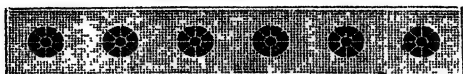
১লা আষাঢ়।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার প্রণাম করি।

❀ ❀ ❀ ❀

যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার বন্দনা, যাঁহার অর্চ্চনা, লোকের পাপ সদ্য বিনাশ করে, সেই মঙ্গলশ্রবা পরমেশ্বরকে নমস্কার নমস্কার।

❀ ❀ ❀ ❀

তিনি দেশকালের অতীত, অথচ দেশকালের মধ্যে থাকিয়া এই অসীম জগৎ সংসার পালন করিতেছেন, তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা ঐশ্বর্য্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে সেই মঙ্গল্য বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

২রা আষাঢ়।

ধর্ম্মের প্রথম পুরস্কার ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার হওয়া; তাহার শেষ পুরস্কার ঈশ্বরকে লাভ করা।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বরে একবার আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার সুখ দুঃখের জন্য আর চিন্তা করিওনা; কিন্তু কেবল তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইবে। তুমি যতদিন তাঁহার দয়াতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে না পারিবে, ততদিন সেই অমৃত পুরুষের করুণা, আস্বাদন করিতে পারিবেনা, ততদিন সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি না পাইয়া তোমার হৃদয় আলোকিত হইবেনা।

❀ ❀ ❀ ❀

শত শত গ্রন্থ পাঠ করিলে ও শত শত ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করিলে যে বিশ্বাস না হয়, একবার ঈশ্বরের আলোক দেখিতে পাইলে, আমাদের চক্ষু উন্মীলন হয়। ঈশ্বরের নিকট যাইবার জন্য অহরহ জ্ঞানকে মার্জ্জিত করিতে হইবে; হৃদয়কে পবিত্র করিতে হইবে; তিতিক্ষাকে হৃদয়ের বর্ম্ম করিতে হইবে। যেখানে থাকি, যদি ঈশ্বরের জন্য অবস্থান করি, যেখানে যাই যদি তাঁহাকেই লক্ষ্য করি, তবে মহা বিপত্তি হইতে রক্ষিত হই।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বরের সহিত যদি আমাদের সাদৃশ্য না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া ও তাঁহার সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতামনা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে।

৩রা আষাঢ়।

যাহা হারাইয়া যায় তাহার কোন মূল্য নাই। যাহা কখনও হারায়না তাহাই লোভনীয়।

❀ ❀ ❀ ❀

যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যাহার কখনই আর ক্ষয় হয়না, যাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয়না; তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর।

❀ ❀ ❀ ❀

সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি, ঈশ্বরই অমৃত নিকেতন; তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেই আমরা সংসারের পার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পাই এবং আপনা হইতেই বলিতে থাকি "যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।" সেই প্রাণের সহিত যিনি আপনাকে যুক্ত করিয়াছেন তিনি মৃত্যুর হস্ত দেখিয়া আর ভয় পাননা, তিনি অমৃত লাভের প্রতি স্থির নিশ্চয় থাকেন।

❀ ❀ ❀ ❀

আমার আত্মন্, ঈশ্বরে নির্ভর কর; কারণ আমার আশা তাঁহা হইতেই। তিনি আমার আশ্রয় স্থান এবং আমার মুক্তি তিনি। আমার রক্ষক তিনি, আমি বিচলিত হইবনা; আমার গৌরবও মুক্তি ঈশ্বরেতেই।

৪ঠা আষাঢ়।

ইনি প্রাণস্বরূপ ; যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন।

❀ ❀ ❀ ❀

সূর্য্য আকাশে উদিত হইল। কেবল গুটিকতক পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করিতে বা কয়েকটী বৃক্ষকে সজীব করিতে নহে, বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ বিধান করিতেই সূর্য্য উদিত হইল। দেবদারু আপন উন্নত মস্তক নাড়িয়া বলিল "সূর্য্য তুমি আমারই।" মৃত্তিকার উপরিভাগে প্রস্ফুটিত বনফুল ঈষৎ হাস্য করিয়া ও মৃদুগন্ধ বিস্তার করিয়া বলিল "সূর্য্য, তুমি আমারই" এবং সহস্র ক্ষেত্র মধ্য হইতে শস্যরাজি প্রাতঃসমীরণে কম্পিত হইয়া একতানে বলিয়া উঠিল "সূর্য্য, তুমি আমারই।"

ঈশ্বরও তেমনি ধর্ম্মজগতের গুটিকতক মহাপুরুষের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের জীবন স্বরূপ হইয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। এই পৃথ্বীতলে এমন ক্ষুদ্র এমন নীচ জীব কেহ নাই, যে শিশুর নির্ভরের সহিত তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া বলিতে পারেনা "পরমপিতা তুমি আমারি।"

❀ ❀ ❀ ❀

প্রভু, তোমার প্রেমমুখের জ্যোতি আমার নিকট প্রকাশ কর। হে ঈশ্বর, তুমি আমার কবচস্বরূপ ; আমার গৌরব তুমি ; আমার অবনত মস্তক তুমিই উন্নত কর।

৫ই আষাঢ়।

ধর্ম্মের আগম ও ক্ষয় নিরন্তরই হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ক্ষীণধন হইলেও তাঁহাকে ক্ষীণ বলা যায়না; কিন্তু যাহার ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়াছে, সেই যথার্থ ক্ষীণ।

❀ ❀ ❀ ❀

রামায়ণের উপসংহারের দৃশ্যটী স্মরণ কর। সীতা অপমানে ধরাগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছেন এবং রামচন্দ্র তাঁহার কেশপাশ ধারণ পূর্ব্বক তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন এ ছবিটী কিরূপ? সাধন পথের পথিক, তুমি কি কখনও ইহার অনুরূপ ছবি নিজ অন্তরে দর্শন করনাই? তুমি যেন পাপরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইতে যাইতেছ এবং ঊর্দ্ধ হইতে যেন কোন আশ্চর্য্য শক্তি তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া তুলিতেছে। এই শক্তি যাঁহারা অদ্যাপি নিজ অন্তরে অনুভব করেননাই, তাঁহারা মুক্তির তত্ত্ব অদ্যাপি অবগত নহেন।

❀ ❀ ❀ ❀

আমার হৃদয় যখন অভিভূত হইয়া পড়িবে, তখন আমি পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে তোমাকে ডাকিব, কারণ তুমি আমার আশ্রয়; শত্রুব্যূহের মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গ তুমি।

আমার আত্মন্, তুমি কেন পরাভূত হইতেছ? হৃদয়, তুমি কেন চঞ্চল হইতেছ? ঈশ্বরে আশান্বিত হও, কারণ, আমি তাঁহার প্রসাদ ও অনুগ্রহের জন্য এখনও তাঁহার স্তুতিবাদ করিব।

৬ই আষাঢ়।

কে বলে মনুষ্য অসহায় ?' প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার সহায়তা পাইতেছি, তবু বলিব আমি অসহায় ?

❀ ❀ ❀ ❀

প্রার্থনার উত্তর শ্রবণ করিবার জন্য জাগিয়া থাক। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার কখন সুসময়, তাহা ঈশ্বর জানেন, যদি প্রাণের অভাব উপলব্ধি করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাক, তবে যতক্ষণ সে প্রার্থনা পূর্ণ না হয় ততক্ষণ কি উন্মুখ হইয়া থাকিবেনা? ধনীর দ্বারে দরিদ্র দুটী পয়সার জন্য হত্যা দিয়া থাকে, যতক্ষণ শেষ উত্তর না পায় ততক্ষণ আর নড়েনা। জগদীশ্বরের দ্বারে প্রার্থনা করিয়া কি অমনি চলিয়া যাইতে হয় ? ঈশ্বর, চিরদিন সরল প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন। তোমার প্রার্থনা যদি সরল হয়, জাগিয়া থাক, উত্তর পাইবে। আশার সহিত জাগিয়া থাক, বিশ্বাসের সহিত জাগিয়া থাক, নির্ভরের সহিত জাগিয়া থাক।

❀ ❀ ❀ ❀

যদি প্রভু পরমেশ্বর নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা না করেন তাহা হইলে আর যাহারা নির্ম্মাণ করিতে যায়, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। প্রভু যদি নগর রক্ষা না করেন, রক্ষী পুরুষের জাগিয়া থাকাই বৃথা।

গৃহ নির্ম্মাতারা যে প্রস্তর খানিকে পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা ছাদের কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়াছে। ইহা প্রভু পরমেশ্বরেরই কার্য্য ; আমাদের চক্ষে ইহা অত্যাশ্চর্য্য।

৭ই আষাঢ়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসাদের অধিকারী হন ও তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হন।

❀ ❀ ❀ ❀

দীনাত্মারা ধন্য ; কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।

❀ ❀ ❀ ❀

যিনি প্রকৃত দীনাত্মা নহেন, তাঁহার কিছুতেই শান্তি হয়না। তুমি কেবল পরমেশ্বর ও তাঁহার মানব সন্তানের সেবা করিতে এই পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছ ; বৃথা আড়ম্বর ও আলোচনার জন্য তোমাকে এ অমূল্য জীবন দেওয়া হয় নাই, কেবলমাত্র ঈশ্বরে চিত্তসমাধান কর, তাঁহার নিকট বিনীতভাবে আত্মসমপণ কর, তবেই তুমি এই পৃথিবীতে দাঁড়াইবার ভূমি পাইবে।

❀ ❀ ❀ ❀

আমার অন্তরের অন্তরে তোমার অধিকার স্থাপিত না হইলে কিরূপে আমার জীবন পবিত্র হইবে ? অন্তর যদি তোমার জন্য ব্যাকুল না হয়, তবে বাহিরের উপায়ে কিরূপে তোমাকে লাভ করিব ? যেস্থান হইতে জীবন প্রবাহ সকল বাহির হয়, প্রভো, সেখানে ধর্ম্মের বীজ রোপণ কর, আমার জীবন পবিত্র হইয়া যাউক।

৮ই আষাঢ়।

ধর্ম্মলাভ করিতে যত্নবান হও। হৃদয়ের অন্ধকার দূরে পলায়ন করিবে, জীবনের পথ পরিষ্কার হইবে।

যথার্থ বিনয়ী হও, ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে। প্রকৃত বিনয়শূন্য অন্তরে ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারেনা।

আপনার অহঙ্কার যত যায়, আত্মাতে ঈশ্বরের প্রভুত্ব তত স্থাপিত হয় এবং আত্মা তাঁহার বলে বলীয়ান হইতে থাকে।

সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে আমি শুদ্ধ এই জানি, যে আমি কিছুই জানিনা।

পারস্যদেশীয় কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যখন আমি কিছুই জানিতামনা, তখন মনে করিতাম সকলই জানি, যখন জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, তখন দেখিলাম, কিছুই জানিনা।

সূর্য্য যাঁহার মহাসভায় সামান্য একটী জ্যোতিষ্মান্ বিন্দু, তাহার মধ্যে আপনাকে বড় দেখা বিনয়ের নিতান্ত বহির্ভূত।

৯ই আষাঢ়।

ঈশ্বর মূর্খ পাপী সন্তানদিগকে সর্ব্বদাই, যেন এই কথা বলিতেছেন, আমার সন্তান, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি আছে কিনা তাহা আমি দেখিতে চাইনা। ভাল বাসায় মাখাইয়া তোমার প্রাণটী আমায় দাও। মায়ের কোমল বুকে মাথা রাখিয়া শিশু যেমন অকপটে মনের কথা খুলিয়া বলে, তুমিও তেমনি তোমার সব কথা আমায় বল। তোমার প্রাণের কথা মনের ব্যথা আমায় ঢালিয়া দাও, আমি যে তোমার মা। তুমি কি চাও আমায় বল। তোমার অহঙ্কার, আলস্য, ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত মনকে সুস্থ করিতে হইবে? বল, লজ্জা কি? তোমার ন্যায় কত পাপী আজ স্বর্গে দেবতা হইয়াছেন। পার্থিব সুখ সম্পদ, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ইহাই কি চাও? তোমার আত্মাকে পবিত্রতর করিবার জন্য যদি এইগুলির প্রয়োজন হয়, তবে তাহা দিতে আমার বাধা কি? তুমি বিষণ্ণ কেন? কেহ কি তোমাকে কোন কটু কথা বলিয়াছে? না সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথে অনাবৃত চরণে ভ্রমণ করিয়া কণ্টকাঘাতে ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ? তুমি কি ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া কাতর হইয়াছ? আমায় সব খুলিয়া বল, আমি এখনই তোমাকে শান্ত করি। সন্তান, আমার মঙ্গলভাবে বিশ্বাস কর। আমি যে তোমার উপকার করি, তাহা মনে রাখ। তোমার আশা, তোমার বিপদ, তোমার সাহস, তোমার দুর্ব্বলতা, সকল কথা আমাকে বল। নির্ব্বোধ, মাকে না বলিয়া কি পথের লোককে বলিবে?

১০ই আষাঢ়।

ঈশ্বর তাঁহার ভৃত্যের আত্মাকে মুক্তিপ্রদান করেন; তাঁহাতে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করেন তাঁহারা কেহই পরিত্যক্ত হইবেননা।

পরমেশ্বর তোমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, এবং কখনও ঘৃণা করিবেননা। এই জীবনের অপেক্ষা নিশ্চয়ই তোমাদের পরকালের অবস্থা অধিকতর মঙ্গল জনক হইবে। পরমেশ্বর তোমাদিগকে পুরস্কার দিবেন যাহা পাইয়া তোমরা সুখী হইবে। তোমরা কি পিতৃ মাতৃহীনের মত ছিলেনা? এবং সেই অবস্থায় কি তিনি তোমাদের সহায় হন নাই? তোমরা কি কুসংস্কারের রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেনা এবং তিনি কি আসিয়া তোমাদিগকে সত্যপথে চালিত করেন নাই? তোমরা কি অভাবের মধ্যে ডুবিয়া ছিলেনা? এবং তিনি কি তোমাদিগকে অনেক মূল্যবান বস্তু দেন নাই? তবে পিতৃমাতৃহীনদিগকে পীড়ন করিওনা ও কাঙ্গালদিগকে তাড়াইয়া দিওনা, কিন্তু প্রভুর কথা ঘোষণা কর।

দশ সহস্র লোক যদি আমাকে বেষ্টন করিয়া আমার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমি ভীত হইবনা। আমি আর্ত্তস্বরে প্রভুর নিকট ক্রন্দন করিয়াছিলাম, তিনি স্বর্গ হইতে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন।

১১ই আষাঢ়।

যখন বলি পিতা, আমার ত্রিজগতে যে আর কেহ নাই, তখন দেখি, সকলই আছে।

❀ ❀ ❀ ❀

পর্ব্বত যেমন প্রবল বাত্যার মধ্যে অবিচলিত থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেইরূপ নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে অবিচলিত থাকেন। সাধুব্যক্তিরা সম্পদ ও বিপদের মধ্যদিয়া অটলভাবে অগ্রসর হন, প্রশংসার উপযুক্ত হইলেও তাঁহারা প্রশংসা না পাইয়া কাতর হননা। যাঁহারা সত্যের ভিত্তির উপর দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, রিপুদমন করিয়াছেন এবং জ্ঞানালোকে প্রাণপূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও মুক্ত; তাঁহারা পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু। তাঁহারা ধীরে বাক্য প্রয়োগ করেন, ধীরের ন্যায় চিন্তা করেন, এবং ধীরভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

❀ ❀ ❀ ❀

ভক্তিভাবে দৃষ্টি কর, চারিদিকেই সুন্দর বস্তু দেখিতে পাইবে। ভক্তিভাবে পাঠ কর, সকল পুস্তক হইতেই উপদেশ লাভ করিবে। ভক্তিভাবে কথা বল, সকলে মুগ্ধভাবে তোমার কথা শুনিবে। ভক্তিভাবে কাজ কর, ঈশ্বরের বল লাভ করিবে।

১২ই আষাঢ়।

প্রার্থনা জীবনের চাবি, ইহা দিয়া প্রতিদিন জীবনের দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ কর।

❀ ❀ ❀ ❀

বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় সে স্বর্গীয় ভাব আমার মনশ্চক্ষুর নিকট হইতে হঠাৎ কেন তিরোহিত হইয়া গেল? কেন জীবনে অধিককাল শান্তি অনুভব করিতে পারিনা? ঈশ্বরেতে শান্তি কাহাকে বলে, তাহা কি তুমি কখনও অনুভব করিয়া থাক? শিশু খেলা করিতে করিতে ভয় পাইয়া, যখন ছল ছল নেত্রে মাতার কাছে ছুটিয়া যায়, তখন জননী প্রিয় শিশুকে কোলে বসাইয়া তাহার নিকট সান্ত্বনার গীতি গাইয়া তাহার ভয়চকিত মনকে শান্ত করেন। সংসারের খেলায় ভয়প্রাপ্ত হইয়া, তুমি কয়বার তোমার পরম মাতার কাছে ছুটিয়া গিয়াছ? কখনও কি তোমার মাতা, তোমাকে বলিয়াছেন, আমার প্রিয়শিশু, তুমি নির্ভয়ে বিচরণ কর, আমি আছি, তোমার ভয় কি? বিপদ হইলে একবার মা বলিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিও। এই অলৌকিক শান্তির জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি; একবার যে শান্তি পাইয়াছিলাম, তাহার জন্য আবার লালায়িত হইয়াছি। কবে এই তপ্ত হৃদয় শান্ত হইবে?

১৩ই আষাঢ়।

প্রাণের সামগ্রী ঈশ্বর, সংসার নহে।

❀ ❀ ❀ ❀

যখন আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে দেখি, তখনই আপনার মহত্ত্ব। যখন ঈশ্বরকে ভুলিয়া আপনাকে দেখি, তখনই আমরা সংসারের ক্ষুদ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া যাই।

বিশ্বাসী হও; হৃদয় প্রস্তুত কর, তোমার হৃদয়ের ঈশ্বর জগতের স্বামী, তোমার অন্তরে আসীন হইয়া, তোমাকে চরিতার্থ করিবেন।

যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে চাও, নিজ জীবনে তাঁহাকে অন্বেষণ কর, দেখিবে, প্রতি অস্থিতে তাঁহার দয়ার পাঠ খোদিত রহিয়াছে।

সকলই ঈশ্বরের; সুতরাং যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, সে সকলই প্রাপ্ত হয়। সে দেখিতে পায় যে সকলের সহিত তাঁহার গাঢ় সম্বন্ধ।

❀ ❀ ❀ ❀

তোমার দিকে হে ঈশ্বর, আমার আত্মাকে তুলিতেছি। আমার ঈশ্বর, আমি তোমাতে বিশ্বাস করি, আমায় লজ্জিত হইতে দিওনা, আমার রিপুকুলকে আমার উপর জয়যুক্ত হইতে দিওনা।

১৪ই আষাঢ়।

জ্ঞানের অন্ন সত্য; পরমেশ্বর যিনি তিনি পরম বস্তু; তিনি সত্যবস্তু, তিনিই জ্ঞানের একমাত্র তৃপ্তি স্থল।

❁ ❁ ❁ ❁

ঈশ্বর আত্মাকে এখানকার ভাবে এখানকার সুখেই তৃপ্ত করেন নাই, তিনি ক্রমাগতই তাহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন তাহার জ্ঞান ও ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিতেছেন। উন্নতিই আত্মার প্রাণ, উন্নতিই আত্মার জীবন। তিনি বিষয়ে তৃপ্তি দেন নাই ইহারই জন্য, যে বিষয়ে তৃপ্ত থাকিলে আমরা তাঁহার পবিত্র আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিবনা, এই জন্যই তিনি এখানে সুখের সঙ্গে দুঃখ, সম্পদের সঙ্গে বিপদ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, যেন আমরা সেই নিরাপদ স্থানকে অবলম্বন করিতে যত্ন করি।

❁ ❁ ❁ ❁

তিনি আমাদিগকে দেবতাদিগের সংসর্গের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছেন, বিষয় সুখে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই।

১৫ই আষাঢ়।

চাওয়ার পরিচয় পাওয়া। যে পায় নাই, সে কখনই চায় নাই। প্রকৃত প্রার্থনার ইহাই পরিচয়।

❀ ❀ ❀ ❀

তোমার হৃদয় কি স্বর্গীয় শান্তিতে পূর্ণ? প্রার্থনা কর, প্রার্থনা এ ধনকে তোমার হৃদয়ে স্থায়ী করিবে। প্রলোভনে কি আকৃষ্ট হইয়াছ? প্রার্থনা কর, প্রার্থনা তোমাকে প্রলোভন পাশ হইতে মুক্ত করিবে। জীবনের পথে সংগ্রাম করিতে করিতে কি অবসন্ন হইয়া ভূপতিত হইয়াছ? প্রার্থনা কর, প্রার্থনাই তোমাকে ভূমি শয্যা হইতে তুলিবে; আত্মদুর্গতি চিন্তা করিয়া কি নিরাশ হইয়া পড়িয়াছ? প্রার্থনা কর, প্রার্থনাই তোমার নিরাশভগ্ন প্রাণে সান্ত্বনা ও বল বিধান করিবে।

প্রার্থনা আধ্যাত্মিক বার্ত্তাবহ। উহা জীবাত্মার সংবাদ পরমাত্মার নিকট লইয়া যায় এবং পরমাত্মার সংবাদ জীবাত্মার নিকট আনয়ন করে।

❀ ❀ ❀ ❀

এই পৃথিবীর অনেক ঘটনা অনেক কার্য্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার ফল, কিন্তু মানুষ তাহা জানেনা।

১৬ই আষাঢ়।

মাতা যখন শিশুকে প্রহার করেন, তখন শিশু ক্রন্দন করে বটে, কিন্তু সজল নয়নে মাতার দিকেই তাকায়। ঈশ্বর যখন প্রহার করেন, তখন কয়জন লোক শিশুর ন্যায় সেই পরম জননীর দিকেই চাহিয়া থাকে ?

❀ ❀ ❀ ❀

মানব সৃজন করিয়া ঈশ্বর তাহাকে বলিয়াছেন "তুমি আমার সঙ্গে গূঢ় কথা বলিও। তাহা যদি না কর, তবে আমার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকিও ; তাহাও যদি না কর তবে আমার নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিও।"

❀ ❀ ❀ ❀

ভক্ত সর্ব্বদাই হৃদয় মন্দিরে ঈশ্বরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোগী যেরূপ ব্যাকুলতার সহিত প্রাতঃকালের জন্য অপেক্ষা করে, প্রেমিক সেইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করেন।

১৭ই আষাঢ়।

প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরে একজন ধনবান কৃপণ বাস করিত। এক দিন অকস্মাৎ তাহার অর্থরাশি অঙ্গারে পরিণত হইল। কৃপণ ধনের শোকে মৃতপ্রায় হইল।

কৃপণের বন্ধুগণ তাহার অবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন; তাঁহারা তাহাকে বলিলেন তুমি অকর্ম্মণ্য অর্থের জন্য শোক করিতেছ কেন? তুমি ঐ অঙ্গার স্তূপ লইয়া বাজারে যাও, যদি তোমার সৌভাগ্য ক্রমে তথায় কোন সাধুর সমাগম হয়, তবে তাঁহার পবিত্র স্পর্শে উহা সুবর্ণে পরিণত হইতে পারে।

বন্ধুগণের এই পরামর্শ কৃপণ গ্রহণ করিল। সে অঙ্গার রাশি সংগ্রহ করিয়া বাজারে গেল এবং সাধু সমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কৃশা গৌতমী নামে এক দরিদ্র বালিকা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। দরিদ্র কৃশার হস্তস্পর্শে অঙ্গাররাশি স্বর্ণে পরিণত হইল। কৃপণ আনন্দে তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া স্বীয় পুত্রের সহিত বিবাহ দিল। কৃশা সুখে কালযাপন করিতে লাগিল; যথাসময়ে সে একটী পুত্র লাভ করিল। কৃশার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র এক দিন উপবন মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল, সহসা কাল সর্পের দংশনে তাহার জীবন বৃন্ত ছিন্ন হইল।

১৮ই আষাঢ়।

ক্লশা পুত্র হারাইয়া জ্ঞান হারাইল। সে শোকে উন্মত্ত হইয়া মৃত পুত্র বক্ষে ধরিয়া দ্বারে দ্বারে মৃত সঞ্জীবন ঔষধের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

একদিন ক্লশা কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। ক্লশা ভাবিল এই মহাপুরুষ আমার পুত্রের প্রাণ দিতে পারেন। সে ভিক্ষুর চরণে পতিত হইয়া পুত্রের জন্য ঔষধ ভিক্ষা করিল। ভিক্ষু ক্লশার কষ্ট দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, বলিলেন "কল্যাণি, মৃতদেহে জীবন দিতে পারি, আমার এমন ক্ষমতা নাই। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট যাও, তিনি উপযুক্ত ঔষধ দিবেন।"

ক্লশা এই কথা শুনিয়া পুলকিত হৃদয়ে বুদ্ধের চরণে উপস্থিত হইল, তাঁহার পদপ্রান্ত লুণ্ঠিত হইয়া কহিল "হে দেব, আমার মৃত সঞ্জীবন ঔষধ দিন, আমার পুত্রের দেহে জীবন আনয়ন করুন।"

বুদ্ধ কহিলেন "বৎসে আমি ঔষধ জানি; কিন্তু তোমাকে তাহার উপকরণ আনিতে হইবে, তুমি কতকগুলি সর্ষপ লইয়া আইস, আমি ঔষধ দিব।" সর্ষপ বীজ আনিলেই মৃতপুত্র পাইবে, এই আশায় ক্লশা দ্রুতপদে ধাবিত হইল। বুদ্ধ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "কল্যাণি যে গৃহে কেহ কোন দিন মৃত্যু মুখে পতিত হয় নাই এমন গৃহের সর্ষপ বীজ আবশ্যক।"

১৯শে আষাঢ়।

কৃশা মৃতপুত্র বক্ষে লইয়া গৃহস্থগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু যে গৃহে কেহ কোনদিন মৃত্যু মুখে পতিত হয় নাই, এমন গৃহ দেখিতে পাইলনা, সকলেই বলিল "জগতে জীবিত ব্যক্তির অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাই অধিক। কে কবে মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে?"

কৃশা নিরাশ হইয়া নগরের বাহিরে গিয়া বসিয়া রহিল; ক্রমে সন্ধ্যা হইল; সান্ধ্য আকাশে এক একটী করিয়া নক্ষত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। দূরে নগরের দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে রজনী গভীরা হইল এবং দীপাবলী একে একে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তখন বুদ্ধদেব আসিয়া কৃশার সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব গভীর স্বরে বলিলেন "ঐ দেখ, নগরের দীপাবলী একে একে নিবিয়া গেল। মানবজীবন ও এইরূপ জ্বলিয়া উঠিয়া ক্ষণকাল আভা বিস্তার করিয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে নিমগ্ন হয়।"

তখন কৃশার চৈতন্য হইল। সে পুত্রের শব অরণ্যে ফেলিয়া দিয়া বুদ্ধের শিষ্য হইল।

২০শে আষাঢ়।

পারস্যের রাজোদ্যানে একটী মনোহর গোলাপ গাছ শোভা পাইতেছিল। তৎপুষ্পের অনুপম বর্ণপ্রভা, সুস্নিগ্ধ লাবণ্য ও অপূর্ব্ব সুগন্ধ সকলেরই মনপ্রাণ হরণ করিয়াছিল। বসন্ত সমাগমে, বৃক্ষে সুকোমল কলিকা সকল দেখা দিল, তন্মধ্যে একটী কলিকার মনোহারিতা অপ্রতিম; উহা আপন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে সকলকে মোহিত করিল; কিন্তু হায়, তাহার সুকুমার শোভা সম্যক্ পরিস্ফুট না হইতেই উদ্যান রক্ষক তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিলেন, পুষ্পমাতা নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে তদপেক্ষাও সুন্দর দুইটী কলিকা শোভা পাইল, কিন্তু হায়, এবারেও মাতার সকল আশা বিফল হইল। সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালে যখন মুক্তাবিন্দু সদৃশ শিশির কণা সেই সুকুমার কলিকাদ্বয়ের অপরিস্ফুট সলজ্জ শোভাকে অধিকতর কমনীয় করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে উদ্যান রক্ষক আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ইহাদিগকেও কাটিয়া লইয়া গেলেন। মাতার হৃদয় ভগ্ন হইল, সে শোকে অধীর হইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে সে আবার শান্তি লাভ করিল; কারণ আর একটী সুন্দর কলিকা দেখা দিল, তাহার স্নেহ উহার প্রতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে তাহার সমুদয় স্নেহ উহাতেই আবদ্ধ হইল। তাহার সৌন্দর্য্য ও শোভার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতার হৃদয়ে আনন্দ আশা ও সুখ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীরা সুমিষ্ট গানে উহাকে আনন্দিত করিতে লাগিল। কলিকার দল সমূহ ক্রমে বিকাশোন্মুখ হইল।

২১শে আষাঢ়।

আর অল্প সময় অবশিষ্ট আছে, দুই এক দিনের মধ্যেই পুষ্প সম্যক্ স্ফুরিত হইয়া স্বীয় মধুর সুগন্ধে প্রাতঃসমীরণকে সৌরভে পূর্ণ করিবে, এমন সময়ে, একি সর্ব্বনাশ! রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হইতে না হইতেই সেই হীরকোজ্জ্বল শিশিরবিন্দু শোভিত সুকোমল কলিকা হৃদয়বিহীন মালীর হস্তে পতিত হইল। পুনরায় সেই শাণিত ছুরিকা উত্থিত হইল, পরক্ষণেই কোমল কোরক মাতৃবৃন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরে নীত হইল।

উদ্যানপালের বার বার এই নিষ্ঠুর আচরণে মাতার হৃদয়ে যে অবস্থা ঘটিল, কে তাহা বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? ভীষণ নৈরাশ ও গাঢ় শোকের অন্ধকার তাহাকে এককালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার সুন্দর উজ্জ্বল হরিৎ পত্রাবলী শুষ্ক ও শাখাচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল, বৃক্ষ আর পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ ও প্রফুল্ল রহিলনা, আর তাহাতে সুন্দর সুন্দর কোরকাবলী দেখা দিলনা। উদ্যানগৌরব গোলাপতরু হৃদয়ভেদী বিষাদে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল।

একদিন পূর্ণিমার সুস্নিগ্ধ নিশীথে যখন ধরণী রজতজ্যোৎস্নায় সুস্নাত হইয়াছে, যখন উদ্যানস্থিত অন্য সকল পুষ্প স্বীয় স্বীয় সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া হাস্য করিতেছে, যখন বায়ু সৌরভে পূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এমন সময়ে বুলবুল গোলাপকে সম্বোধন করিয়া কহিল "সুন্দরি, তোমার এ অবস্থা কেন? তোমার বৃন্ত পুষ্পহীন কেন? পূর্ব্বের ন্যায় কেন আর উহা সৌন্দর্য্যসার কুসুমরাশি উৎপন্ন করেনা?"

২২শে আষাঢ়।

গোলাপ উত্তর করিল "হায়!" তুমি কি আমার দুরবস্থার কথা অবগত নও? তুমি কি জাননা আমার প্রাণের সন্তানেরা সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণে বিভূষিত না হইতেই আমার নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে? তুমি কি অবগত নও নির্দ্দয় মালী অসময়ে তাহাদিগকে আমার স্নেহ ক্রোড় হইতে বিচ্যুত করিয়াছে? যখন বার বার এইরূপ ঘটিতেছে, তখন আমি আর কিরূপে ঐরূপ সুন্দর শিশুদিগকে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিব? না তাহা আর পারিবনা আমি নিজেও মরিব, আমার জীবনে আর আস্থা নাই।"

এই কথা শ্রবণে বুলবুল উত্তর করিল "গোলাপজননি, তুমি কি জান, তোমার সন্তানেরা কোথায় রক্ষিত হইয়াছে?" গোলাপ কহিল "না, আমি তাহার কিছুই জানিনা; কিন্তু তাহারা যখন আমার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।"

তখন বুলবুল কহিল "জননি, তোমার সন্তানেরা কোথায় আছে শ্রবণ কর। আমি রাজগৃহে উপস্থিত ছিলাম, দেখিতে পাইলাম, তোমার কুসুমগুলি মূল্যবান স্ফটিকাধারে শোভা পাইতেছে। মহারাজ স্বহস্তে সেইগুলি আনিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন।

২৩শে আষাঢ় ।

আমি দেখিলাম রাজ্ঞী সাদরে তাহাদের সুগন্ধ লইয়া পুনরায় তাহাদিগকে সযত্নে স্বস্থানে স্থাপন করিলেন' এবং স্বীয় বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে বলিয়া দিলেন দেখিও, ইহাদের প্রতি যেন কোনরূপ যত্নের ত্রুটি না হয়, আমার বিশ্রামের পর আমার চক্ষু যেন ইহাদের উপরেই প্রথমে পতিত হয়। গোলাপজননি, যদি সন্তানেরা তোমার নিকটে থাকিত তবে কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট ও তাহাদের দল সমূহ বায়ু সঞ্চালনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত; গোপনে অনাদরে তাহাদের জীবন অবসান হইত। এখন সমুদয় শুনিলে, আর কি তুমি বিষণ্ণ থাকিবে?" "না বুলবুল, আমার সন্তানেরা যখন আমার প্রভুর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, আমার প্রভুপত্নীকে সুখী করিতেছে, তখন আর আমি দুঃখ করিব কেন? বরং আমার প্রভুকে ধন্যবাদ করি, কারণ তাঁহার প্রসাদেই দরিদ্রেরা এত সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত হইল। আমি পুনরায় আমার ম্রিয়মান মস্তক উত্থিত করিব। আমার প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

২৪শে আষাঢ়।

আজ শোকের ঘন তামসে পরিবার আচ্ছন্ন। স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও ক্রীড়াশীলতার জীবন্ত প্রতিকৃতি, গৃহের আলোক, সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান মরণের দারুণ আঘাতে শয্যাশায়ী। তাহার সুন্দর সুগোল হস্তপদদ্বয় যাহা অনুক্ষণ ক্রীড়াশীলতায় ব্যস্ত থাকিত, তাহা ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইয়া শয্যায় মিলাইয়া গিয়াছে। যে বিশাল উজ্জ্বল সুনীল নয়নদ্বয় বুদ্ধির আভা ও সহাস্য সৌন্দর্য্যে পিতা মাতার হৃদয়ে কত আনন্দ ও ভবিষ্যতের আশা সঞ্চার করিত, তাহা মৃত্যুর করাল হস্ত স্পর্শে মুদ্রিত; সুগৌর কোমল আননে মৃত্যুর নীলিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে শিশুর অকলঙ্ক প্রাণ অনন্তে উড্ডীন হইল, তাহার প্রাণহীন নবনীকোমল তনু স্বর্গচ্যুত মন্দার কুসুমদামের ন্যায় জননীর অঙ্কে পড়িয়া রহিল।

শোকের তীব্র আঘাতে নবীনা জননী বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন, ক্রোড়ের নিধি হারাইয়া তিনি ভূশায়িনী হইলেন; পতির প্রেমপূর্ণ সান্ত্বনাবাণী, জীবিত সন্তানগণের সানুরাগ সহস্র প্রয়াস, আত্মীয় স্বজনের প্রবোধবাক্য, তাঁহার শোকভগ্ন হৃদয়ে কোন সান্ত্বনাই আনয়ন করিতে সমর্থ হইলনা। শোকাতুরা জননী অনশনে দিবানিশি বিহ্বলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

২৫শে আষাঢ়।

একদিন নিশীথ সময়ে যখন পুরজন সকলে নিদ্রিত, তখন বিবশা জননী নিদ্রাহীন শয্যা হইতে উঠিলেন, তাঁহার প্রাণের পুতলীকে যে পথ দিয়া তাহার অন্ত শয্যায় শয়ন করাইতে লইয়া গিয়াছিল, তিনি সেই পথে ধাবিত হইলেন, তাঁহার রুক্ষ কেশ ভার কবরীচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল গলিত হইয়া পড়িতেছে, রমণীর কোন সংজ্ঞা নাই।

জননী ক্রমে নদীতটে শ্মশান ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রজনী গভীরা; নদীস্রোত কুলকুলরবে বহিয়া যাইতেছে, নৈশ বায়ু সর্‌সর্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, কৃষ্ণপক্ষের তিমিরাবগুণ্ঠিত আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে, নৈশ পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ ও ক্বচিৎ শিবাধ্বনি ব্যতীত সে বিজন শ্মশানে অন্য কোন শব্দ শ্রুত হয়না।

পুত্রের চিতাভস্ম বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া জননী শোকাবেগে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মুষ্টিমেয় ভস্ম ব্যতীত ইহজগতে তাঁহার প্রাণের পুতলীর আর কোন চিহ্নই নাই!

মূর্চ্ছাভঙ্গে নেত্র উন্মীলন করিয়া রমণী সম্মুখে এক দীর্ঘকায় পুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাহার অদৃষ্ট পূর্ব্ব আকার দেখিয়া জননী মুহূর্ত্তের জন্য আপন শোক বিস্মৃত হইলেন। পুরুষ ইঙ্গিতে মাতাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া, অগ্রসর হইলেন, জননী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

২৬শে আষাঢ়।

পুরুষ নারীকে লইয়া ভূগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর ভূস্তর ও নাগলোক অতিক্রম করিয়া চির ঊষার মৃদুজ্যোতি বিমণ্ডিত কোমল সঙ্গীত পূর্ণ প্রেত পুরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। রমণীর চক্ষুর জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার আর্ত্তরব শান্ত হইয়াছিল, তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সেই নব রাজ্যের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার সম্মুখে এক রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, জননী সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহারই অঞ্চলচ্যুত নিধি তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে।

শিশু ত্বরিত পদে আসিয়া ক্ষুদ্র বাহুলতায় জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল "মা আমি তোমার কোল হইতে ঐ সুখের দেশে আসিয়াছি। মা এখানকার সুখের তুলনা নাই; সুরশিশু দলের সঙ্গে মিশিয়া বিশ্বরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অক্ষয় মহিমা কীর্ত্তনের অতুল আনন্দ তোমার কোলে থাকিয়া আমি কোন দিন পাই নাই।" ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া মাতার গণ্ডদেশ ঘন ঘন চুম্বনে প্লাবিত করিয়া শিশু সাশ্রুনেত্রে পুনরায় কহিল "কিন্তু মা, তোমার অবিরাম অশ্রুবর্ষণ আমার এই সুখের পথে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে।" বলিতে বলিতে শিশু ক্ষুদ্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সুখময় দেশ দেখাইয়া দিল। জননী সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেননা।

২৭শে আষাঢ় ❧

যে গাঢ় যবনিকা মৃত্যুর রাজ্যকে অনন্ত হইতে পৃথক্ করিতেছে, তাঁহার মোহান্ধ, অশ্রু-আবিল, পার্থিব নয়ন সে যবনিকা ভেদ করিতে পারিলনা, তাঁহার কর্ণে দূরাগত মৃদু দিব্য সঙ্গীত পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সে সঙ্গীতের বাক্য, যে বাক্য শোকভগ্ন প্রাণ পুনরায় গঠন করে, যাহা দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করে, যাহা মৃত আশাকে সঞ্জীবিত করে, যাহার এক অক্ষর শুনিলে নিমেষে সকল অবিশ্বাস দূরে পলায়ন করে, তাঁহার স্থূল মর্ত্ত্য কর্ণে বিশ্বপতির মুখনিঃসৃত সে অমৃতময়ী বাণী প্রবেশ করিলনা।

ক্ষণকাল পরে জননী ঊর্দ্ধদেশ হইতে তাঁহার নামের আহ্বান ধ্বনিও তৎপরে শিশুর আর্ত্ত কণ্ঠরব শুনিতে পাইলেন। বালক ব্যস্ত হইয়া কহিল "মা, ঐ শোন, পিতা ও ভাইভগিনীরা তোমার জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। মা, ঈশ্বর তোমার যে পুত্রকে আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছেন, তাহার জন্য বৃথা বিলাপে অভিভূত থাকিয়া জীবিত প্রিয় জনের প্রতি তোমার কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিও না। যাও, গৃহে গিয়া তাঁহাদের সেবা কর।" বলিতে বলিতে শিশু অনন্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। সহসা জননী আপনাকে দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী দেখিতে পাইলেন। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া রমণী দেখিলেন, তিনি নদীতটে শ্মশান ভূমিতে নিপতিত আছেন। তখনও সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, পক্ষিরা তখনও প্রভাতী সঙ্গীত আরম্ভ করে নাই।

২৮শে আষাঢ়।

জননী নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার চক্ষে জগৎ এক নূতন আকার ধারণ করিল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার দেবতা স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শিশুর চিতা পার্শ্বে লুণ্ঠিত হইয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে প্রভুর চরণে আপনার পূর্ব্ব আচরণের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মাতা গৃহে আসিয়া সুষুপ্ত সন্তান গুলির নিষ্কলঙ্ক আননে ঘন ঘন চুম্বন করিলেন। নিদ্রিত পতির চরণ স্বীয় বক্ষে ধরিয়া এতদিন স্বীয় কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিয়াছেন, বলিয়া সবিনয়ে ক্ষমা চাহিলেন। পতি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই সান্ত্বনা কোথায় পাইলে?" পত্নী সাশ্রুনেত্রে উত্তর করিলেন "নদীতটে, আমার শিশুর চিতাপার্শ্বে।"

২৯শে আষাঢ়।

পরমাত্মাকে জান এবং অন্য সকল বাক্য পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু।

ঈশ্বর তাঁহার শরণাগত ভক্তকে কখনও পরিত্যাগ করেননা। তিনি তাহাকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ করেন। যদি সেই করুণাময় পিতার পবিত্র ও প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে প্রাণমন ও শরীরের সহিত তাঁহার আদেশ, তাঁহার ধর্ম্মনিয়ম সকল পালন কর, পবিত্রতাকে হৃদয়ে ধারণ কর, অহোরাত্র আপনাকে সংশোধন কর।

যদি কখনও প্রলোভনের মলিন পঙ্কে পতিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হও, তবে বার বার বলিতেছি, যে ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিও, তাঁহারই নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, তিনি তোমাদের হস্তধারণ পূর্ব্বক সেই পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া দেবতাদিগের পুণ্য পদবীতে লইয়া যাইবেন।

৩০শে আষাঢ়।

যাহাদ্বারা আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব ?

❁ ❁ ❁ ❁

মাতা যেমন হস্ত ধারণ করিয়া শিশুদিগকে পদ চালনার শিক্ষা দেন, সেই প্রকার ঈশ্বরও আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে দেবপথে চলিবার শিক্ষা দেন, আমরা ধর্ম্মসোপানে পদনিক্ষেপ করিয়া অমৃতপান করিতে করিতে সবল হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইতে থাকি।

আমাদের আত্মাতে যদি ঈশ্বরের আলোক প্রকাশ না পায় যদি তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ না করি, তবে সংশয় অন্ধকার কিছুতেই মোচন করিতে পারিনা, কিন্তু যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করি, যখন তাঁহার মঙ্গলভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তখন সংশয় অন্ধকার আর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেনা, তখন আপনা আপনি বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার যে যোগ, তাহা চিরকাল থাকিবে। তখন নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

৩১শে আষাঢ়।

প্রভু পরমেশ্বর আমার প্রতিপালক, আমার অভাব হইবেনা। তিনি হরিদ্বর্ণ মাঠে লইয়া গিয়া আমাকে শয়ন করান; তিনি নির্ম্মল জলস্রোতের পার্শ্বে আমাকে লইয়া যান। তিনি আমার আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তিনিই তাঁহার নামের গুণে আমাকে সাধুতার পথে লইয়া যান।

মৃত্যুর ছায়া পরিবেষ্টিত এই সংসার উপত্যকার মধ্য দিয়া যদিও আমি গমন করিতেছি, তথাপি আমি কোন অশুভ আশঙ্কা করিনা, কারণ তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ তোমার দণ্ড ও যষ্টি আমার সুখ বিধান করিতেছে। আমার রিপুকুলের সমক্ষে তুমি আমার জন্য আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখ, আমার মস্তক তুমি তৈলরঞ্জিত কর; আমার পাত্র উথলিয়া পড়িতেছে। করুণা ও কল্যাণ নিশ্চয়ই চিরজীবন আমার অনুগামী হইবে এবং আমি চিরদিন ঈশ্বরের গৃহে বাস করিব।

একদিন আগ্রানগরে তাজমহল দেখিতে গিয়া নদীর ধারে দেখিতে পাইলাম, যে একজন ইংরাজ তাঁহার কুকুরের চারি পা ধরিয়া, সবলে নদীতে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার যষ্টিখানাও সেই সঙ্গে জলে ফেলিয়া দিতেছেন ; কুকুর তাহা মুখে লইয়া যত বার তীরে উঠিতেছে, ততবারই প্রভু, তাহাকে জলে ফেলিয়া দিতেছেন। বার বার এইরূপ করিতে দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল, ভাবিলাম যদি ঐ ব্যক্তি ইহার প্রভু, তবে কেন এ হতভাগ্য জন্তুকে এত কষ্ট দিতেছে ? নিকটের এক ব্যক্তিকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে কুকুরকে কার্য্যে দৃঢ় ও আজ্ঞাবহ করিবার জন্য তাহার প্রভু তাহাকে বার বার এরূপ করিতেছে। দেখিয়া আমার মনে হইল যে ঈশ্বরও আমাদের সঙ্গে ঠিক এরূপ ব্যবহার করেন। আমাদের হৃদয়কে বলবান করিবার জন্যই তিনি আমাদিগকে পরীক্ষার স্রোতে নিক্ষেপ করেন। পরিবারের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইল, সকলে শোকের স্রোতে ভাসিতে লাগিল, কিন্তু ঈশ্বর সেই বিপদের মধ্যেই হয়ত এক আশ্চর্য্য শিক্ষা দিলেন, জীবনের অসারতা উত্তম রূপে দেখাইয়া দিয়া মনের লুক্কায়িত অহমিকাকে চূর্ণ করিয়া পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিক্ষা দিলেন।

পৃথিবীতে বিশ্বাসী যাঁহারা তাঁহারা, বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরীক্ষা ও বিপদ উপস্থিত হয় মানুষকে কেবল বিশ্বাসী ও সবল করিবার জন্য। প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি বিপদের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরের করুণা অনুভব করেন। একজন ভক্তকে বলিতে শুনিয়াছি "হে প্রভু, তুমি যে আমায় কষ্ট দিলে, ইহাতে বুঝিলাম আমার প্রতি তোমার বড় কৃপা, নহিলে আমার এমন সৌভাগ্য কেন

হইবে যে তোমার জন্য একটুকু কষ্ট সহ্য করিতে সুবিধা পাইলাম ?” প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্মই এই, প্রেম ক্লেশ পাইতে চায়, ক্লেশেই আরাম পায়, সুখ কোমলতা, এ সকল চায় না। কুকুরের বল বৃদ্ধির জন্য প্রভু যেমন তাহাকে জলে ফেলিয়া দেন, ঈশ্বরও সেইরূপ তাঁহার সন্তান বিশ্বাসী ও শক্তিশালী হইবে বলিয়া তাহাকে বিপদের তরঙ্গে ফেলিয়া দেন। আর এক প্রকারে ঈশ্বর পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যখন মানুষ পাপ হইতে মুখ ফিরাইয়া পরিত্রাণের দিকে যায়, তখন মনে করে, এক দিনে এক প্রার্থনায় সে নরককুণ্ড হইতে স্বর্গে উঠিয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হয় না বহু দিনের অভ্যস্ত পাপ তাহাকে পৃথিবীতেই অনেক দিন বাঁধিয়া রাখে। এইরূপ অবস্থায় অনেকে নিরাশ হইয়া মনে করেন প্রার্থনায় বুঝি কিছু হয় না; ঈশ্বর বুঝি পাপীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করেন; কিন্তু ঈশ্বর এইরূপেই পাপীকে শিক্ষা দেন; একবার পাপে লিপ্ত হইলে সহজে উদ্ধার হওয়া যায়না, তাই তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন যে পাপে সর্ব্বনাশ হয়। পুরাকালে ঋষিদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইতে হইলে শিক্ষার্থীকে অনেক দিন তাঁহাদের দ্বারে অপেক্ষা করিতে হইত। ঈশ্বরের দ্বারে ও যে ব্যক্তি পরিত্রাণার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে অনেক দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। ঈশ্বর ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেক দিন পাপীকে দ্বারে অপেক্ষা করাইয়া রাখেন শীঘ্র দ্বার খোলেন না। মানুষ ইচ্ছা করে যে সে এক দিনের প্রার্থনায় প্রেমিক হইয়া যায়, কিন্তু তিনি তাহা দেননা; অনেক অশ্রুপাত, অনেক সংগ্রাম, অনেক উত্থান, অনেক পতন ইহার মধ্য দিয়া তিনি সন্তানকে স্বীয় পবিত্র সন্নিধানে

আসিতে দেন। কেন তাঁহার এইরূপ বিধান? এই জন্য যে সন্তান তাঁহার প্রসন্ন মুখজ্যোতি তাঁহার পবিত্র সহবাসের মূল্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। পাপী যে দেবভোগ্য অমৃতের স্বাদ ভুলিয়া গিয়া পাপের হলাহল পান করিয়াছে, তাহারই জন্য তাহাকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে হয়। শেষে ব্যাকুলতা যখন এত বেশী হয় যে আর জীবন রক্ষা হয় না, তখন দ্বার খুলিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন এই তাঁহার ব্যবস্থা।

১লা শ্রাবণ।

আদিকালে কেবল হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। জন্মাবধি তিনি সকলের ঈশ্বর, তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন।

হব্য দ্বারা কাহার পূজা করিব?

যিনি জীবন ও জলদান করিয়াছেন দেবগণ যাঁহার আদেশ পালন করেন, অমরত্ব যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার দাস, তাঁহার পূজা করিব।

যিনি অসীম ক্ষমতা দ্বারা সমুদয় নয়ন বিশিষ্ট ও গতিশীল জীবিত পদার্থের সম্রাট্ যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবের সম্রাট্ তাঁহারই পূজা করিব।

হব্য দ্বারা কাহার পূজা করিব?

যিনি অসীম ক্ষমতা দ্বারা তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত মালা সৃজন করিয়াছেন, যিনি সসাগরা ধরা সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার বাহু এই বিস্তৃত দিঙ্মণ্ডল, তাঁহারই পূজা করিব। হব্যদ্বারা কাহার পূজা করিব? যিনি আকাশ ও মেদিনীকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও নভোমণ্ডল স্থাপন করিয়াছেন, যিনি আকাশ পরিমাণ করিয়াছেন, তাঁহারই পূজা করিব।"

হব্য দ্বারা কাহার পূজা করিব?

যিনি শব্দায়মান গগণমণ্ডল ও মেদিনীকে স্থিরীকৃত ও বিস্তৃত করিয়াছেন, যাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় আকাশ ও পৃথিবী সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া পূজা করে, যাঁহার প্রভাবে সূর্য্য উদিত হইয়া কিরণ প্রাপ্ত হয়, তাঁহারই পূজা করিব।

২রা শ্রাবণ।

ঈশ্বর আমাদিগকে যোগ্যতানুসারে দর্শন দেন আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য তিনি বড় হইয়াও ছোট হন।

❀ ❀ ❀ ❀

দ্যুলোক হইতে নাগলোক পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসীর হৃদয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভূমি সৃজন করেন নাই—কারণ তিনি মানবকে স্বীয় প্রকাশ অপেক্ষা অপর কোন শ্রেষ্ঠ দান দেন নাই। উৎকৃষ্ট বস্তু উৎকৃষ্ট স্থানেই রক্ষিত হয়। বিশ্বাসীর হৃদয় অপেক্ষা জগতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ স্থান থাকিলে তিনি আপনাকে তথায় প্রকাশিত করিতেন।

৩রা শ্রাবণ।

আমি অন্তরে উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই সেই জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকি, তাহাতে ক্রমে জ্যোতিষ্মান্ হই।

❀ ❀ ❀ ❀

আমাদের জ্ঞান যত উজ্জ্বল হয়, সেই অনুসারে ঈশ্বরের সত্য ভাবের সঙ্গে আমাদের আত্মার তত সম্মিলন হয়। জ্ঞান যত সত্যকে ধারণ করে, প্রীতি যত প্রশস্ততা লাভ করে, ইচ্ছাকে যত তাঁহার অধীন করা যায়, ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি। সত্যেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে উন্নত হইয়া, আমরা তাঁহাকে অধিক করিয়া, উপভোগ করিয়া থাকি।

❀ ❀ ❀ ❀

তোমার আত্মার যে স্বাভাবিক জ্যোতি নিহিত আছে তাহাই উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা কর, তাহার আলোক তোমার পক্ষে যত উপকারী, অতি শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর উপদেশও তোমার পক্ষে সেরূপ উপকারী হইবেনা।

❀ ✱ ❀

৪ঠা শ্রাবণ।

ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাতে তোমার সন্দেহ না থাকাই নির্ভর।

❀ ❀ ❀ ❀

একদা মহম্মদ এক বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখেন, এক মরুভূমবাসী আরব অসি হস্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে তরবারী উত্তোলন করিয়া বলিল, "মহম্মদ এখন তোমাকে কে রক্ষা করে?" মহম্মদ বজ্রনাদে উত্তর করিলেন, "কেন? ঈশ্বর।" এই কথা তড়িদ্বেগে আরবের হৃদয়কে বিদ্ধ করিল, তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে তরবারী স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহম্মদ নিমেষ মধ্যে ভূমি হইতে তরবারী তুলিয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন আমার হস্ত হইতে কে তোমায় রক্ষা করে?" সে ব্যক্তি ভীতিকম্পিতকণ্ঠে কহিল "আর কেহ না, আমার জীবন এখন আপনারই হস্তে।" মহম্মদ উত্তর করিলেন, "হা কাপুরুষ, এমন সময়েও তোর মুখ হইতে ঈশ্বরের নাম বাহির হইল না! তোর মত অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে মারিলেও কলঙ্ক আছে।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

৫ই শ্রাবণ।

মূল বিশুদ্ধ না হইলে সেই মূলের প্রকাশ পবিত্র হয়না, তুমি যদি স্বীয় কার্য্যকে বিশুদ্ধ রাখিতে চাও, তবে প্রেম ও সত্যতাকে অবিকৃত রাখ।

❀ ❀ ❀ ❀

একবার একটী শিশু জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা আমরা যে সকল কথা মনে মনে চিন্তা করি, তাহারা কোথায় যায়?" জননী গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের কাছে।" মাতার এই উত্তরে শিশু মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া ভীতিকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "মা আমি বড় ভয় পাইয়াছি।" আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, এই কথা চিন্তা করিয়া যাঁহার অন্তরে ভয়ের উদয় না হয়?

৬ই শ্রাবণ।

স্থর্য্য হইতে দূরস্থ স্থর্য্যে, নক্ষত্র হইতে দূরস্থ নক্ষত্রে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নহে, তাঁহার স্থরম্য নিকেতন আমাদের হৃদয়ে।

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বরের আলোক যাঁহার হৃদয়ে আঁধারের দীপ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়, তিনি সেই আলোকে সমুদয় দর্শন করেন, যে আলোকে তাঁহার হৃদয় প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাতে তিনি মৃত্যুর পরপার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পান।

❀ ❀ ❀ ❀

শিশির কণায় যেমন স্থর্য্যালোক প্রতিবিম্বিত হয়, মানবাত্মায় ঈশ্বর তেমনি প্রতিফলিত হইয়া থাকেন।

সেই আলোক যাহা প্রভাতের তারার ন্যায় মানব অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই আমাদের সহায়।

৭ই শ্রাবণ।

নানকের উক্তি :—

হে মন, তোমার আহার যখন হরি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তখন চিত্তমধ্যে চিন্তা কেন পোষণ করিতেছ? পর্ব্বত ও প্রস্তরের মধ্যে তিনি জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের আহার সামগ্রী তাহাদের সম্মুখে দিতেছেন। যিনি জগতের পতি তিনি যদি সঙ্গী হন তবেই জীব নিস্তার পায়। পরম গুরুর প্রসাদে শুষ্ক কাষ্ঠও হরিদ্বর্ণ হইয়া যায়। প্রতিজনকে ঠাকুর আহার যোগাইতেছেন তবে হে মন, কেন ভয় করিতেছ? স্মরণ কর পক্ষীবিশেষ পশ্চাতে শাবক রাখিয়া শতক্রোশ উঠিয়া আসিতেছে। কে তাহাদিগকে আহার করায়, কে তাহাদিগকে চঞ্চুদ্বারা আহার দেয়? দাস নানক কহে তাঁহাকে বলিহারী, তাঁহাকে বলিহারী, সদা বলিহারী যাই; প্রভো, তোমার অন্ত ও পারাপার পাওয়া যায়না।

৮ই শ্রাবণ।

একজন ধনীর দুই পুত্র ছিল; একজন পিতার বাধ্য অপর পুত্র উচ্ছৃঙ্খল। উচ্ছৃঙ্খল পুত্র যৌবন মদেও কুসঙ্গীদের পরামর্শে অন্ধ প্রায় হইয়া পিতাকে কহিল আপনি আমাকে যাহা দিবার সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমাকে এখনই দিন, আমি দেশান্তরে গিয়া সেই অর্থ বাণিজ্য লাগাই আমার আর গৃহে থাকিতে ইচ্ছা নাই। পিতা অগত্যা বিষয় ভাগ করিয়া তাহার প্রাপ্য তাহাকে দিলেন। সে সেই ধন লইয়া বিদেশে গেল এবং নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া সেই ধন অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ যুবক সর্ব্বস্ব হারাইয়া দারিদ্র্যে পতিত হইল। দারিদ্র্যে শীর্ণ ও রোগে জীর্ণ হইয়া অবশেষে মনে করিল এখন পিতার নিকটে যাই, তাঁহার দয়াতে যদি আশ্রয় পাই। এই বলিয়া ধীরে ধীরে আবার পিতৃভবনের দিকে অগ্রসর হইল। বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে পিতা দেখিলেন যে তাঁহার সেই পতিত সন্তান বিষণ্ণমুখে অনুতাপিত চিত্তে যষ্টিতে ভর করিয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তরে পুত্রবাৎসল্য জাগিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গৃহমধ্য হইতে বাহির হইলেন এবং অনুতপ্ত পুত্রকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইলেন।

❋ ❋ ❋

৯ই শ্রাবণ।

পুত্রকে গৃহে আনিয়া গৃহস্বামী দাসদাসীদিগকে আদেশ করিলেন, ইহার জীর্ণবস্ত্র ছাড়াইয়া লও, সুবাসিত জলে ইহাকে স্নান করাও এবং অঙ্গে মূল্যবান পরিচ্ছদ, চরণে পাদুকা, ও অঙ্গুলিতে মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক দাও। আজ আমার গৃহে মহোৎসবের আয়োজন কর, বন্ধু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আন; কারণ যে মৃতছিল সে আজ জীবন পাইয়াছে, যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে আজ ফিরিয়া পাইয়াছি। যখন বাটীর সকলে আনন্দ কোলাহলে নিমগ্ন, তখন গৃহস্থের অপর পুত্র বাটীতে আসিল, সে বাটীতে উৎসব হইতেছে দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে দাসদাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্য বাটীতে উৎসব? তাহারা উত্তর করিল তোমার যে ভাই দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল আজ সে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহারই আগমনে আজ তোমার পিতা এত আনন্দ করিতেছেন। তখন সে পুত্র ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া পিতাকে কহিল, তোমার একি ব্যবহার? আমি চিরদিন তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া গৃহে রহিয়াছি কিন্তু তুমি কোন দিন আমাকে বন্ধুবর্গ লইয়া একটী ছাগশিশু মারিয়া খাইতে দাও নাই আর তোমার এই পুত্র অবাধ্য ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছিল, সে আজ সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া আসিয়াছে বলিয়া এত উৎসব? পিতা উত্তর করিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুমি আমার চিরদিনেরই রহিয়াছ কিন্তু যে মৃত ছিল আজ তাহাকে জীবিত পাইলাম, যে হারাইয়া গিয়াছিল আজ তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম, তাইত এত আনন্দ করিতেছি।

১০ই শ্রাবণ।

যেখানে প্রেম, সেখানেই শক্তি।

কোন স্থানে এক সম্পন্ন গৃহস্থের একটী পুত্র ছিল। একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতা মাতা উভয়েই পুত্রটীকে অত্যন্ত আদর দিতেন; অযথা আদর পাইলে যাহা ঘটে পুত্রটীর তাহাই হইল; বয়োবৃদ্ধিসহকারে সে অবাধ্য, দুর্ম্মুখ, যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া উঠিল। যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে তাহার প্রকৃতি আরও স্বার্থপর, সুখান্বেষী আমোদপরায়ণ ও উগ্র হইয়া উঠিল। তাহার কলহপ্রিয়তা ও ঔদ্ধত্যে প্রতিবেশীরা সর্ব্বদা অস্থির হইতেন; অবশেষে একদিন পল্লীস্থ সকলে মিলিয়া গৃহস্থের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন "মহাশয়, আপনার পুত্রের উপদ্রবে আমরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছি, আপনার একমাত্র সন্তান বলিয়া আমরা এতদিন কিছু বলি নাই। অথচ তাহার অত্যাচার দিন দিনই বাড়িতেছে, অতএব আর নয়; হয় আপনার পুত্র ত্যাগ করুন, নতুবা আমাদের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ এই পর্য্যন্তই শেষ; এখন আপনি স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করুন।" বৃদ্ধ দেখিলেন আর উপায় ন্যাই; আত্মীয় স্বজনের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজে বাস করা চলেনা, সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের মতে মত দিতে হইল। স্থির করিলেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও প্রতিবেশী সকলের সমক্ষে কুলাঙ্গার পুত্রকে বিধিপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন।

১১ই শ্রাবণ।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে গৃহস্থের বাটীর প্রাঙ্গনে সমবেত হইলেন। পুত্র তথন বাটীতে ছিলনা, সঙ্গীদের সহিত মিলিয়া সুরাপান করিতে ছিল। সে যথন শুনিতে পাইল যে পিতামাতা আজ তাহাকে সর্ব্বসমক্ষে বর্জ্জন করিবেন, তথন ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া এক বৃহৎ শাণিত ছুরিকা লইয়া, আমায় কয়েক সহস্র টাকা না দিলে এই ছুরিকার আঘাতে পিতামাতার প্রাণ লইব বলিয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। সে বাটী আসিয়া ছুরিকা হস্তে এক গৃহে লুকাইয়া থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিল, মনে মনে স্থির করিল, যথন পিতামাতা তাহাকে বর্জ্জন করিবেন তথন এক লম্ফে পতিত হইয়া ছুরিকার আঘাতে তাঁহাদের জীবন শেষ করিবে। সে দেখিল বৃদ্ধ পিতা অঙ্গনে উপবিষ্ট; সমবেত লোকেরা একখানি ত্যাগ পত্র বাহির করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে তাহা পাঠ করিয়া বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিলেন।

১২ই শ্রাবণ।

তিনি তাহাতে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিবেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নী ছুটিয়া আসিয়া পতির হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "একটুকু অপেক্ষা কর, আজ পঞ্চাশ বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এই দীর্ঘকাল আমি কোন দিন তোমার নিকট কিছু চাহি নাই, আজ আমার তোমার নিকট এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ, যে আমাদের সন্তানকে বর্জ্জন করিওনা। সে আমাদের বংশের কলঙ্ক হইলেও প্রাণ থাকিতে আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবনা। আত্মীয় স্বজন তাহার উপদ্রবে অস্থির, অতএব চল আমরা তাহাকে লইয়া দেশান্তরে যাই। তাহার জন্য আমাদের শেষ বয়সে ঘোর দৈন্যে পতিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়, তথাপি আমি আমার গর্ভের শিশুর প্রতি সেজন্য ক্রুদ্ধ হইতে পারিবনা।" বলিতে বলিতে মাতার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি গভীর যাতনায় রুদ্ধকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ আর স্থির থাকিতে পারিলেননা, হস্তস্থিত ত্যাগপত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং সমবেত আত্মীয়গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ, তোমরা আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়া যদি আমাদের ছাড়িয়া যাও তথাপি একমাত্র সন্তানকে আমরা ত্যাগ করিতে পারিবনা, ভাগ্যে যাহা আছে ঘটুক, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা পথপার্শ্বে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

১৩ই শ্রাবণ।

কুলাঙ্গার পুত্র এই অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; পিতার শেষ বাক্য শুনিয়া তাহার হস্ত হইতে কুঠার খানি ভূমিতে পড়িয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে, যে দুর্ব্বৃত্ত হৃদয় ঘোর ক্রোধভরে কম্পিত হইতে ছিল, তাহা এখন অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইতে লাগিল।

পরমুহূর্ত্তে পিতামাতার পবিত্র চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বহুকালের দুরাচারী পুত্র বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সেইদিন হইতে তাহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কুলাঙ্গার সন্তান ক্রমে বংশের গৌরব ও গৃহের আলোক স্বরূপ হইয়া পিতামাতার শোকদগ্ধ প্রাণে শান্তি বারিবর্ষণ করিল। অবশেষে মৃত্যুকালে জননী পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন "প্রাণের পুত্র, ঈশ্বর প্রসাদে যদি তুমি অনুতপ্ত না হইতে, তবে আজ আমি পরলোকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতাম; কিন্তু তোমাকে বংশের অলঙ্কার দেখিয়া আজ আমি স্বর্গে যাইতেছি।"

১৪ই শ্রাবণ।

সিডান নগরে এক য়িহুদী বাস করিতেন। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ না করাতে অবশেষে তিনি আপনার বিবাহচুক্তি ভঙ্গ করিতে মানস করিলেন। এই কার্য্য আইন অনুসারে করিবার ইচ্ছায় তিনি পত্নীসহ প্রধান পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রস্তাব শুনিয়া পুরোহিত কহিলেন, "বৎসগণ, তোমরা ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক এই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিওনা, বিবাহের দিন যেমন আনন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলে, সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তোমরা বিচ্ছিন্ন হও। গৃহে ফিরিয়া গিয়া এক ভোজের আয়োজন কর, তাহার পর আমি তোমাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিব।" পুরোহিতের আদেশ অনুসারে সেই ব্যক্তি তৎপর দিন গৃহে মহাভোজের আয়োজন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। যখন নৃত্য গীতের আনন্দে সকলে নিমগ্ন, তখন সেই ব্যক্তি সর্ব্বসমক্ষে পত্নীকে কহিলেন "আমরা অনেক বৎসর একত্রে প্রণয়ে বাস করিয়াছি, যদিও আমরা এখন পৃথক হইতে যাইতেছি, তাহার কারণ ইহা নয় যে আমাদের মধ্যে কোন অসদ্ভাব আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোন সন্তান জন্মিলনা, কেবলমাত্র ইহাই তাহার কারণ। আমি যে তোমার মঙ্গল কামনা করি এবং আমার ভালবাসা যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে এই অধিকার দিতেছি যে আমার গৃহের যে বস্তুকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস, যাইবার সময় তুমি তাহা লইয়া যাইতে পারিবে।"

১৫ই শ্রাবণ।

প্রেমছাড়া ধর্ম্ম হইতে পারেনা। প্রেম হইতেই ধর্ম্মের জন্ম। প্রেমই ধর্ম্ম, প্রেমই স্বর্গ, প্রেমই ঈশ্বর।

❀ ❀ ❀ ❀

পত্নী এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। ক্রমে রাত্রি হইলে গৃহস্থ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অতিরিক্ত পান ভোজন বশতঃ শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই নারী আপনার দাসীদিগকে ডাকিয়া তাহাদের সাহায্যে নিদ্রিত পতিকে নিজ পিতৃগৃহে লইয়া গেলেন। পরদিন গৃহস্থ ব্যক্তি জাগরিত হইয়া বিস্মিত চিত্তে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কোথায় আসিয়াছি?" পত্নী উত্তর করিলেন "স্বামিন্ চিন্তিত হইওনা। গত রজনীতে অভ্যাগত বন্ধুগণের সমক্ষে তোমার গৃহের মধ্যে যাহা আমার প্রিয়তম বস্তু, তাহা আনিবার অধিকার দিয়াছিলে। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম তোমা অপেক্ষা এ জগতে আমার প্রিয়তর আর কিছু নাই। তাই আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি। আমি যেখানে তুমিও সেখানে থাকিবে। মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতে যেন আমাদিগকে আর বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে।"

১৬ই শ্রাবণ।

তাপসী রাবেয়া দরিদ্রের কন্যা ছিলেন। একব্যক্তি তাঁহাকে অসহায় পাইয়া এক ধনীর নিকট বিক্রয় করে। প্রভুর গৃহে রাবেয়াকে অহর্নিশ সাধ্যাতীত শ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হইত। যদি কার্য্যে কোন ত্রুটি হইত তাহা হইলে প্রভু ভয়ানক প্রহার করিতেন। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু পথে পড়িয়া গিয়া একখানি হাত ভাঙ্গিয়া যায়। তখন রাবেয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "হে ঈশ্বর, আমি পিতৃহীনা মাতৃহীনা দুঃখিনী, দাসীত্বে আমার জীবন আবদ্ধ, হস্তপদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু ইহাতেও দুঃখ নাই আমি শুদ্ধ তোমার প্রসন্নতার ভিখারী, বল, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কিনা?" এই প্রার্থনার পর রাবেয়া সান্ত্বনা ও বললাভ করিলেন। তিনি প্রভুর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দাসী বৃত্তিতে নিযুক্ত হইলেন।

একদিন গভীর নিশীথে জাগরিত হইয়া গৃহস্বামী রাবেয়ার গৃহে কথা শুনিতে পাইলেন। কে কথা কহিতেছে জানিতে উৎসুক হইয়া দেখিলেন, নিভৃত কক্ষে প্রণত হইয়া রাবেয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন "প্রভু পরমেশ্বর তুমি জান তোমার আদেশ পালন করি ইহাই মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। তোমার মন্দিরে তোমার সেবাতেই আমার চক্ষুর জ্যোতিঃ। যদি ক্ষমতা থাকিত এক মুহূর্ত্তও তোমার সেবা হইতে বিরত হইতামনা, কিন্তু তুমি আমাকে পরাধীন দাসী করিয়া রাখিয়াছ, তাই এত বিলম্বে তোমার সেবায় উপনীত হই।"

১৭ই শ্রাবণ।

একবার বসন্তকালে যখন সমগ্র প্রকৃতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া সকলের মনপ্রাণ হরণ করিতেছিল, তখন রাবেয়া স্বীয় পর্ণকুটীরের নিভৃত কক্ষে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, দাসী তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল "ঠাকুরাণী বাহিরে আসিয়া সৃষ্টির শোভা দেখুন।" রাবেয়া উত্তর করিলেন "তুমি ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা দেখ।"

একবার একব্যক্তি মাথায় কাপড় বাঁধিয়া রাবেয়ার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মাথায় কাপড় বাঁধিয়াছ কেন?" সে উত্তর করিল "শিরঃপীড়া হইয়াছে।" "তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বয়স কত?" সে বলিল "ত্রিশ বৎসর।" "এতকাল তুমি সুস্থ কি অসুস্থ ছিলে?" সে উত্তর করিল "সর্ব্বদা সুস্থ ছিলাম।" রাবেয়া বলিলেন "এতদিন মস্তকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ধারণ করিলেনা, একদিন যেই অসুস্থ হইয়াছ অমনি পীড়ার চিহ্ন মস্তকে বাঁধিলে?"

১৮ই শ্রাবণ।

ঈশ্বর বলিতেছেন, "আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে আনিয়াছি; জগতের বড় লোকদিগের মধ্য হইতে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি এবং তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি আমার ভৃত্য, আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি; তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই।

তুমি ভয় পাইও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি; ভীত হইওনা, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সবল করিব; নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তোমাকে আমার পুণ্যভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুলিয়া ধরিব।

দেখ যাহারা তোমার প্রতি অতিশয় বিরক্ত, তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মত হইবে। যাহারা তোমার পথে প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান হইবে, তাহারা বিনষ্ট হইবে।

তুমি আর তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাইবেনা; সেই তাহারা যাহারা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল,. যাহারা আজ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মত হইবে। যাহার মূল্য নাই এমন পদার্থের ন্যায় হইবে।

কারণ আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, তোমাকে দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তুলিব এবং বলিব ভয় করিওনা আমি তোমাকে রাখিব।"

১৯শে শ্রাবণ।

আমার সন্তান, আমার বিধি তুমি বিস্মৃত হইওনা। তোমার হৃদয় আমার আদেশের অনুবর্ত্তী হউক, কারণ তাহাতে তুমি দীর্ঘজীবন ও শান্তি প্রাপ্ত হইবে।

সত্য ও করুণা তোমায় পরিত্যাগ না করুক; উহাদিগকে তোমার কণ্ঠের ভূষণ কর, হৃদয় ফলকে উহাদিগকে উৎকীর্ণ রাখ, তাহা হইলেই তুমি ঈশ্বরের প্রসাদ ও মানবের প্রেম প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বরের উপর সমগ্র হৃদয়ে বিশ্বাস কর, আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিওনা; সকল কার্য্যে তাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে জীবনের পথ প্রদর্শন করিবেন। যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনিই ধন্য; কারণ স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষাও জ্ঞানের মূল্য অধিক। মণি মাণিক্য অপেক্ষাও জ্ঞান মূল্যবান এবং জীবনে আর যাহাই স্পৃহা কর, আর কাহারও সঙ্গে ইহার তুলনা হয়না।

তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ আয়ু, তাঁহার বামকরে যশ ও সম্পদ; তাঁহার কার্য্য আনন্দ ও শান্তিময়।

২০শে শ্রাবণ।

শোকার্ত্তেরা ধন্য; কারণ তাঁহারা সান্ত্বনা পাইবেন; দয়াবানেরা ধন্য; কারণ তাঁহারা দয়া পাইবেন; ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত ব্যক্তিরা ধন্য; কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।

বিনীত চিত্তেরা ধন্য; কারণ তাঁহারা পৃথিবী লাভ করিবেন।

আমি ঈশ্বরে আস্থা রাখিয়াছি, মানুষের ভয়ে আমি ভীত হইবনা।

হে ঈশ্বর তোমার প্রতিজ্ঞা আমাতে রহিয়াছে, আমি তোমার বন্দনা করি।

হে ঈশ্বর আমার প্রতি করুণা কর; আমার প্রাণ তোমাতেই বিশ্বাস রাখিয়াছে।

তোমার পক্ষপুটের আবরণে আমি আস্থা স্থাপন করিব। আমার রক্ষক তিনি; আমি বিচলিত হইবনা। আমার গৌরব ও মুক্তি ঈশ্বরেতেই।

২১শে শ্রাবণ।

ঈশ্বর, তুমি আমাকে সম্পদ দিয়াছ, আমি কৃতজ্ঞ হই নাই; বিপদ দিয়াছিলে ধৈর্য্য ধারণ করি নাই। কৃতজ্ঞ হই নাই অথচ সম্পদ আমা হইতে প্রত্যাহার কর নাই, ধৈর্য্যাবলম্বন করি নাই অথচ বিপদকে স্থায়ী কর নাই, ঈশ্বর, তোমা হইতে কৃপা ব্যতীত অন্য কি হইয়া থাকে?

আমার হৃদয়কে তিনি উর্দ্ধে লইয়া গেলেন সমুদয় স্বর্গলোক ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম "হৃদয় কি আনিয়াছ?" হৃদয় উত্তর করিল "প্রেম ও প্রসন্নতা।"

প্রাতঃকালে তাঁহার স্মরণে যে প্রেমপূর্ণ "আ" শব্দটী প্রাণ হইতে নির্গত হয়, সমুদয় জগতের সম্পদের সঙ্গে আমি তাহার বিনিময় করিতে চাহিনা।

অন্তরে এক ভাণ্ডার আছে সেই ভাণ্ডারে এক মুক্তা আছে তাহার নাম প্রেম। সেই মুক্তা যিনি পাইয়াছেন তিনি ঋষি।

২২শে শ্রাবণ।

হে ঈশ্বর, তোমার কৃপাগুণে আমার প্রতি দয়া কর; তোমার বহু কৃপায় আমার সকল ত্রুটী মুছিয়া দাও; আমার সকল ত্রুটী ধৌত কর এবং আমাকে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত কর।

আমায় বার বার আঘাত কর যেন আমি নির্ম্মল হই; আমায় ধৌত কর যেন তুষার তুল্য শুভ্র হই।

হে ঈশ্বর, আমার অন্তর পবিত্র করিয়া দাও ও অন্তরে বিশুদ্ধ ভাবের উদয় কর; তোমার আবির্ভাব হইতে আমায় দূরে রাখিওনা; আমা হইতে তোমার পবিত্রস্বরূপ প্রত্যাহার করিওনা।

পাপপ্রবৃত্তিকুল, তোমরা দূর হও, কারণ ঈশ্বর আমার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন। প্রভু আমার কাতরধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

হে প্রভু উত্থান কর। আমার ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর, কারণ তুমি আমার রিপুকুলকে আহত করিয়াছ।

তোমার পবিত্র মন্দিরে আমি চিরদিন বাস করিব। তোমার পক্ষপুটের আশ্রয়ে আমি বিশ্বাস করিব।

তুমি আমার লুকাইবার স্থান; তুমি আমার কবচ; তোমার বাক্যে আমি বিশ্বাস করি।

২৩শে শ্রাবণ।

সাহসুজা একজন রাজকুলোদ্ভব তপস্বী। তাঁহার এক পরম ধার্ম্মিকা দুহিতা ছিলেন। কের্ম্মাণ দেশের রাজা সেই কুমারীর পাণিগ্রহণের অভিলাষে সাহসুজার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সাহসুজা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যিনি প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক ও সংসারে বীতস্পৃহ, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এই জন্য তিন দিবস পরে তোমার প্রভুর প্রস্তাবের উত্তর দিব বলিয়া দূতকে বিদায় দিলেন। তিনি এই তিন দিবস মসজিদে মসজিদে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; তৃতীয় দিবসে তিনি এক মসজিদে এক যুবা ফকিরকে দেখিতে পাইলেন। যুবক তখন উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন ; সাহসুজা তাঁহার মুখে প্রগাঢ় ঈশ্বর প্রীতি উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। যুবক উপাসনা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলে ; সাহসুজা তাঁহাকে স্বীয় দুহিতা দানের প্রস্তাব করিলেন। যুবক কহিলেন "মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহাকে দুহিতা অর্পণ করিতে যাইতেছেন। আমার তিন পয়সার অধিক সম্বল নাই।" সাহসুজা কহিলেন "ভাল এক পয়সার রুটি এক পয়সার চিনি ও এক পয়সার গন্ধদ্রব্য ক্রয় করিয়া আন উহার অধিক বিবাহের আয়োজন করিতে হইবেনা।"

২৪শে শ্রাবণ।

সেই রাত্রিতেই বিবাহ হইয়া গেল। নববধূ পরদিন পতির কুটিরে আগমন করিলেন; আসিয়া দেখিলেন গৃহকোণে এক ভগ্ন জলপাত্রের উপর একখানা শুষ্ক রুটি স্থাপিত আছে। পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই রুটি এখানে কেন?" তিনি কহিলেন "আজ খাইব বলিয়া কল্য রাখিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া বধূ; রোদন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পতি কহিলেন "আমিত পূর্ব্বেই জানিতাম যে সাহসুজার কন্যা আমার দুঃখ ও দারিদ্র্যের সঙ্গিনী হইতে পারিবেননা।" রমণী কহিলেন "স্বামিন্ তোমার দারিদ্র্য দেখিয়া আমি যে ক্ষুণ্ণচিত্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইয়াছি তাহা নহে। পিতা আমায় কহিয়াছিলেন যাঁহার প্রকৃত বৈরাগ্য ও ঈশ্বরে নির্ভর আছে আমায় এমন পুরুষের সহধর্ম্মিণী করিবেন; কিন্তু হায়, এই বিংশতিবর্ষ প্রকৃত ফকিরের অন্বেষণ করিয়া তিনি আমায় অবশেষে এমন পুরুষের হস্তে অর্পণ করিলেন, যাঁহার ভবিষ্যতের উপজীবিকার জন্য ঈশ্বরে নির্ভর নাই, আমি এই বিষাদেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি।" যুবক তরুণীভার্য্যার অদ্ভুত ঈশ্বরবিশ্বাস ও বিষয়ে বিরাগ দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং স্বীয় অল্প বিশ্বাসের জন্য তাঁহার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া রুটিখণ্ড বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন।

২৫শে শ্রাবণ।

মন তুমি খাঁটি থাক নিজের নিকটে
খাঁটি থাক বিবেকের দ্বারে ;
খাঁটি থাক সুখে দুঃখে বিপদে সঙ্কটে
খাঁটি থাক আলোকে আঁধারে।

দিন রাত্রি স্রোতে ভেসে আসিছে ঘটনা
মন তুমি চলো সামলিয়ে ;
স্থির ভাবে পথ দেখো ; পশ্চাতে হটোনা
পড়োনাক পদ পিছলিয়ে।

হটোনা হটোনা পিছে দেখিছ কুয়াসা
আগে যাও যাইবে সরিয়ে ;
সাধুজন উক্তি এই হটিলে নিরাশা
চারিদিকে আসিবে ঘিরিয়ে।

পড়িবে অসত্যে কভু, কভু প্রলোভনে
কখনো বা পিছলিবে পা ;
উঠো—কেঁদো-বেঁধো নিজে নূতন বন্ধনে
যাই কর পিছে হটোনা।

২৬শে শ্রাবণ।

খাঁটি থেকো সদা নিজ আলোকের কাছে
পতনেও রাখিও ধরমে ;
নিও সাজা দুষ্কৃতির যা নিবার আছে
বাঁচাওনা আপন করমে।

আসি নাই এজগতে বাহবা লইতে
আসি নাই সুখ অন্বেষণে ;
আছে কিছু কাজ যাহা এসেছি সাধিতে
সাধ তাহা জীবন মরণে।

সাধ কাজ সুখে দুঃখে আলোকে আঁধারে
সাধ কাজ দিবা যতক্ষণ ;
সাধ কাজ ; প্রভু যবে ডাকিবে তোমারে
রেখে কাজ যাইও তখন।

এ জগতে বড় কিছু করিতে না পার
খাঁটি থাক আছরে যেখানে ;
মহৎ, পবিত্র, শুভ যা কিছু নেহার,
খাঁটি থাক তার সন্নিধানে।

২৭শে শ্রাবণ।

মহৎ চরিত্র কস্তূরীর ন্যায়; চলিয়া গেলেও তাহা বহুদিন সৌরভ বিস্তার করে।

ধার্ম্মিকের জীবন আলোকের ন্যায়; চলিয়া গেলে অন্ধকার পড়িয়া থাকে।

এ জগতে ধন মান কেহ পায় কেহ পায়না। সম্পদ ঐশ্বর্য্য সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। জীবনের মহৎ লক্ষ্য যিনি সাধন করেন, তিনিই ধনী, তিনিই সম্পদশালী।

এ জগতে কি খাইলাম, কি পরিলাম বা কতদিন থাকিলাম, তাহাতে জীবন নহে; কিন্তু জীবনের মহৎ আদর্শে বাস করাই জীবন। উত্থান, পতন, সম্পদ, বিপদ সকল জীবনেই ঘটে; কিন্তু ঈশ্বরে মতি ও কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, এই ভিত্তির উপরে যে জীবন প্রতিষ্ঠিত তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাক্যের দ্বারা উপদেশ অনেকেই দেয়, কিন্তু যাঁহার কার্য্য সকল উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্বলিতে থাকে ও শক্তিরূপে অপরের হৃদয়ে বাস করে, তিনিই প্রকৃত উপদেষ্টা।

অনেক বীরত্বের কথা জগতে শুনিয়াছি, কিন্তু ফলাফল চিন্তা বিরহিত হইয়া যিনি স্বীয় হৃদয়স্থ বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর।

২৮শে শ্রাবণ।

তিনি আমাকে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, প্রীতি করিতেছেন, যখন এই ভাব আমাদের সমুদয় ভাবের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন আমরা নূতন জীবন পাই; তখন তাঁহাকে পাইয়া সকলেরই অর্থ পাই; তখন সংসার আর প্রহেলিকার ন্যায় থাকেনা, তখন যে দিকে দৃষ্টি করি, তাঁহার সঙ্গে সকলেরই যোগ দেখি।

সেই পরম পুরুষ সকলেরই হৃদয়ে বাস করিতেছেন; যাঁহারা তাঁহার সহিত একবার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের সে যোগের আর কখনই অন্ত নাই; যদি গ্রহ তারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়, তথাপি আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে যোগ তাহার কখনই বিচ্যুতি হইবেনা, তাঁহার সঙ্গে আমাদের অনন্ত যোগ।

সখা আমা হইতে আমার নিকটতর; কিন্তু রহস্য এই যে আমি তাঁহা হইতে দূরে।

২৯শে শ্রাবণ।

তুমি কি সৎ হইতে অভিলাষ কর? তবে প্রথমতঃ বিশ্বাস কর যে তুমি অসৎ।

যে মহাত্মা স্বীয় মহত্ত্ব লক্ষ্য করেননা, সর্ব্বোপরি তাঁহারই মহত্ত্ব। স্বকীয় মহত্ত্বের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়, তাঁহার আর মহত্ত্ব থাকেনা। যে প্রেমিক আপনার প্রেমকে লক্ষ্য করেননা, সর্ব্বোপরি তাঁহারই প্রেমের গৌরব। স্বীয় প্রেমের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার প্রেম বিনষ্ট হয়।

হে মহান্, ধর্ম্মধন লাভের জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া চল। হে দেব, আমাদের সমস্ত পাপেরই তুমি জ্ঞাতা। আমাদিগের সংস্পর্শ হইতে কুটিল পাপকে পৃথক্ কর; তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

৩০শে শ্রাবণ।

পরমাত্মা অন্তরের অন্তর; অন্তরেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায়। আমাদের দেবতা নিদ্রিত নহেন; তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; তিনি প্রাণ; তিনি সকল জগতের প্রাণ; তিনি প্রাণের প্রাণ।

❀ ❀ ❀ ❀

ব্রহ্মাণ্ডে সকল পদার্থের মধ্যে যাহাকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাকে তোমার হৃদয়ের ভক্তি প্রদান কর। ঐ পদার্থ কি? যে পদার্থ অপর সকল পদার্থকে শাসিত ও নিয়মিত করিতেছে, তাহাই ঐ পদার্থ। প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ যাহা তাহাকে যেমন তুমি সম্মান করিবে, তেমনি আপনার প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ যাহা তাহাকেও সম্মান কর, কারণ তোমার এই অংশ ঈশ্বরের সহিত সম্বদ্ধ। ইহাই তোমার কার্য্যকলাপ ও ভাগ্যকে নিয়মিত করে।

কোন স্থানে একজন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার বিষয় বিভব ও সুখ সমৃদ্ধির অভাব ছিলনা। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। পুত্রটী যত দিন নিতান্ত শিশু ছিল, ধনী ততদিন তাহাকে আদরের সহিত লালন পালন করিতেন। তাহার যখন যে ইচ্ছা হইত, তাহা পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব হইতনা। তাহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি ধনকে ধন বলিয়া বিবেচনা করিতেননা। ধনিসন্তান পিতার আদর ও যত্নের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল, এবং বিপথের সঙ্গীও জুটিতে লাগিল। যত দিন সে শিশু ছিল, পিতা তাহাকে ততদিন আবশ্যক মত আদেশ উপদেশ তিরস্কার প্রভৃতির দ্বারা চালিত করিতেন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, অপরবিধ প্রণালী অবলম্বন করিলেন। একদিন তিনি তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রিয় পুত্র, তুমি এখন আর শিশু নও, যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছ, তোমাকে আর শিশুর ন্যায় ব্যবহার করা আমার পক্ষে উচিত নয়, আমি অদ্যাবধি তোমার সহিত মিত্রের ন্যায় আচরণ করিব। আর তোমার স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইবনা; বলপূর্ব্বক তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বে তোমায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবনা; কিন্তু পুত্র, একটী বিষয়ে সাবধান থাকিও, আমি যেমন অদ্যাবধি মিত্রভাব অবলম্বন করিলাম, আশা করি, তুমিও মিত্রের ন্যায় হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। আশা করি, যে কার্য্যে আমাদের বংশের অগৌরব হয়, আমাদের কুলে কলঙ্ক পড়ে, এমন কার্য্যে তুমি লিপ্ত হইবেনা। তুমি আমার একমাত্র সন্তান; তোমাদ্বারা যদি আমার মুখ ম্লান হয়, আমি

তোমায় বিরক্তির কথা বলিবনা ; কিন্তু নিশ্চয় জানিবে, আমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইব। যাও পুত্র, তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, এ ধন সম্পদ তোমার, এ প্রাসাদ তোমার, এ বিষয় বিভব তোমার।" ধনী এই বলিয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন ; কিন্তু যৌবন কালের চপলতা বশতঃ পিতার সে সদুপদেশ তাহার মনে অধিক দিন স্থান প্রাপ্ত হইলনা। পিতা আর তাহাকে তিরস্কার করেননা ; বলপূর্ব্বক তাহার অভীষ্ট পথ হইতে আর তাহাকে নিবৃত্ত করেননা ; কেবল মধ্যে মধ্যে উপদেশ ও পরামর্শচ্ছলে আপনার মনের ক্লেশ জানাইয়া থাকেন। ইহাও সেই উদ্ধত যুবকের পক্ষে ভার স্বরূপ বোধ হইল। পিতা কিছু বলেননা সত্য, কিন্তু তিনি যে বাড়ীতে আছেন, ইহাতেও তাহার স্বচ্ছন্দে আমোদ প্রমোদ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। যে দেশে গেলে আর পিতার মুখ দেখিতে হইবেনা, যে দেশে অবাধে ও অকুণ্ঠিতভাবে আমোদে রত হওয়া যায়, যেখানে দুরাচার দেখিয়া মুখ বিষণ্ণ করিবার কেহ নাই, এরূপ দেশের জন্য তাহার মন তখন ব্যাকুল হইতে লাগিল। একদিন মধ্য রাত্রে সমুদয় বসুমতী যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পরিজনগণ যখন নিদ্রিত, রাজপথে যখন জন প্রাণীর সঞ্চার নাই, এমন সময়ে সেই ধনিসন্তান জাগ্রত হইয়া পিতার গৃহ ত্যাগের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। যুবাপুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, দ্বার-রক্ষী পুরুষ তাহার গতিরোধ করিল। পিতার দাসদাসীর দ্বারা তাহার গতিরোধ হয়, ইহা সেই গর্ব্বিত সন্তানের প্রাণে সহ্য হইলনা ; সে দাসদাসীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তখন দ্বারবান্ তাহাকে দ্বারে দণ্ডায়মান রাখিয়া অবিলম্বে স্বীয় প্রভুর আদেশ কি জানিতে গেল। পিতা উত্তর করিলেন, "আমি

আমার পুত্রের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইবনা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; অতএব আমি আজ তাহাকে বাধা দিবনা। দাও, তাহাকে যাইতে দাও, আমার মনে এই দুঃখ রহিল নিরপরাধে সন্তান আমাকে অত্যাচারী পিতার ন্যায় ত্যাগ করিয়া গেল।” দ্বারবান ফিরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ধনিসন্তান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উল্লাস অন্তরে যেদিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকে চলিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল সে ক্রমাগত চলিতেছে, ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল ; ধনীর সন্তান কখনও পথশ্রম স্বীকার করে নাই, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল ; সে আশ্রয় স্থানের লাভের আশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অদূরে একখানি গৃহ দেখিতে পাইল ; তথায় উপস্থিত হইবামাত্র গৃহের প্রভু অতি সমাদরে তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল ও বিশ্রামের শয্যা দিয়া তাহার ক্লান্তি অপনয়ন করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, যুবাপুরুষ পুনরায় বহির্গত হইল এবং ক্রমাগত চলিতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি উপস্থিত, পুনরায় বিশ্রামের প্রয়োজন। পুনরায় উত্তম স্থান জুটিয়া গেল। এক গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র, কয়েক ব্যক্তি অতি সমাদরে তাহাকে একটী সুন্দর গৃহে লইয়া গেল। ধনিসন্তান গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, তন্মধ্যে সুন্দর সুকোমল শয্যা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত ; পান ভোজন সমাধা করিয়া যুবক সুনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করিল। পরদিন প্রাতে চলিতে চলিতে যুবা এক নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত। নদী উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই, ধনিসন্তান চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময় হঠাৎ একখানি নৌকা উপস্থিত ; তাহারা অতি

সমাদরে তাহাকে পার করিয়া দিল। এইরূপে অনেক গ্রাম জনপদ নদ নদী উত্তীর্ণ হইয়া সেই উদ্ধত যুবক অবশেষে এক নূতন দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে একদিন আমোদ তরঙ্গের মধ্যে, সহসা তাহাদের গৃহের চির পরিচিত প্রাচীন ভৃত্যকে পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। মানব মনের ভালবাসার স্বভাব এই, বহু দিনের পরিচিত প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিলে হৃদয় সহসা নবভাব প্রাপ্ত হয়। ধনিসন্তান বাল্যকালে ঐ পুরাতন ভৃত্যের ক্রোড়ে পালিত হইয়াছিল। অদ্য হঠাৎ তাহার মুখ দর্শনমাত্র, সকল কথা যুগপৎ তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে আর শোকাবেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইলনা। অধোমুখে জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক লুকাইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কিরূপে এলি ? আমার পিতা ভাল আছেন ত ? আমি বাহির হইয়া আসিলে তিনি কি বলিলেন ? তিনি কি মনে বড় ক্লেশ পাইয়াছেন ?" ভৃত্য উত্তর করিল, "কুমার, যেদিন হইতে আপনি গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলেন, সেদিন হইতে আপনার পিতা আমাদিগকে সুস্থির হইতে দেন নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আপনার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেননা, সুতরাং আপনাকে তিনি নিষেধ করেন নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আপনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া এই আদেশ দিয়াছেন, আমার ভৃত্যগণ, যে যেখানে আছ, শীঘ্র আমার সন্তানের পশ্চাৎ ধাবিত হও, দেখিও যেন আমার একমাত্র সন্তান পথে ক্লেশ না পায়। সাবধান, বলপ্রয়োগ করিওনা, রুক্ষভাব ধারণ করিওনা, তাহার কোমল অঙ্গে ব্যথা দিওনা, তাহার মনের

বিরক্তি উৎপাদন করিওনা। কুমার, আপনি পথশ্রান্ত হইয়া যেখানে যেখানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনার পিতার অনুমতিতে সজ্জিত হইয়াছিল। আমরা প্রহরীর ন্যায় আপনার দূরে দূরে ফিরিতেছি, এবং আপনার সুমতির সুযোগ অন্বেষণ করিতেছি।” শুনিতে শুনিতে যুবক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, “পিতার বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার সুমতির অপেক্ষায় আছ? আজ হইতে আমি সুমতি হইলাম; আমাকে গৃহে লইয়া চল, আজ যে সেই পিতার স্নেহপূর্ণ মুখ মনে পড়িয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায় আমি নিরপরাধে এমন উদার পিতার গৃহ পরিত্যাগ করিলাম কেন? সুখের ক্রোড়ে পালিত হইয়া আমি সাধ করিয়া দুঃখের অগ্নিশিখায় আত্মসমর্পণ করিলাম কেন? যে স্বাধীনতায় আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সেই স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়া আমায় বন্দী করিয়া লইয়া চল; হায়, আমি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়াছিলাম, আজ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতে হইল।”

অনেক ঈশ্বরসন্তানের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর দুরন্ত রাজা নন, অত্যাচারী পিতা নন, তাঁহার যে শাসন তাহা স্নেহানুরঞ্জিত ও উদার শাসন; তিনি সন্তানের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হননা; কেবল আদেশ ও উপদেশ দ্বারা সস্নেহভাবে সন্তানকে সুপথে থাকিবার পরামর্শ দেন। সে উপদেশও অনেকের সহ্য হয়না। তাহারা বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরের গৃহ ছাড়িয়া যায়। বাস্তবিক কেহই ঈশ্বরের একমাত্র সন্তান নয়; কিন্তু পাপী যখন ঈশ্বরের গৃহ পরিত্যাগ করে; তখন তাহার উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বোধ হয়, যেন

সেই পাপীই ঈশ্বরের সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং তাহার অভাবে তাঁহার স্বর্গধামের সকল আয়োজন যেন বৃথা হইয়া যাইবে। সন্তান যখন ঈশ্বরের গৃহ ছাড়িল, ঈশ্বর তখন কি করিলেন? তিনি আপন পরিবার ও পরিজনগণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "আমার যে যেখানে আছ, শ্রবণ কর, আমার এই সন্তান না ফিরিলে আমি ছাড়িবনা। তোমরা সকলে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হও, দূরে দূরে থাকিও, প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিও, ক্ষুধার সময় অন্ন, তৃষ্ণার সময় জল দিয়া প্রাণরক্ষা করিও; সঙ্কটে পড়িলে উদ্ধার করিও, যেন আমার সন্তান মারা না যায়। আমার দ্রব্য জানিলে যদি গ্রহণ না করে, এইজন্য প্রচ্ছন্নভাবে সেবা করিও। আমার কি ক্ষমতা নাই যে, সন্তানকে বন্দী করিয়া রাখি? আমার কি শক্তি নাই যে, দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করি? কিন্তু আমি করিবনা। যে প্রেম, সন্তান আপনা হইতে না দিবে আমি তাহা লইবনা; কিন্তু আমার সন্তানকে উদ্ধার করা চাই।" এই বলিয়া তিনি শত দিকে শত চর প্রেরণ করিলেন। বৃক্ষের অন্তরালে, নদীর জলে, রাত্রির অন্ধকারে, পুষ্পের কাননে, তাঁহার চর সকল ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার শুভ ইচ্ছাকে দূত স্বরূপ করিয়া পাপীর উদ্ধার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পাপীর নরকে গিয়াও নিস্তার নাই, ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ ইচ্ছা সেখান পর্য্যন্তও গমন করে। তবে আর ছুটাছুটি কেন? যেখানে যাও ঈশ্বরের দুর্ব্বিনীত সন্তান, ঈশ্বরের প্রাঙ্গন ব্যতীত আর স্থান নাই। সন্তানের চরণ যদি প্রাঙ্গনের প্রান্ত পর্য্যন্ত যায়, মাতার চরণ যে গ্রাম পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে। ধৃত হওয়া ভিন্ন যদি

গত্যন্তর না থাকে, তবে বৃথা পলায়নের চেষ্টা একেবারে নিরস্ত হউক। যে স্বাধীনতায় নয়নের জল ফেলিতে হয়, তাহা চূর্ণ হউক। গৃহের বাহির হইলে যদি কাঁদিয়া ফিরিতে হয়, তবে বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তি নিরস্ত হউক।
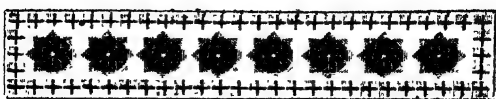
১লা ভাদ্র।

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্যপথ নাই।

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা, চন্দ্রতারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা, এই বিদ্যুৎ সকল ও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? সমস্ত জগৎ এই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদয় তাঁহার প্রকাশেতে প্রকাশিত হইতেছে।

যিনি পুষ্পকে সৌন্দর্য্য পূর্ণ করিতেছেন, সূর্য্যকে আলোকে পূর্ণ করিতেছেন, তিনি আপনাকে দিয়া আত্মাকে পূর্ণ করেন। সেই অনন্ত প্রস্রবণ কখনই শুষ্ক হয়না; আমাদের যতই গ্রহণ করিবার শক্তি হয়, তিনি ততই দান করিতে থাকেন।

২রা ভাদ্র।

তৃষিতা হরিণী যেরূপ জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, আমার প্রাণও হে ঈশ্বর, সেইরূপ তোমার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। আমার আত্মা ঈশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য তৃষিত হইতেছে। কবে আমি তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইব ?

❀ ❀ ❀ ❀

ঈশ্বর নারদকে বলিতেছেন "আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জীবনে একবার মাত্র দর্শন দেই, সেই দর্শনে যদি সে মোহিত হইয়া আমাকে দৃঢ়চিত্তে অন্বেষণ করে ও যত্ন করে, তবে তাহার হৃদয়ে চির বিরাজিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করি; তাহা না হইলে চির জন্মের মত আমি অদৃশ্য থাকি।"

৩রা ভাদ্র।

সুন্দর শরৎ ঋতুতে ধরা উজ্জ্বল মরকত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছে; সুনীল আকাশে শুভ্র নীরদ খণ্ড সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে; অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ ধরণীর শ্যামল অঙ্গে কনক অঞ্চল প্রসারিত করিয়াছে; পক্ষিগণ কলধ্বনিতে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া নীরব হইয়াছে; এমন সময়ে বনস্থলীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঘুঘু বিষাদম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "জীবন কি?"

শ্যামা তাহার মধুর স্বরলহরীতে বনভূমি পূর্ণ করিয়া বলিল, "জীবন সঙ্গীতময়।"

ছুছুন্দরী অন্ধকার ভূবিবর হইতে মৃত্তিকা রাশি সম্মুখে বিক্ষিপ্ত করিয়া কহিল, "জীবন অন্ধকারের মধ্যে সংগ্রাম।"

কামিনী বিকাশোন্মুখ শত শত কুসুমের গন্ধভার চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া ও সলজ্জ কপোলে পবিত্রতার আভা ঈষৎ বিকাশ করিয়া কহিল, "জীবন বিকাশ।"

প্রজাপতি কামিনী বৃক্ষের চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া মধুপান করিতে করিতে তৃপ্তকণ্ঠে কহিল, "জীবন ভোগসুখময়।"

মক্ষিকা সেই স্থান দিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে কহিল, "জীবন দুইদিনের লীলাখেলা মাত্র।"

পিপীলিকা স্বদেহ অপেক্ষা দশগুণ খাদ্যের বোঝা বহিয়া যাইতে যাইতে কহিল, "জীবন্ত দুরন্ত অস্থিপেষী শ্রম।",

ময়ূর নৃত্যভঙ্গীতে রূপের ছটা চারিদিকে ছড়াইয়া উচ্চ কেকারবে এই প্রশ্নে উপহাস করিয়া উঠিল।

৪ঠা ভাদ্র।

এমন সময়ে শারদ মেঘ সহসা ঝর ঝর শব্দে বারিধারা বর্ষণ করিয়া কহিল, "জীবন শুদ্ধ অশ্রুবিন্দুর সমষ্টি।"

বাজ অনন্ত আকাশে সুদৃঢ় বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া অগাধ প্রমুক্ত বায়ুসমুদ্রে বিহার করিতে করিতে কহিল, "জীবন শক্তি ও স্বাধীনতা।"

ক্রমে নিশার আগমনে সেই কাননভূমি নীরব হইল, তখন সেই স্তব্ধ বিজনের গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া নৈশবায়ু সর্ সর্ শব্দে কহিল, "জীবন স্বপ্ন।"

নিভৃত পাঠাগারে সমস্ত রজনী গভীর অধ্যয়নের পর দীপ নির্ব্বাণ করিয়া পণ্ডিত কহিলেন, "জীবন শিক্ষার স্থান।"

উচ্ছৃঙ্খল যুবক প্রবৃত্তির হুতাশনে দীর্ঘ রজনী আহুতি দিয়া, গৃহে ফিরিতে ফিরিতে কহিল, "জীবন অতৃপ্ত বাসনার অনন্ত শৃঙ্খল।"

প্রভাত বায়ু অস্ফুট স্বরে কহিল, "জীবন অসীম রহস্য।"

তখন সহসা পূর্ব্বদিক প্রভাতের রক্তিম আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শুভ্রবসনা ঊষা কনকথালে নবপ্রস্ফুটিত কুসুম ভার লইয়া, বিশ্বদেবের পূজার জন্য উপস্থিত হইল। পক্ষিগণ প্রভাতী সঙ্গীত আরম্ভ করিল, প্রভাতবায়ু বিহগ গীত ও কুসুম গন্ধ চারিদিকে বহন করিতে লাগিল ও নব দিবসের শুভ জন্মমুহূর্ত্তে প্রকৃতির কণ্ঠে এই মহান্ সঙ্গীত উত্থিত হইল, "জীবন অনন্ত আত্মার আরম্ভ মাত্র।"

৫ই ভাদ্র।

ধার্ম্মিকা রমণী লাভ করে এমন সৌভাগ্য কাহার? কারণ মণিমাণিক্য অপেক্ষা এরূপ স্ত্রীরত্নের মূল্য অধিক। তাঁহার স্বামী তাঁহার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তাঁহা হইতে কোন অপচয়ের আশঙ্কা নাই।

তিনি যাবজ্জীবন স্বামীর ইষ্ট সাধন করিবেন, কথনও অনিষ্ট করিবেননা।

রাত্রি অবসান হইবার পূর্ব্বে তিনি গাত্রোত্থান করেন, এবং পরিবার সকলের আহারের ও দাসীদিগের কার্য্যের ব্যবস্থা করেন।

তিনি বণিকের তরণীর ন্যায় দূর হইতে পরিবারের খাদ্য সংগ্রহ করেন। পরিজনেরা শীতে কষ্ট পাইবে বলিয়া তাঁহার ভয় নাই, কারণ তাহারা সকলেই উষ্ণবস্ত্রে আবৃত।

শ্রম শক্তি ও আত্মসম্ভ্রম তাঁহার অলঙ্কার; তিনি উত্তরকালে আনন্দ করিবেন।

তিনি মুখ খুলিলে জ্ঞানের কথা বাহির হয়, এবং তাঁহার জিহ্বাগ্রে দয়ার ব্যবস্থা।

মনুষ্যের অনুগ্রহে বিশ্বাস নাই, শরীরের রূপলাবণ্য ও অসার; কিন্তু যে নারী ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলেন, তিনি প্রশংসনীয়া।

তাঁহার শ্রমের ফল তাঁহার হস্তগত হউক, তাঁহার আপনার কীর্ত্তি নগরদ্বারে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করুক।

৬ই ভাদ্র।

হে বধু, তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণ সম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর, তোমার নয়ন ক্রোধশূন্য হউক ; তুমি পতির কল্যাণকারিণী হও। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর। এই স্থানে সন্তান সন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর। তোমার মন প্রসন্ন ও লাবণ্য উজ্জ্বল হউক। তুমি বীরমাতা ও দেবানুরাগিণী হও। দাসদাসী ও পশুগণের মঙ্গল বিধান কর, তুমি শ্বশুরকে বশ কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় হও।

৭ই ভাদ্র।

অনিন্দ্য কুমারি, যৌবনের প্রারম্ভেই পরিণামদর্শী ও সত্যানুরাগী হইতে যত্ন কর। তোমার হৃদয়ের কমনীয়তা তোমার শারীরিক সৌন্দর্য্যকে উদ্দীপ্ত করুক। গোলাপ পুষ্পের সৌন্দর্য্য বিশুষ্ক হইলেও তাহার প্রতিদল যেরূপ সুগন্ধ বিস্তার করে, সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী দৈহিক রূপের অবসানে তোমার চরিত্র চারিদিকে সৌরভ বিকীর্ণ করিবে।

স্মরণ রাখিও, পুরুষের সমাধিকারিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পুরুষের লীলাসামগ্রী হইবার জন্য তোমার জন্ম হয় নাই।

সে রমণী কোন্ রমণী, যে পুরুষের হৃদয় জয় করে, যে পুরুষকে ভালবাসিতে বাধ্য করে, যে পুরুষের প্রাণে রাজত্ব করে?

ঐ দেখ সে নারী কুমারী সুলভ মনোহর লাবণ্যে দণ্ডায়মান। সরলতা ও পবিত্রতার দীপ্তি তাহার বদনমণ্ডলে, লজ্জাশীলতা তাহার কপোলদেশে।

ঐ দেখ তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত; তাঁহার চরণ নিরর্থক ভ্রমণ করিয়া সুখী হয়না।

তাঁহার পরিচ্ছদ কেমন পরিষ্কার অথচ আড়ম্বরশূন্য; তাঁহার আহার কেমন পরিমিত; নম্রতা ও বিনয় তাঁহার মস্তকের মুকুট। তাঁহার জিহ্বা সুমিষ্ট বচনের প্রস্রবণ। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় মধুবর্ষণ করে।

৮ই ভাদ্র।

সাধুতা তাঁহার সকল কথায়; নম্রতা ও সততা তাঁহার বাক্যের ভূষণ। ধৈর্য্য ও নম্রতা তাঁহার জীবনের উপদেশ; সুখ ও শান্তি তাঁহার জীবনের পুরস্কার। পরিণামদর্শিতা তাঁহার পদক্ষেপের অগ্রে গমন করে; ধর্ম্ম সর্ব্বদা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অনুসরণ করে, তাঁহার চক্ষু চারিদিকে কোমলতা ও প্রেম বিকীর্ণ করে, এবং বুদ্ধিমত্তা তাঁহার বদনে প্রতিভাত হয়।

দুশ্চরিত্র লোকের জিহ্বা তাঁহার নিকট মৌন হইয়া থাকে; তাঁহার পুণ্যের জ্যোতি দুশ্চরিত্রের নিকট বিদ্যুতের খর আভা উদ্গীরণ করে।

যখন পরের কুৎসা রটনায় প্রতিবেশীর রসনা ব্যস্ত হয়, তখন তাঁহার জিহ্বা নীরব থাকে, অথবা স্বীয় সাধুতার গুণে পরনিন্দা প্রচারের প্রতিবন্ধকতা করে।

তাঁহার বক্ষঃস্থল সাধুতার আবাস; অন্যের প্রতি সন্দেহ তথায় বাস করিতে পারেনা।

সে পুরুষ সৌভাগ্যবান, যে এমন রমণীর স্বামী; সে সন্তান ধন্য, যে এমন রমণীর গর্ভজাত।

তিনি যে গৃহের কর্ত্রী, সে গৃহে শান্তি বিরাজ করে; তিনি দাসীকে বিবেচনার সহিত আদেশ করেন ও সে আদেশ প্রতিপালিত হয়।

৯ই ভাদ্র।

তিনি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন। তাঁহার প্রাণ ব্রহ্মপদে ও হস্ত ব্রহ্মকার্য্যে নিরত হয়।

পারিবারিক সমস্ত চিন্তা তিনি সানন্দে নিজ মস্তকে ধারণ করেন। সৌন্দর্য্য ও পরিমিততা গৃহের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। সুশৃঙ্খলা সর্ব্বত্র বিরাজ করে।

তিনি সন্তানদিগের চরিত্র বাল্যকাল হইতে সুগঠিত করেন; তাঁহার চরিত্রের প্রতিভা তাহাদিগের চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করে।

তাঁহার মুখের বাক্য সন্তানদিগের বিধিস্বরূপ; তাঁহার চক্ষের ইঙ্গিতে তাহাদের দুর্দ্দমনীয় ভাব বশীভূত হয়।

তিনি অনুজ্ঞা করিতে না করিতে দাসদাসী ছুটিয়া যায়। আদেশ করিবামাত্র কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। দাসদাসী প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ; তাঁহার সদয়দৃষ্টি দাসদাসীর হস্তপদে অমিতবল সঞ্চার করে।

সুখেতে তিনি ফুলিয়া উঠেননা। দুঃখের কশাঘাত ধৈর্য্যের সহিত বহন করেন।

সেই পুরুষ সুখী, যে এমন রমণীকে সঙ্গিনী করিয়াছে; সেই সন্তান সুখী, যে এমন রমণীকে মা বলিতে সমর্থ হইয়াছে।

❋ ❋ ❋

১০ই ভাদ্র।

অনুতাপ ব্যতীত যথার্থ সাধনা হয়না। অনুতাপ সাধনার পূর্ব্বাঙ্গ।

❀ ❀ ❀ ❀

বিল্বমঙ্গল একজন ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান ও যৌবনকালে এক পতিতা নারীর প্রণয়ে আবদ্ধ ছিলেন। একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিল্বমঙ্গল সংকল্প করিলেন, সেদিন আর সে নারীর গৃহে যাইবেননা, কিন্তু নিশীথ সময়ে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেননা। শ্রাবণের ধারা ও ঘোর বাত্যাকে উপেক্ষা করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেই নিশীথ কালে ঘোর দুর্য্যোগে ঘাটে নৌকা পাইলেননা, নদীর খরস্রোতে একটী শব ভাসিয়া যাইতে ছিল, অগত্যা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়া, রমণীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহদ্বার রুদ্ধ; একটী সর্প দ্বারের উপর প্রাচীরের গর্ত্তে মুখ দিয়া লম্বমান ছিল, বিল্বমঙ্গল তাহাকে ধারণ করিয়া গৃহপ্রাঙ্গনে পড়িলেন; এবং নিদ্রিতা নারীকে জাগরিত করিলেন। তাহার প্রতি বিল্বমঙ্গলের এরূপ গভীর অনুরাগ দেখিয়া, সেই নারীর মনে ঘোর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, সে মুগ্ধ হৃদয়ে বলিল, "হা ধিক্, এই অনুরাগ ও আগ্রহ লইয়া যদি তুমি ভগবানকে ডাকিতে, তবে এতদিনে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতে।" এই বাক্য শেলের ন্যায় বিল্বমঙ্গলের হৃদয় বিদ্ধ করিল; তিনি ত্বরায় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

১১ই ভাদ্র।

কিছুদিন পরে বিল্বমঙ্গল একদিন বৃন্দাবনাভিমুখে যাইতে যাইতে শ্রান্ত হইয়া, কোন গ্রামের সমীপস্থ এক সরোবরতীরে তরুতলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন, এমন সময়ে এক বণিকের পত্নী জল আনয়নার্থ ঐ সরোবরে আগমন করিলেন। ঐ রমণী পরম রূপবতী ছিলেন। রমণী জল লইয়া প্রস্থান করিলে, বিল্বমঙ্গল তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন; বণিকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী বৈরাগী বেশধারী বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু আপনি এখানে উপবিষ্ট কেন?" তিনি বলিলেন, "আপনার গৃহিণীকে একবার দেখিতে চাই।" বণিক পত্নীকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া আনিলেন। বিল্বমঙ্গল দুইটী সূচিকা আনাইয়া সেই রমণীকে কহিলেন, "মা তুমি এই সূচিকা দুইটী দিয়া আমার চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করিয়া আমার এই পাপদৃষ্টিকে একেবারে নির্ব্বাণ করিয়া দাও। আমি তোমার পবিত্র মুখে নরকের দৃষ্টি ফেলিয়াছি।" অনেক অনুরোধের পর বণিকপত্নী তাহাই করিলেন। বিল্বমঙ্গল তদবধি অন্ধ হইয়া অসহ্য ক্লেশে বাস করিতে লাগিলেন।

১২ই ভাদ্র।

প্রাচীন কালে কোন ইউরোপীয় পর্ব্বত কন্দরে সেণ্টজেমস্ নামক এক তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও প্রবল ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইত, এবং তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞানে সমুচিত শ্রদ্ধাভক্তি করিত। একদা কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতি যুবক একত্র হইয়া পরামর্শ করিল, যে উক্ত যুবক তপস্বীর ইন্দ্রিয় সংযমের পরীক্ষা করিবে। এই স্থির করিয়া, তাহারা এক লজ্জাভয়বিহীনা নারীকে তাঁহার পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিল; ঐ নারী সায়ংকালে তাঁহার গিরিগুহার দ্বারে গিয়া প্রবেশ অধিকার প্রার্থনা করিল। তিনি প্রথমে বলিলেন তাঁহার নির্জ্জন গুহাতে স্ত্রীলোকের থাকিবার স্থান নাই; কিন্তু যখন দেখিলেন যে রাত্রি অধিক হইয়াছে, চারিদিকে হিংস্র জন্তু সকল চীৎকার করিতেছে, ঝঞ্ঝাবাতে স্ত্রীলোকটী দ্বারে দাঁড়াইয়া কম্পমান হইতেছে, তখন কৃপাপরবশ হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, এবং রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিল, সে কোন অনতিদূরবর্ত্তী এক আশ্রমের একজন তপস্বিনী, অন্য আশ্রমে যাইতে যাইতে পথে সন্ধ্যা হওয়াতে তাঁহার আবাসে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। সেণ্টজেমস্ তাঁহার গুহার বাহিরের প্রকোষ্ঠে তাহার শয়নের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিজ কন্দরে গিয়া শয়ন করিলেন। তিনি অকাতরে ও নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে ভয়ানক আর্ত্তনাদে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রমণীর নিকট গিয়া দেখেন, সে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

১৩ই ভাদ্র।

কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে তাহার এক প্রকার হৃদ্‌রোগ আছে, তাহাতেই সে মধ্যে মধ্যে এইরূপ অস্থির হইয়া পড়ে, এই সময়ে তাহার বক্ষঃস্থলে সবলে তৈল মর্দ্দন করিতে হয়; তপস্বী অগত্যা তাহার হৃদয়ে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। এরূপ কথিত আছে যে এই সময়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চিত্তের বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাতে ঐ তাপস নিজের প্রতি ক্রোধ করিয়া স্বীয় বামহস্ত নিকটবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া অপর হস্তে সেই নারীর শুশ্রূষায় রত থাকিলেন। ঐ নারী সেণ্টজেম্‌সের এই অদ্ভুত ইন্দ্রিয় সংযম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং আপনার সমুদয় ভাণ ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, এবং নিজ জীবনের সমুদয় পাপ স্বীকার করিয়া, তাঁহার নিকট ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইল।

এই ঘটনার কথা প্রচারিত হইলে পর ঐ তাপসের খ্যাতি চারিদিকে আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার প্রতি সকলের ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই তাপসের অধোগতি সূত্রপাত হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে বাস্তবিক দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইতে লাগিলেন; তিনি ক্রমে যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন।

১৪ই ভাদ্র।

এই সময়ে এক বণিক তাঁহার এক প্রাপ্তযৌবনা দুহিতাকে সেই তাপসের নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ বালিকার এক প্রকার রোগ ছিল, পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন মনে করিয়াছিলেন যে সে প্রেতগ্রস্ত হইয়াছে; সুতরাং এই আশায় তাহাকে তাঁহার নিকট আনা হইয়াছিল যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও মন্ত্রবলে তাহার প্রেতাবির্ভাব বিদূরিত হইবে। সেণ্টজেম্‌স প্রথম দিন সেই বালিকার জন্য অনেক প্রার্থনা করিলেন; তাহার শরীরে পূতবারি সিঞ্চন করিলেন, কিছুতেই তাহার চৈতন্য হইলনা; তখন বণিক কন্যাকে তাপসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া স্বীয় বিষয় কার্য্যে প্রস্থান করিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই বালিকা সুস্থ হইয়া উঠিল; সেই বালিকা সৌন্দর্য্যে বিখ্যাত ছিল, বৃদ্ধ তাপস আর সংযম রক্ষা করিতে পারিলেননা, তাঁহার ধর্ম্ম কলুষিত হইল; এই স্থানেই তাঁহার পাপের শেষ হইলনা, পাছে বালিকা তাঁহার দুষ্কৃতির কথা জনসমাজে প্রকাশ করে, এই ভয়ে তাহাকে হত্যা করিয়া তদীয় দেহ এক নদীতে নিক্ষেপ করিলেন।

১৫ই ভাদ্র।

এই শোচনীয় ঘটনার অব্যবহিত পরেই সেণ্টজেম্‌সের অন্তঃকরণে ঘোর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, তিনি অনুতাপের তীব্র কশাঘাতে বহুক্ষণ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, অবশেষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সেই গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর তাপস বেশ ধারণ করিয়া জনসমাজকে প্রতারিত করিবেননা। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি আপনার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে আপনার অনুষ্ঠিত পাপের কাহিনী বিবৃত করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল এক নির্জ্জন শ্মশানস্থিত মন্দিরে যাপন করিবেন স্থির করিলেন। তিনি আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য সপ্তাহে দুইবার কয়েক ঘণ্টার জন্য ঐ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিতেন, তদ্ভিন্ন দিবানিশি রুদ্ধদ্বারে অনুতাপে সময় কাটাইতেন। কোন মানবকে মুখ দেখাইতেননা। এইরূপে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অবশেষে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার অনুতাপক্লিষ্ট প্রাণ তাঁহার তপঃশুষ্ক দেহযষ্টিকে ত্যাগ করিয়া গেল।

১৬ই ভাদ্র।

সত্য ও সাধুতাকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া থাক।

❀ ❀ ❀ ❀

রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেই কেহ পণ্ডিত হয়না; ধর্ম্মের নিয়ম অবগত থাকিলেই কেহ ধার্ম্মিক হয়না।

❀ ❀ ❀ ❀

লোকে ত্যাগশীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অবলম্বন পূর্ব্বক রাগদ্বেষাদি ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল। যে ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন করে, তাহাকে ত্যাগশীল বলা যায়না।

১৭ই ভাদ্র।

চীনদেশীয় সাধু কংফুচ্ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়া ছিলেন, "তোমরা যাহা নও তাহা উপদেশ দিওনা, এবং যদি উপদেশ দেও তবে ত্বরায় তদনুরূপ হইতে চেষ্টা কর।" একবার ইংলণ্ডে কোনও বক্তা সাধারণ লোক দিগের নিকট সুরাপানের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ইংলণ্ডে লোকে সুরাপান করিয়া যেরূপ দুরবস্থায় পড়ে তাহা যখন বক্তা বর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন যেন তাঁহার মুখে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল যে তাহারা আর কখনও সুরাপান করিবেনা। বক্তা বক্তৃতা করিতে করিতে বলিলেন, "পরিমিত সুরাপান করাও অনুচিত।" এই কথা বলিতে গিয়া তাঁহার স্মরণ হইল যে তিনিও পরিমিত সুরাপান করেন। ইহা স্মরণ হইবামাত্র তিনি বলিতে লাগিলেন "তোমরা শুন আমিও পরিমিত সুরাপান করিয়া থাকি, কিন্তু আজ তোমাদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর কখনও পরিমিত সুরাও পান করিবনা।"

১৮ই ভাদ্র।

নরনারী যখন পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন, তখন তাঁহারা পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, ধর্ম্মে, অর্থে, ভোগে তোমাকে অতিক্রম করিবনা। প্রতিজ্ঞার এই অংশটুকু উচ্চারণ করিতে এক মুহূর্ত্তও লাগেনা, এবং যে ভাবের আবেগে এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়, সে আবেগও দীর্ঘকাল থাকেনা; নববিবাহিত দম্পতি গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, নবানুরাগজাত আবেগ ও উচ্ছ্বাস শান্তভাব ধারণ করে। তখন উভয় স্কন্ধ একত্র করিয়া সংসার ভার বহন করিবার দিন আসে; কিন্তু আবেগ ও উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হয় বলিয়া কি এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব হ্রাস হইয়া যায়? তাহা নহে। সাধুপ্রকৃতির উপরে এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব চিরদিন সমান থাকে। তাঁহারা প্রেমের সরসতার অবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সংসারের সুখ, দুঃখ, সরসতা, নীরসতা সকল অবস্থাতেই সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। এমন কি দম্পতির মধ্যে যদি একজন প্রতিকূলতাচরণ করেন, যদি কর্কশ বাক্যে হৃদয়কে বিদ্ধ করেন, অথবা পরুষ ব্যবহারে মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করেন, তথাপি ধার্ম্মিক পতিপত্নী ধর্ম্মে, অর্থে, ভোগে, অপরকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেননা। একদিনের সঙ্কল্প যখন চিরদিনের বাধ্যতার দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনই আমরা মানব চরিত্রের মহত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকি।

১৯শে ভাদ্র।

প্রাচীন ঋষি বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি; আমাদের মধ্যে নিরাকরণ না থাকুক।" এইরূপে প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রেমিক আত্মা বলিয়া থাকেন, আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। একদিন কোন শুভ মুহূর্ত্তে এপ্রকার সঙ্কল্প হৃদয়ে উদিত হওয়া ও এরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ করা, কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তের সঙ্কল্পকে চিরদিন হৃদয়ে ধারণ করা এবং তদ্দ্বারা সমগ্র জীবনের সমুদয় কার্য্যকে নিয়মিত ও শাসিত করা অতীব কঠিন।

২০শে ভাদ্র।

এক ধনীব্যক্তি একবার এক নবপ্রাপ্ত রাজ্য অধিকার করিয়া দূরদেশে গেলেন। যাইবার সময় তাঁহার ভৃত্যদিগকে নিকটে ডাকিয়া প্রত্যেককে এক এক শত মুদ্রা দিলেন এবং বলিলেন "যাও যতদিন আমি না ফিরিয়া আসি ততদিন এই টাকা কাজে লাগাও।" পরে যখন তিনি নূতন রাজ্য অধিকার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি সেই সকল ভৃত্যকে নিকটে ডাকিবার জন্য আদেশ করিলেন, তিনি জানিতে চাহেন তাহারা তাঁহার টাকা খাটাইয়া কে কত লাভ করিয়াছে। প্রথম ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "প্রভো আমি আপনার শত মুদ্রা খাটাইয়া সহস্র মুদ্রা করিয়াছি।" ধনী বলিলেন, "বেশ করিয়াছ, তুমি আমার উপযুক্ত ভৃত্য; যেহেতু তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বাসীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছ অতএব তুমি দশটী নগরের কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "প্রভো, আপনার শত মুদ্রা পাঁচশত মুদ্রা হইয়াছে।" ধনী বলিলেন, "তুমি পাঁচটী নগরের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।" আর একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "প্রভো, দৃষ্টিপাত করুন এই আপনার শত মুদ্রা; আমি ইহা কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, কারণ আমি জানি আপনি বড় শক্ত লোক; আপনি যাহা রাখেন নাই তাহা লইতে চান।"

২১শে ভাদ্র।

ধনী বলিলেন, "তোমার কথা অনুসারেই আমি তোমার বিচার করিব। তুমি জানিতে আমি কড়া লোক। আমি যাহা রাখি নাই তাহা লইতে চাই, যাহা বপন করি নাই তাহা কর্ত্তন করিতে চাই, তবে কেন তুমি আমার টাকা সুদে খাটাইলেনা? তাহা হইলেত আমি অন্ততঃ সুদটা পাইতাম।" ইহা বলিয়া নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে আদেশ করিলেন, ইহার নিকট হইতে ঐ শত মুদ্রা কাড়িয়া লও। যে ব্যক্তি শত মুদ্রাকে সহস্র করিয়াছে, তাহাকে ঐ মুদ্রা দাও।" তখন তাহারা বলিল "প্রভো তাহারত সহস্র মুদ্রা আছে।" তখন তিনি বলিলেন, "আমি বলিতেছি শ্রবণ কর; যে রাখিতে জানে তাহাকেই দেওয়া হইবে, যে রাখিতে জানেনা, তাহার নিকট যাহা আছে তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে।"

২২শে ভাদ্র।

যদি বিকলাঙ্গ বিমনা ও চিরদারিদ্র্যের সহচর না হও, তবে হে পুরুষ, কোন নারীরত্নকে আপনার পত্নীত্বে গ্রহণ কর; বিবাহিত হও এবং মনুষ্য সমাজের বিশ্বাসী ভৃত্যের কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ধীরভাবে চিন্তা কর। তোমার ও তোমার ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের সুখ তোমার নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিতেছে।

যে নারীর সময় পরিচ্ছদের পারিপাট্যে, অলঙ্কারের সজ্জায় ও বিলাসের লীলারসে অতিবাহিত হয়, যে আপনার লাবণ্যে আপনি মোহিত হয় এবং আপনার প্রশংসাবাদ শ্রবণের জন্য সর্ব্বদা লোলুপ থাকে, যাহার পদদ্বয় ক্ষণকালও পিতার গৃহে বিশ্রাম করেনা, যদি তাহার বদন শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর হয়, তথাপি তোমার চক্ষু তাহার সৌন্দর্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হউক, তোমার পদ তাহার অনুসরণ হইতে বিরত হউক। তোমার আত্মা যেন এ প্রলোভনে আকৃষ্ট না হয়।

যে রমণীর হৃদয় কোমল, প্রকৃতি নম্র, মন উন্নত, গঠন মনোরঞ্জক, আত্মা ধর্ম্মপ্রবণ, তাহাকে আপন গৃহের ভূষণ কর। সেই রমণী তোমার বন্ধু হইবার উপযুক্তা, তোমার জীবনের সহচারিণী হইবার যোগ্যপাত্রী এবং তোমার হৃদয়ের স্ত্রী হইতে সমর্থা।

২৩শে ভাদ্র।

পত্নীকে ঈশ্বরের দাসী জানিয়া প্রীতি কর; সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার প্রিয় হইতে যত্ন কর।

তিনি তোমার গৃহকর্ত্রী; অতএব সর্ব্বদা তাঁহাকে সম্মান কর। কিঞ্চিন্মাত্র অসম্মানের চিহ্ন প্রকাশ পাইলে ভৃত্যগণ আর তাঁহার আজ্ঞা মান্য করিবেনা। নিরর্থক তাঁহার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিওনা, তিনি তোমার দুঃখের সঙ্গিনী, তাঁহাকে তোমার সুখেরও সঙ্গিনী কর।

তাঁহার দোষ দেখিলে মৃদুভাবে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা কর। বলপূর্ব্বক তাঁহাকে তোমার বশীভূত রাখিতে যত্ন করিওনা।

তোমার গুপ্তকথা তাহার বক্ষঃস্থলে ঢালিয়া দেও; সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পরামর্শ প্রাণের মর্ম্মস্থান হইতে নির্গত হয়। অতএব তোমার কল্যাণ ভিন্ন তুমি তাহাতে কখনই প্রবঞ্চিত হইবেনা। সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বিশ্বাসী থাক।

যখন ক্লেশে ও রোগে তাঁহাকে আক্রমণ করে, তোমার কোমলতা দ্বারা তাঁহার যন্ত্রণা দূর কর। দশ জন চিকিৎসকে যাহা করিতে পারেনা, তোমার একটী প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি তাহা করিতে সমর্থ হইবে।

২৪শে ভাদ্র।

পত্নীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। অতএব তাঁহার ধর্ম্মোন্নতির জন্য প্রাণ দিয়া খাটিবে। পতি পত্নীর মধ্যে যদি ধর্ম্মভাব স্থাপিত হয়, তাহা হইলে কোন কলুষিত ভাব আসিয়া এই পবিত্র সম্বন্ধকে কলঙ্কিত করিতে পারিবেনা।

রমণী সমাজ-স্থিতির নঙ্গর স্বরূপ। অতএব পত্নীকে সামাজিক কোন বিষয়ে অবরুদ্ধ রাখিওনা। রমণী সমাজের মেরুদণ্ড। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে সমাজ দণ্ডায়মান থাকে, তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গে সমাজ অবনত হয়।

২৫শে ভাদ্র।

কোন গৃহস্থ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহে পদার্পণ মাত্র শিশুসন্তানগুলি চারিদিকে আসিয়া ঘেরিল। যাহার যাহা বলিবার ছিল বলিল, যাহার যাহা দিবার ছিল দিল। কোন শিশু একটী ফল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা পিতার হস্তে দিল। কেহ বা একটী পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিল, কেহবা একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা অর্পণ করিল। ইহার মধ্যে একটী এক বর্ষ বয়স্ক শিশু চলিতে অসমর্থ, সে জানু পাতিয়া লুঠিতে লুঠিতে পড়িতে পড়িতে পিতার চরণে উপনীত হইল; পিতার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল, এবং একখণ্ড ইষ্টক পিতার হস্তে দিয়া অপরিস্ফুট ভাষায় আহারের জন্য অনুরোধ করিল। সে দ্রব্য যে পিতার উপযোগের যোগ্য নয় অবোধ শিশু তাহা বুঝিলনা। গৃহস্থ সহাস্য বদনে সকল সন্তানের আনীত দ্রব্য লইলেন। তাহার কোনটীই তাঁহার উপযুক্ত নয়, তথাপি সকলের প্রদত্ত বস্তু লইয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ঈশ্বরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের এইরূপ সম্বন্ধ। যেন পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিক হইতে সুসভ্য অসভ্য সকল সম্প্রদায় তাঁহার জানুর চারিদিক ঘিরিয়াছে। যাহার যেরূপ সেবা দিবার ক্ষমতা আছে, যে যাহা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে, সকলে দিতেছে; কেহ কেহ জানু পাতিয়া লুঠিতে লুঠিতে পিতার চরণে আসিয়া অতি অযোগ্য সেবা গ্রহণের অনুরোধ করিতেছে। তিনি সকলের সেবা সমানভাবে লইতেছেন।

২৬শে ভাদ্র।

রোমান কাথলিক ধর্ম্মসমাজে এই প্রথা আছে যে, যে সকল ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ ও নারী অবিবাহিত থাকিয়া চিরজীবন ধর্ম্মালোচনা পবিত্র জীবন যাপন ও মানবসেবায় অর্পণ করেন, সেই সকল ধর্ম্মাত্মাদিগের মধ্যে যাঁহারা আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ অগ্রসর বলিয়া পরিগণিত হন, তাঁহাদিগকে সেণ্ট নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে ইহারা যেন হৃদয়ের অপবিত্র বাসনা কোন মতেই বিদায় করিতে পারিতেননা। তাঁহারা এই দেহকে ধর্ম্ম সাধনের বিরোধী মনে করিয়া ইহাকে যে কি ঘোর যাতনায় নিক্ষেপ করিতেন, তাহা পাঠ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হৃদয়ের যে ভাব তাঁহারা ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল মনে করিতেন, তাহা দমন করিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দেখিয়া বিস্ময়ে হৃদয় স্তব্ধ হয়, অপর দিকে তাঁহাদের ঘোর যাতনার কথা স্মরণ করিলে মন ক্লিষ্ট হয়। কেহ কেহ জ্বলন্ত অগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিয়াছেন, কেহ কশাঘাতে দেহ রক্তাক্ত করিয়াছেন, কেহ কেহ অপর শত প্রকারে দেহকে যাতনা দিয়া শারীরিক উত্তেজনাকে দমন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ নামক এক তাপস দারিদ্র্যকে স্বীয় প্রণয়িণীরূপে বরণ করিয়াছিলেন। ইনি একদা পীড়িত হইয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থাক্রমে মাংসের সূপ পান করিয়াছিলেন। সূপ পান করিবার অব্যবহিত পরক্ষণে ফ্রান্সিস্ এমন তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধ হন, যে তিনি আর স্থির থাকিতে

পারিলেননা। আপনার গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া একজন শিষ্যকে দরিদ্রগণের কুটিরে কুটিরে পরিভ্রমণ করাইতে বাধ্য করিলেন এবং তাহাদের নিকট এই কথা বলিতে লাগিলেন, "আমি ঈশ্বর সমীপে দারিদ্র্যকে পত্নীরূপে স্বীকার করিয়াও যে মাংস তোমাদের ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য আমার দান করা উচিত ছিল তাহা এই তুচ্ছ দেহরক্ষার জন্য নিয়োগ করিয়াছি। অতএব তোমরা এই অধমকে যথাযোগ্য শাস্তি দাও।"

২৭শে ভাদ্র।

এই সকল সাধকগণের জীবনে দেখা যায় যে, যে সকল কামনা ও কল্পনা গৃহীব্যক্তিগণের হৃদয়ে একবারও উদয় হয়না; ইঁহাদিগকে হৃদয়ের সেই সকল ভাব দূর করিতে কি দুর্দ্ধর্ষ আয়াস ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে! ইহার কারণ কি?

ইহার প্রথম কারণ বোধ হয়, এই যে ইঁহাদের হৃদয় এমন সুকুমার যে, যে সকল ভাব অপর কেহ পাপ বলিয়াই মনে করেননা ইঁহারা তাহার সংস্পর্শেও আপনাদিগকে কলুষিত বোধ করিতেন। দ্বিতীয় কারণ এই, ভীতব্যক্তির নিকটেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। একই দৃশ্য ভীত ও সাহসীর নিকট উপস্থিত হইলে, দুই প্রকার ফল উৎপন্ন করে। রাত্রিকালে যে পথে যাইতে ভীরু ব্যক্তি বিবিধ বিভীষিকা দেখিয়া ত্রাসে বিহ্বল হন, সাহসী ব্যক্তি তাহার মধ্য দিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে গমনাগমন করেন; এইজন্য যাহারা অপবিত্রতা স্পর্শভয়ে সংসার হইতে দূরে পলায়ন করে, তাহাদের হৃদয়েই অপবিত্র কামনার প্রকোপ অধিক। তৃতীয় কারণ এই মানব প্রকৃতিতে কৌতূহল অতি প্রবল। যাহা জানা নাই, তাহা জানিতেই মানবমনের স্পৃহা আছে, ইহার উপর যদি স্বাধীনতা হরণ করা যায়, তবে তৎপ্রতি মনের আকর্ষণ আরও অধিক হয়; এইজন্যই নিষিদ্ধ পথে গমন করিতে মানব মনের গতি দেখা যায়। ঐ যে পার্থিব সুখ যাহা জীবনকে এমন মধুময় করে তাহা গৃহীব্যক্তির জন্য; তোমার জন্য নয়। ধর্ম্মসমাজের এই কঠোর আদেশই সন্ন্যাসীগণের হৃদয়ে উহা

পাইবার জন্য প্রবল লালসা জন্মাইয়া দিয়াছে। নিষিদ্ধ বলিয়াই সংসারত্যাগী ব্যক্তির হৃদয়ে সাংসারিক সুখের প্রলোভনের প্রকোপ এত প্রবল। এই জন্যই ঐ সকল বাসনা দমন করিবার জন্য ইঁহাদের মনের শক্তি এত নিয়োগ করিতে হইয়াছে, এবং ইচ্ছা শক্তি প্রবল রিপুকুলের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া বার বার আহত হইয়াছে। কারণ মনের অসাধু বাসনার উদয় মাত্র, তাহাকে বজ্রদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি দ্বারা বাতাহত তরুর ন্যায় ধূলিশায়ী করা সক্রেটিস্ ও বুদ্ধের ন্যায় দুর্জ্জয় কর্ত্তৃত্বশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়।

২৮শে ভাদ্র।

মনের আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত বিষয়ে স্থাপন, সৎবিষয় ও সাধু চিন্তায় হৃদয়ের অনুরাগ অনুক্ষণ ব্যাপৃত রাখা, ইহাই হৃদয়ের নিকৃষ্ট বৃত্তি দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। এই সকল সাধক তাহা ভুলিয়া গিয়া মনের সকল শক্তি একটী বিশেষ রিপুদমন করিতে নিযুক্ত রাখেন বলিয়া ও দৃষ্টি সর্ব্বদা তৎপ্রতি বদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে এমন অস্বাভাবিক যাতনা ভোগ করিতে হয়, এবং গৃহীরা যে সকল রিপু সর্ব্বদাই দমন করেন, তাহারা দুর্জ্জয় শক্তিতে তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হয়।

বিধাতা ধর্ম্মকে সংগ্রামের মধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন। শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই যাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান, এবং যিনি তাহার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়কে আলিঙ্গন করেন, তিনিই ধর্ম্মপরায়ণ। বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তয়েব ধীরাঃ। বিকারের কারণ থাকিতেও যাঁহাদের চিত্তবিকার প্রাপ্ত হয়না তাঁহারই ধীর। সংগ্রাম ব্যতীত ধর্ম্ম হয়না; প্রলোভন ও পরীক্ষাতে বেষ্টিত হইয়াও যিনি ধর্ম্ম ও পবিত্রতাকে জয়যুক্ত রাখেন, তিনিই ধার্ম্মিক। যাঁহার হৃদয়ে শ্রেয় ও প্রেয় এতদুভয়ের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম নাই, তিনি ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা জানেননা। স্বাধীনতাই প্রেমের মূল্য। ঈশ্বর ক্রীতদাসের ভয়ভীত প্রেম চাহেননা, কিন্তু স্বাধীন জীবের উন্মুক্ত প্রেম চাহেন। সংগ্রামের মধ্যেই প্রেমের বিকাশ। এই জন্যই আমরা সংগ্রামবিহীন মানসিক অবস্থার আকাঙ্ক্ষা করিনা। আমরা নিষ্ক্রিয় শান্তির প্রার্থী নহি কিন্তু

সংগ্রামের মধ্যে শান্তির প্রার্থী। সুদক্ষ অশ্বারোহী যেমন উত্তেজিত অশ্বের উপর দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট থাকেন; আমাদিগকে তদ্রূপ সকল প্রকার প্রলোভনের মধ্যে শুভসঙ্কল্পে সুদৃঢ় থাকিতে হইবে। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিধি এই যে সংগ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রেমের সাক্ষ্য দিতে হইবে, সংগ্রামেই বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হইবে, সংগ্রামের মধ্যেই শান্তিলাভ করিতে হইবে।

২৯শে ভাদ্র।

একদিন গভীর রজনীতে গৃহস্থগণ যখন অকাতরে নিদ্রিত, তখন হঠাৎ গগণমণ্ডলে মেঘের সঞ্চার হইয়া প্রবল ঝড় হইল। কোন সামান্য পর্ণকুটীরে এক দরিদ্রা নারী তিনটী শিশু সন্তান লইয়া নিদ্রিত ছিল। হতভাগিনী জাগরিত হইয়া দেখে যে তুমুল ঝড়ে মেদিনী আন্দোলিত হইতেছে; বৃক্ষ সকল উন্মূলিত হইয়া পড়িতেছে, নিবিড় অন্ধকার জল স্থল আবরণ করিয়াছে এবং তাহার কুটির খানি পতনোন্মুখ হইয়াছে। তখন সে অবিলম্বে সে গৃহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া, অগ্রে স্বীয় অঞ্চল দ্বারা বদ্ধ পরিকর হইল এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া ও অপর দুইটীকে নিজ অঞ্চল ধরিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে পথ নির্ণয় করা কঠিন। খানা খন্দ জলে পূর্ণ হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে; বিদ্যুতের নিমেষ আলোক পথ প্রদর্শনে সহায়তা না করিয়া বিপথেই লইয়া যাইতেছে, এই অবস্থায় স্ত্রীলোকটী সুপথ হইতে বিপথে, বিপথ হইতে সুপথে এইরূপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। ইতিমধ্যে একটী সন্তানের হস্ত অঞ্চল হইতে খুলিয়া গেল। রমণী তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিল, কিন্তু সে অন্ধকারে অন্বেষণ করে কে? একবার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। অন্ধকারে হস্তপরামর্শ দ্বারা এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাহার তত্ত্ব পাওয়া গেলনা।

৩০শে ভাদ্র।

সন্তানটী নিশ্চয় জননীর নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল, কিন্তু বায়ু তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে দিলনা। মাতা অবশেষে নিরাশ হইয়া অবশিষ্ট সন্তান দুইটীকে লইয়াই অগ্রসর হইলেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, দ্বিতীয় সন্তানটীও আর অধিকক্ষণ মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলনা। ঝড়ের প্রতাপ যতই বাড়িতে লাগিল, শিশুটী ততই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; অবশেষে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সেটীও জননীর অঞ্চলচ্যুত হইল। মাতা আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেবারকার যত্ন ও বিফল হইল। সেটীও বায়ুবেগে নীত হইয়া কোথায় গিয়া পড়িল; আর তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেলনা। অবশেষে জননী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশুকে লইয়া এক গৃহস্থের ইষ্টক নির্ম্মিত ভবনে গিয়া উপনীত হইলেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা একটী উপদেশ প্রাপ্ত হই। সে উপদেশ এই যে সন্তান দুইটী মাতাকে ধরিয়া ছিল, তাহারা বিপদ কালে রক্ষা পাইলনা; কিন্তু মাতা যাঁহাকে ধরিয়া ছিলেন সেই রক্ষা পাইল। ভক্তিরাজ্যেও দুইশ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। একশ্রেণীর লোক ঈশ্বরকে ধরিয়াছেন, অপর শ্রেণী ঈশ্বর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর লোক আপনাদের মুক্তির জন্য প্রধানতঃ আপনাদেরই উপর নির্ভর করেন। তাঁহারা যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন বা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করেন, তাহা আপনাদের গৌরবের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মসাধন করিয়া তাঁহারা

আপনাদের পৌরুষ বুদ্ধি দ্বারা স্ফীত হন। দুর্ব্বলতা বশতঃ পতিত হইলে, তাহা হইতে উদ্ধার হইবার জন্য নিজেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

৩১শে ভাদ্র।

ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধিকৃত লোকের লক্ষণ অন্য প্রকার। সেরূপ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ যাহা কিছু করেন, তাহার মধ্যে গৌরবের বস্তু কিছুই দেখিতে পাননা; সত্যের জয় ও সাধুতার রক্ষা বিষয়ে তাঁহার অনন্ত আশা। কিন্তু সে আশা নিজের দিকে চাহিয়া নয়; কিন্তু ব্রহ্মকৃপার দিকে চাহিয়া। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে তাঁহার অটল বিশ্বাস থাকাতে পুণ্যের প্রতিও তাঁহার অটল আস্থা। তিনি পূর্ণ প্রীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইবার বাসনা করেন, এবং তাঁহারই কৃপাতে বিশ্বাসী হওয়াতে সকল প্রকার সৎকার্য্যে সাহসী হন। তিনি ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করেন বলিয়া যে আলস্য অবলম্বন করেন তাহা নহে; বরং প্রফুল্লচিত্তে চতুর্গুণ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তিকে যদি জগতের দিক হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় যেন তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেরই উপরে নির্ভর করিতেছেন, নিজের সমুদয় শক্তিকে যথাসাধ্য নিয়োগ করিতেছেন, নিজ চেষ্টারই গুণে কৃতকার্য্য হইবেন এরূপ আশা করিতেছেন; কিন্তু ঈশ্বরের দিক হইতে দেখিলে বোধ হয় যে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কৃপারই উপরে নির্ভর করিতেছেন। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি, নিজের সদ্‌গুণাবলী, নিজের পৌরুষ এই সকলের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই।
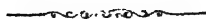
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, পতঙ্গ আসিয়া কিরূপে তাহাতে আপনাকে আহুতি দেয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। গৃহের ভিতর প্রদীপটী জ্বালা হইল, অমনি কোথা হইতে পতঙ্গ আসিয়া চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুড়িবার পথ দেখিতে লাগিল; আমরা বাধা দি, ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া দি, আবার ঘুরিয়া আসে, আবার ধরিয়া জানালার বাহিরে দিলাম ভাবিলাম আর আসিবেনা, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিল এবার ধরিয়া অনেক দূর লইয়া ছাড়িয়া দিলাম, এবারও আসিল, আসিয়া একেবারে অগ্নিতে পড়িল, আর কেহ বাধা দিতে পারিলনা। ডানা দুটী পুড়িল, প্রাণটী বাহির হইল, পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। একি ব্যাপার! এর কি আকর্ষণ? পুড়িয়া যায় তবু ছাড়েনা! এর কি যাতনা নাই? যন্ত্রণার কি আবার প্রলোভন আছে? মৃত্যুর কি আবার আকর্ষণ আছে? দেখিতে পাই সকল জন্তুরই মৃত্যুভয় আছে, কিন্তু এই পতঙ্গ দেখি সে ভয়কে অতিক্রম করিয়াছে।

ধর্ম্মজগতেও ইহার অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, যখন জ্বলন্ত হুতাশন সমান পরমেশ্বরের আবির্ভাবে পাপী পুড়িয়া মরে সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। সাধুরা ঈশ্বরকে পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও সুস্নিগ্ধ বলিয়াছেন; একথা সাধুর পক্ষে ঠিক হইতে পারে, কিন্তু পাপীর পক্ষে যে নয়। পাপী যখন সংসারের দিক হইতে পাপের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার দিকে তাকায়, তখন দেখে তিনি ভীষণানাং ভীষণং সেই দিন হইতে পাপীর ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র, স্বার্থপর, পাপের অধীন জীবন মরিতে থাকে পুড়িতে থাকে। পাপীর যখন পাপজীবন যায় তখন সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদে, অনেক দিন সে পাপ করিয়া আসিতেছে, এতদিন কেহ তাহার পাপ জীবনের

ছবি পাতা উল্টাইয়া দেখায় নাই, এতদিন সে পাপ জীবনের পরিণাম চিন্তা করে নাই। ঈশ্বর কৃপায় যখনই তাহার দৃষ্টি অতীত জীবনের দিকে পড়িল, অমনি সে হঠাৎ দেখিল যে, তাহার আত্মা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত স্রোতে ভাঁসিতেছে, তাহা গলিত কুষ্ঠের আকার ধারণ করিয়াছে। তখন সে দেখিল, পূর্ব্বে যে সকল চিন্তা ও ভাব কখনও তাহার প্রাণে উদিত হয় নাই, সেই সকল ভাব উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণকে ক্লিষ্ট করিতেছে। পাপী সাধুদের মুখে শুনিয়াছিল যে, ঈশ্বরের মুখ হইতে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বাহির হয়, কিন্তু সে যেই মুখ ফিরাইল, দেখিল জ্বলন্ত বহ্নি। যেই চক্ষে চক্ষে দেখা হইল, অমনি পাপী মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া বলিল, "প্রভু, তোমার অই ভীষণাণাং ভীষণং মুখ আমাকে দেখাইওনা" সকলে তখন তাহাকে বলে "ওরে হতভাগ্য, তোর যখন ঈশ্বরের ঘরে গিয়া এত যাতনা, তবে কেন তুই আর ওখানে থাকিস্? তুই পলায়ন কর্ আবার সংসারে আয়।" কিন্তু পাপী সে কথায় কর্ণপাত করেনা; সে মর্ম্মের যাতনায় মরিয়া যায়, হৃদয়ের অগ্নিতে দগ্ধ হয়, তবুও ঈশ্বরের গৃহ ছাড়িতে চায়না। জগতের লোক ঈশ্বরের গৃহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যখন অগ্রসর হয়, তখন সে জগৎ জননীর দিকে চাহিয়াই বল ভিক্ষা করে, বলে "পতিতপাবন, ওই সংসার আমাকে আবার ধরিয়া লইয়া যায়।"

পতঙ্গের সহিত এই তুলনা; কিন্তু প্রভেদ এই যে পতঙ্গ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু এই ব্রহ্মাগ্নিতে পুড়িলে মৃত্তিকার বস্তু স্বর্ণে পরিণত হয়; পৃথিবীর পাপী পুড়িয়া স্বর্গের দেবতা হইয়া বাহির হয়। সাধুদের মধ্যে এই ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ প্রায়ই দেখা গিয়াছে।
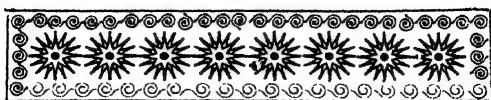
১লা আশ্বিন।

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে সূর্য্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে স্বর্গ ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্রি, পক্ষমাস, ঋতু ও বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে নদী সকল শ্বেতপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

এই অক্ষয় পুরুষকে কেহ দেখে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রবণ করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে চিন্তা করিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলের বিষয়ই চিন্তা করেন; কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। আকাশ এই অক্ষয় পুরুষে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

যে এই অক্ষয় পুরুষকে না জানিয়া এ পৃথিবী হইতে বিদায় লয় সে অতি কৃপাপাত্র। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তিনি ব্রাহ্মণ।

২রা আশ্বিন।

যাহা দ্বারা আমি অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

❀ ❀ ❀ ❀

একবার এক মুক্তা ব্যবসায়ী উৎকৃষ্ট মুক্তার অন্বেষণে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পারস্য উপসাগরের উপকূলস্থিত ধীবর পল্লীতে উপস্থিত হইল। এক ধীবরের কুটীরে প্রবেশ করিয়া সে তাহার নিকট এক অপূর্ব্ব মুক্তা দেখিতে পাইল; সেরূপ বৃহৎ ও মূল্যবান মুক্তা সে ব্যক্তি আর কখনও দেখে নাই; সুতরাং মুক্তাটী দেখিবামাত্র তাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে ধীবর এত অধিক মূল্য চাহিল, যে তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় না করিলে সে মূল্য সংগ্রহ হয়না। মুক্তা ব্যবসায়ী তাহাই স্বীকার করিল; আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ধীবরের নিকট উপস্থিত হইল; এবং মূল্য দিয়া মুক্তা গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে গৃহে গেল।

একদা একজন শ্রমজীবী ভূমি খনন করিতেছিল। এমন সময়ে তাহার কোদালের মুখে কি একটা কঠিন পদার্থ ঠেকিল। কোদাল উঠাইবামাত্র সে একটা উজ্জ্বল ও দীপ্তিশালী কি পদার্থ দেখিতে পাইল। সে তখন দ্বিগুণ উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত আরও খনন করিতে লাগিল, এবং চারিদিকের মাটী চাপা দিয়া রাখিল, কাহাকেও কিছু বলিলনা; অবশেষে ক্ষেত্রস্বামীর নিকটে গিয়া, সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ক্ষেত্রস্বামী

যে মূল্য বলিলেন, তাহা সে ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় না করিলে উঠেনা। সে ব্যক্তি আর কালহরণ না করিয়া নিজের পৈত্রিক গৃহ তৈজসপত্র যাহা কিছু ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিল। অর্থ সংগৃহীত হইলে সে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঐ ভূমি ক্রয় করিল। সর্ব্বস্ব যে গেল তাহাতে তাহার দুঃখ নাই; তাহার মনে এই সন্তোষ, যে সে অল্প মূল্যে বহুমূল্য পদার্থ পাইল।

৩রা আশ্বিন।

কোন গৃহস্থের দুইটী পুত্র আছে। গৃহস্থ ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া পুত্র দুইটীকে আহ্বান করিলেন। পিতার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্যবদনে পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইল। গৃহস্থ সর্ব্বপ্রথমে প্রথম সন্তানকে একটী কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। সন্তান পিতার আদেশ শুনিবামাত্র সে কার্য্যে গেলনা কিন্তু কেন একাজ করিব, করিয়া ফল কি? যদি ভাল করিয়া করিতে পারি তুমি আমাকে কি পুরস্কার দিবে? ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। পিতা কহিলেন "নির্ব্বোধ বালক, তুমি আমাকে প্রশ্ন কর কেন? তুমি যদি আমার সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমাকে কি দেওয়া উচিত তাহা আমার বিবেচনার ভার; আমি কি দিই না দিই তোমার সে প্রশ্নে প্রয়োজন নাই। তোমাকে যখন কার্য্য করিতে বলিতেছি, তুমি তাহাতে অগ্রসর হও।" পিতার এই উক্তিতে সেই পুত্রের মন তৃপ্ত হইলনা; অবশেষে পিতা নিশ্চয় ধনরত্ন দিবেন, এই আশা করিয়া কার্য্যে গমন করিল। তখন গৃহস্থ দ্বিতীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া আর একটী কার্য্যের আদেশ করিলেন; সে পিতার বড় অনুরক্ত সে কেবল একবার পিতার প্রেমপূর্ণ আনন্দবিকশিত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যে ধাবিত হইল। কার্য্য শেষ হইলে উভয়ে স্বীয় স্বীয় কার্য্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত পিতার নিকট উপস্থিত হইল।

৪ঠা আশ্বিন।

প্রথম পুত্রটী আসিয়া বলিল "এইত তোমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিলাম; কই আমাকে কি পুরস্কার দিবে দাও।" গৃহস্থ তাহাকে কিছু দিলেননা। দ্বিতীয় পুত্রটী যখন আসিল, সে কেবল আনন্দে স্বীয় কৃত কার্য্যের বিবরণ পিতার গোচর করিল; তাহার যে কোনপ্রকার পুরস্কারের ইচ্ছা আছে, এরূপ বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া গেলনা। সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল "যেরূপে একার্য্য করিলে তোমার ইচ্ছানুরূপ হইত তাহা কি হইয়াছে?" গৃহস্থ প্রসন্নচিত্তে বলিলেন "হাঁ।" তাহাই সে যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিল। ইতিমধ্যে এক বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেই বালক আপনার অঙ্গের আচ্ছাদনবস্ত্রের যে দিকে হাত দেয়, সেই দিক হইতেই কতকগুলি মহামূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয়। একটীর আবিষ্কার না করিতে করিতে আর একটী লক্ষিত হয় এবং তাহার বিস্ময় দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। সে যখন অন্যমনস্ক হইয়া পিতার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতেছিল, তখন কে সেইগুলি তাহার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে। কে বাঁধিয়া দিল? কোথা হইতে আসিল? বালক কিছুই নিরূপণ করিতে পারিল না। বালক নিরূপণ করিতে না পারুক সে কার্য্য তাহার পিতারই। তিনিই সন্তানের অজ্ঞাতসারে তাহার অঞ্চলে সেই সকল মহামূল্য রত্ন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম পুত্রের প্রতি বিপরীত ব্যবহার তাহারত কিছু লাভ হইলনা বরং যাহা তাহার অঞ্চলে ছিল, অন্বেষণ করিয়া দেখে, তাহাও নাই।

৫ই আশ্বিন।

গৃহস্থের এই দুই পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্বন্ধেও দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। কতকগুলি লোক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার পূর্ব্বে তাহাতে লাভ কি তাহা অন্বেষণ করে। মুক্তিরূপ ধনলাভের উপায়স্বরূপ জানিয়া ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনাতে নিযুক্ত হয়। তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াই অভিলষিত সুখ কত পাইয়াছি তাহা পরিমাণ করিয়া দেখে; এবং যত বার দেখিতে যায়, সেই সুখ ততই যেন তাহাদের হস্ত হইতে অবসৃত হয়। অপর শ্রেণীর ভক্তি অহেতুকী তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের পূজা করেন; অনুরাগের দায়ে ভালবাসার অনুরোধে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন; মুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যের লক্ষ্যস্থলে থাকেনা, কিন্তু ফলে দেখি, ঈশ্বর তাঁহাদের কোন সুখের অপ্রতুল রাখেননা। তাঁহারা যখন অন্যমনস্ক হইয়া তাঁহার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতে থাকেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাদের অপ্রার্থিত সুখ সকলও তাঁহাদের দ্বারে উপনীত করেন। একথা বর্ত্তমান সময়ের মনোবিজ্ঞানবিৎ সংশয়ী পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহারাও বলিয়া থাকেন, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সুখ হয় সত্য, কিন্তু সুখ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য না করিলে সে সুখ হয়না। যে ব্যক্তি কার্য্যে অগ্রসর হইয়াই কেবল কত সুখ হইল তাহার পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হয়, সে সুখের পরিবর্ত্তে অসুখই প্রাপ্ত হয়।

৬ই আশ্বিন।

বাস্তবিক ঈশ্বরের আরাধনা বা সেবা করিতে গিয়া যে নিজের অন্য কোন প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধির বাসনা রাখে, ঈশ্বর তাহাকে বঞ্চিত করেন। যে তাঁহার কার্য্য করিতে গিয়া ধন চায়, তাহাকে তিনি অনেক সময় দারিদ্র্যের গর্ত্তে পাতিত করিয়া লাঞ্ছিত করেন; যাহারা মানপ্রার্থী হইয়া তাঁহার কার্য্যে আসিয়া হস্ত দেয়, তাহাদিগকে তিনি উভয় সুখে বঞ্চিত করেন। অতএব সাবধান, এরাজ্যে প্রত্যাশী হইয়া কার্য্য করিওনা। তাঁহার সেবা করিতে গিয়া পার্থিব বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার সুখের প্রার্থী হইওনা; পদে পদে সুখের পরিমাণ করিওনা। আগে শুনিয়াছিলে, যে চায় সে পায়, কিন্তু এই আর এক দিকে দেখ যে চায় সে পায়না। তাঁহার কাজ করিতে গিয়া যে কোন সুখ না চায় ঈশ্বর তাহাকে অঞ্চল ভরিয়া সুখ দেন, এবং যে চায় তাহার অল্প সুখও কাড়িয়া লন। ইহা ধর্ম্মরাজ্যের অতি সার কথা।

৭ই আশ্বিন।

মহম্মদ যখন আরব দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন বহুসংখ্যক ক্ষমতাপন্ন আরব তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। ওমার নামক এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল, যে যেমন করিয়াই হউক মহম্মদের প্রাণ লইবে। মহম্মদ অর্খান নামক তাঁহার এক অনুবর্ত্তীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। একদিন ওমার মহম্মদের প্রাণ লইবে বলিয়া অর্খানের গৃহের দিকে চলিয়াছে এমন সময়ে পথিমধ্যে কোরেশ বংশীয় এক ব্যক্তির নিকট আপন গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করিল। এই ব্যক্তি মনে মনে মহম্মদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল সে বলিল "মহম্মদকে বধ করিবার পূর্ব্বে আপনার আত্মীয় স্বজকে স্বধর্ম্মে রাখিতে যত্ন কর।" ওমার বলিল "আমার কোন আত্মীয় কি বিধর্ম্মী হইয়াছে।" কোরেশ বলিল "তোমার ভগিনী আমিনা ও তাহার স্বামী সৈয়দ মহম্মদের অনুবর্ত্তী হইয়াছে।" ওমার দ্রুতপদে ভগিনীর গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইল; অকস্মাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া সে দেখিতে পাইল, আমিনা ও সৈয়দ ভক্তিভরে কোরাণ পাঠ করিতেছে। ওমারকে দেখিয়া সৈয়দ কোরাণ গোপন করিতে প্রয়াস পাইলেন; সে প্রয়াসে ওমারের সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল। ক্রোধোন্মত্ত ওমার এক আঘাতে সৈয়দকে ভূতলশায়ী করিল, এবং তাহার বক্ষঃস্থলে বিশাল পদ স্থাপন করিয়া ছুরিকা বিদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে আমিনা আসিয়া উভয়ের মধ্যে পড়িলেন। ওমার ভগিনীর মুখে নিদারুণ আঘাত করিল, তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল রক্ত পড়িতে লাগিল।

৮ই আশ্বিন।

আমিনা রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, সেই জন্য কি তুমি প্রহার করিতেছ? তোমার পীড়নে আমি ভীত হইবনা। এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই; এ বিশ্বাস প্রাণান্তেও ছাড়িবনা। ওমার যদি ইচ্ছা হয়, ভগিনী প্রস্তুত; মস্তকচ্ছেদন কর।"

ওমার বিরত হইল। ধীরে ধীরে সৈয়দের বক্ষঃস্থল হইতে পদোত্তোলন করিয়া বলিল "তুমি কি পড়িতেছিলে বল।" তখন আমিনা কোরাণ উদ্‌ঘাটন করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, কোরাণের মৃতসঞ্জীবনী কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ বিচলিত হইল। অবশেষে ভগিনীর জীবনের বিশ্বাস ভক্তি ও কোরাণের অমৃত বাক্য তাহার নব জীবনের সূত্রপাত করিল; ওমার তখন ধীর পদ সঞ্চারে অর্থানের গৃহে উপনীত হইয়া মৃদু হস্তে দ্বারে আঘাত করিল, এবং প্রবেশের প্রার্থনা করিল। মহম্মদ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ওমার বলিল, ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের দলে নাম ভুক্ত করিতে আসিয়াছি এই বলিয়া মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস জ্ঞাপন করিল।

৯ই আশ্বিন।

এস আমরা উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। এস আমরা প্রভুর সম্মুখে ভূতলে লুণ্ঠিত হই। এস আমরা প্রভু পরমেশ্বরের নিকট জানু পাতিয়া বসি ও তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। কারণ তিনি আমাদের ঈশ্বর; আমরা তাঁহার ক্ষেত্রের প্রজা; আমরা তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে চলিবার মেষ; আমরা তাঁহারি হস্তের মেষ।

❀ ❀ ❀ ❀

বিশ্বাসিগণ ইহা চির দিনই অনুভব করিয়া থাকেন, যে মেষপালকের সঙ্গে মেষের যে সম্বন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসী আত্মারও সেই সম্বন্ধ। মেষগণের উপরে মেষপালকের এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। যখন মেষগণ যূথভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, তখন মেষপালকের কণ্ঠস্বর একবার শুনিতে পাইলে, সেই ছিন্ন ভিন্ন মেষদল অমনি একত্রিত হয়, তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকে ও তাঁহার নিকটে আসে। যখন মেষপাল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকে, তখন পালক থামিতে বলিলে তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। মেষপালকের কণ্ঠস্বরের এই উন্মাদিনী ক্ষমতা, এই আকর্ষণী শক্তি অতি আশ্চর্য্য। প্রকাণ্ড গর্ত্ত সম্মুখে দেখিয়াও সেই কণ্ঠস্বরের অনুগত হইয়া একে একে মেষদল সেই গর্ত্তে পড়িয়া যায়, এমন কি অগ্রগামী সঙ্গীদিগকে পড়িতে দেখিয়াও পশ্চাতের মেষেরা ফিরিয়া যায়না; একে একে সকলেই সেই গর্ত্তে পড়িয়া থাকে।

১০ই আশ্বিন।

বিশ্বাসী ব্যক্তির সঙ্গে প্রভু পরমেশ্বরের বাণীর ও এই প্রকার যোগ। বিশ্বাসীরা ব্রহ্মবাণীর অনুগত হইয়া চলেন, ব্রহ্মবাণীতেই স্থিতি করেন, ব্রহ্মবাণীতেই প্রাণধারণ করেন, ব্রহ্মবাণী দ্বারাই উৎসাহিত হন, ব্রহ্মবাণী হইতেই পথপ্রাপ্ত হন ও সেই পথেই চলিয়া থাকেন। ঈশ্বরের উদার দয়া জগতের সকল প্রাণীর জন্যই উন্মুক্ত বটে ; কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে, যে ব্যক্তি তাঁহার অনুগত হইয়া চলে, সে বিশেষ ভাবে অনুভব করে যে আমি তাঁহারই। তাঁহার বাণী সর্ব্বদা জাগরিত রহিয়াছে, অনাহত ভেরীর ন্যায় সর্ব্বদা বাজিতেছে, হৃদয়কে কঠিন না করিলে তাহা সকলেই শুনিতে পান। সেই কঠিনতা কি ? যাহা প্রভুর বাণী শুনিতে বাধা দেয় তাহা কি ? তাহা ১ম স্বার্থপরতা, ২য় অহঙ্কার, ৩য় অপ্রেম, ৪র্থ নিরাশা ও অবিশ্বাস, ৫ম হৃদয়ের অপবিত্র ভাব। এই কঠিনতা চলিয়া গেলেই হৃদয়ে ব্রহ্মশক্তি জাগরিত হয়, এই ব্রহ্মশক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে প্রাণে বিমল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া মানবাত্মাকে বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবার দিকে লইয়া যায়।

১১ই আশ্বিন।

প্রভু পরমেশ্বর আমার পার্শ্বে,—আমি ভীত হইবনা। মানুষ আমার কি করিতে পারে?

হে প্রভু তোমার পথে আমায় লইয়া চল, কারণ আমার শত্রু যে অনেক; তোমার পথ আমার চক্ষের নিকট সরল করিয়া দাও।

তুমি আমাকে তোমার সত্য পথে লইয়া যাও, এবং শিক্ষিত কর; কারণ আমার মুক্তিদাতা ঈশ্বর তুমি। তোমারই অনুগত হইয়া চিরদিন রহিয়াছি; আমার আত্মাকে তুমি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, এখন তুমি কি পতন হইতে আমার আত্মাকে রক্ষা করিবেনা যাহাতে আমি তোমার সমক্ষে উজ্জ্বল আলোকে বিচরণ করিতে পারি?

যাঁহারা তোমার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দিত হউন, তাঁহারা উল্লাস ধ্বনি করুন, কারণ তুমি তাঁহাদিগকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছ; যাঁহারা তোমার নামকে প্রীতি করেন তাঁহারাও প্রফুল্লিত হউন।

১২ই আশ্বিন।

ধর্ম্মজগতে ঈশ্বরের শক্তির সহায়তা লাভ করা অতীব কঠিন। যাঁহারা নবজীবনের পথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তি পাইয়াছেন বলিয়া যদি আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করেন, তবে তাঁহাদের তাহা মহাভ্রম। তাঁহার শক্তি লাভ করা অপেক্ষা তাঁহার শক্তি রক্ষা করা কঠিন। শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার করুণা মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, কিন্তু অতি সহজে সামান্য ক্রটির জন্য সামান্য অসাধারনতায় সেই শক্তি বিনষ্ট হয়; এই জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করা প্রয়োজন "তোমার পবিত্র সন্নিধান হইতে আমাকে দূরে ফেলিওনা।" যতক্ষণ তাঁহার পবিত্র শক্তির আবির্ভাব ততক্ষণ আলোক, ততক্ষণই জীবন।

❀ ❀ ❀ ❀

তুলসী, তুমি এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান কর। যেমন নবপ্রসূতা গাভী মুখে তৃণ ভক্ষণ করে, কিন্তু তাহার চিত্ত সর্ব্বক্ষণ বৎসের প্রতি থাকে।

১৩ই আশ্বিন।

আমরা ঈশ্বরের পতিত সন্তান' নহি। আমরা পরম পিতার ত্যাজ্য পুত্র নহি, আমরা অমৃতের পুত্র, অমৃত লাভের অধিকারী; দেবতাদিগের সঙ্গে আমাদের সমান অধিকার। অগণ্য অগণ্য জ্যোতির্ম্ময় লোকমণ্ডলে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতিতে উন্নত দেবতা সকল যাঁহার মহিমা সহস্র স্বরে গান করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গেই আমাদের নিত্যকালের যোগ।

আলেয়া যাঁহার পথপ্রদর্শক প্রতারণা নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, কিন্তু সেই ধ্রুবতারার প্রতি যাঁহার লক্ষ্য তিনি অচিরে গম্য স্থানে উপনীত হইবেন।

১৪ই আশ্বিন।

শাক্যসিংহের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি যখন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বীয় পিতার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান, তখন সেই রাজপুরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে রাজপুরী, যে ঘোর সমস্যার মীমাংসার জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছে, তাহার যদি কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হই, যদি মানবকে রোগ, শোক, পাপ তাপের যাতনা হইতে মুক্ত করিবার কোন পথ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আবার আসিয়া তোকে মুখ দেখাইব; তদ্ভিন্ন আর এ মুখ দেখাইবনা।" এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার মনে ছিল। তিনি যখন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ হইলেন, তখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বীয় জন্মভূমি কপিলবস্তু নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সশিষ্যে নগরপ্রান্তে আসিয়া এক উপবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণের জন্য বহুসংখ্যক লোকের জনতা হইতে লাগিল। তাঁহার পিতাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বুদ্ধের এই নিয়ম ছিল, দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিতেন। পরদিন প্রভাতে বুদ্ধদেব দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বীয় পিতার রাজপুরীর দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুদ্ধোদনের নিকট এই সংবাদ নীত হইলে, তিনি আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন।

❋ ❋ ❋

১৫ই আশ্বিন।

শুদ্ধোদন ত্বরায় পুত্রের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, তোমার এ কিরূপ ব্যবহার? তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশে কে কবে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মহারাজ, আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে বংশের আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই অপরের প্রদত্ত সামান্য দ্রব্যের দ্বারা উদর পূরণ করিতেন, তাঁহারা সকলেই ভিক্ষুক ছিলেন।" রাজা কুপিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি কাহাকে কবে ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিতে শুনিয়াছ?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনি কুপিত হইবেননা। আমি এ নরদেশে জন্মের কথা বলিতেছিনা। আমি দিব্যজ্ঞান লাভের পর যে নব জন্ম লাভ করিয়া সাধুদিগের বংশে জন্মিয়াছি, সে বংশের পুরুষগণ সকলেই নিঃস্ব ও ভিক্ষুক ছিলেন।

১৬ই আশ্বিন।

দেখিলাম একটী শিশু ইষ্টক সঞ্চয় করিয়া আপনার খেলিবার ঘর বাঁধিতেছে এবং কয়েকজন লোক বার বার তাহার খেলিবার ঘর ভাঙ্গিয়া দিতেছে। আশ্চর্য্য দেখি শিশু একাকী মহা সাহসের সহিত তাহাদের সহিত বিবাদ করিতেছে এবং আবার আপনার কার্য্য আরম্ভ করিতেছে। ভাবিলাম শিশুর সাহসের মূল কোথায়? শিশু আবার গড়িল, লোকেরা আবার ভাঙ্গিল। এইরূপ কয়েক বারের পর শিশু বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন শিশুর রোদন শুনিয়া জননী অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্র মনুষ্যেরা পরিহাস ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। মাতা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া নিজে তাহার খেলিবার ঘর বাঁধিবার পক্ষে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিকের চরিত্রগঠন সম্বন্ধেও এই ব্যাপার। তিনি চরিত্র যতবার গঠন করেন, দুষ্প্রবৃত্তি কুল ততবার ভাঙ্গিয়া দেয়; আবার গঠন করেন, আবার ভাঙ্গিয়া দেয়। শেষে সন্তান যখন কাঁদিল, অমনি তাহার মাতা উপস্থিত এবং তখন তাহার চরিত্র-গঠন সহজ হইল।

১৭ই আশ্বিন।

"হে পরমেশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর, কারণ আমি অতি দুর্ব্বল। হে প্রভো, আমাকে রোগমুক্ত কর, কারণ আমার অস্থি সকল যাতনাগ্রস্ত হইয়াছে। হে প্রভু, ত্বরায় আগমন কর, আমার আত্মাকে রোগমুক্ত কর। তোমার কৃপাগুণে আমায় উদ্ধার কর; কারণ আমার মৃত্যু হইলে কে তোমাকে স্মরণ করিবে? সমাধি মধ্যে নিহিত হইলে আরত তোমাকে ধন্যবাদ করিতে পারিবনা।"

রাজর্ষি দায়ুদের এই উক্তিগুলিতে কি উৎকট পাপ বোধ ও ঘোর ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! "আমার মৃত্যু হইলে কে তোমাকে ধন্যবাদ করিবে?" কি গভীর প্রেম হইতেই এরূপ উক্তি প্রসূত হয়! যদি কেহ কখনও অনুতাপের তীব্রতা অনুভব করিয়া থাকেন, তবেই তিনি এরূপ উক্তির গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১৮ই আশ্বিন।

এই রাজর্ষি দায়ুদ অপর একস্থানে বলিয়াছেন :—

"আমি মেষ, প্রভু পরমেশ্বর আমার পালক। আমার কিছুরই অভাব হইবেনা, তিনি আমাকে সুশ্যাম ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া শয়ন করান ; তিনি আমাকে প্রসন্ন সলিলপূর্ণ জলাশয়ের নিকট লইয়া যান, তিনি আমার রুগ্ন আত্মাকে রোগমুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহারই নামের গুণে আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যান। মৃত্যুর ছায়া বেষ্টিত এই সংসার উপত্যকার মধ্য দিয়া গমন করিতে আমি ভয় করিনা, কারণ তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমার দণ্ড ও যষ্টি আমার সুখ বিধান করিতেছে। তুমি আমার শত্রুগণের সমক্ষে আমার জন্য উপাদেয় আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখ, তুমি আমার মস্তক তৈলরঞ্জিত কর, আমার সুখের পাত্র উথলিয়া পড়িতেছে। করুণা ও কল্যাণ চিরজীবন আমার অনুবর্ত্তী হইবে ; এবং আমি চিরদিন প্রভু পরমেশ্বরের গৃহে বাস করিব।" এরূপ তীব্র পাপবোধ ও এরূপ প্রবল আশা আর কোথাও একত্র সন্নিবিষ্ট দেখা যায়না। অনুতাপ মানব-হৃদয়ের পক্ষে কল্যাণকর, কিন্তু সকল অনুতাপ নহে ; যে অনুতাপ দৃষ্টিকে সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাৎ দিকেই অধিক পরিমাণে রাখে, যাহা ঈশ্বরের করুণার প্রতি নির্ভরকে বর্দ্ধিত না করিয়া কেবল পাপের স্মৃতিকেই জাগরিত করে, তাহা আত্মাতে বল আনয়ন না করিয়া দুর্ব্বলতাই আনয়ন করে, স্বাস্থ্য স্থাপন না করিয়া অস্বাস্থ্যই বর্দ্ধিত করে।

১৯শে আশ্বিন।

প্রাতঃকালে পৃথিবী যখন সবেগে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন সম্মুখে আলোক ও পশ্চাতে অন্ধকার থাকে। আলোকের মধ্যে মেদিনী যতই প্রবেশ করে, ততই জীবন ও স্বাস্থ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অন্ধকারে যতটা থাকে, ততটা মৃত্যুর মধ্যেই থাকে। সেইরূপ যে অনুতাপ আমাদিগকে ঈশ্বরের করুণালোকের মধ্যে না লইয়া গিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী নিরাশার ঘন তিমিরের মধ্যে রক্ষা করে, তাহা জীবন না আনিয়া মৃত্যুকেই আনয়ন করে। প্রকৃত বিশ্বাসী ও প্রেমিক হৃদয়ে অনুতাপ ও আশা যুগপৎ বাস করে।

মানব-হৃদয়ে আশার অদ্ভুত শক্তি। যে পাপে অভিভূত, প্রবৃত্তি জালে জড়িত, তাহার হৃদয়ে পরিত্রাণের আশা একবার উদ্দীপ্ত হইলে সে অদ্ভুত শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। মহাপুরুষগণের সংস্পর্শে আসিয়া যে অনেক পাপীর উদ্ধার হইয়াছে, তাহার মূলে এই আশার শক্তি বিদ্যমান। এক হতভাগিনী প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পতিত হইয়াছিল ; ক্রমে পাপে অভ্যস্ত হইয়া সে পাপকে আপন স্বভাব জ্ঞান করিতেছিল। যীশু একদিন প্রেমপূর্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "উহাকে বাধা দিওনা, উহার প্রেমই উহার উদ্ধার সাধন করিবে।" সেই মুহূর্ত্ত হইতে সে নবজীবন লাভ করিয়া অভ্যস্ত পাপ ত্যাগ করিল।

২০শে আশ্বিন।

একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা আছেন, সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার সমান পাণ্ডিত্য। তাঁহার পাঁচ পুত্র। কনিষ্ঠটী শিশু; জ্যেষ্ঠ সন্তান রাজনীতি সম্বন্ধে পারদর্শী, মধ্যম পুত্র যুদ্ধবিদ্যায় কুশল; তৃতীয় পুত্র কাব্য সাহিত্যে সুনিপুণ, চতুর্থটী অঙ্কশাস্ত্রে বিশারদ। সন্তানদিগের কেহই পিতার মাহাত্ম্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা, কারণ তাহারা পিতার বিদ্যার এক এক অংশমাত্র দেখিতেছে। শিশুটীর কথা ত বলিবার নয়। সে পিতার চরিত্র, শক্তি ও মহত্ত্বের শতভাগের একভাগ মাত্র দেখিতে পাইতেছে, অর্থাৎ পিতা ভালবাসেন এইমাত্র সে বুঝিতে পারিতেছে। আবার যে অল্পটুকু সে বুঝিতে পারিতেছে, তাহাও প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া সেই শিশুর ভালবাসা অপর ভ্রাতাদের অপেক্ষা ন্যূন তাহা কে বলিবে? সে পিতাকে পরিমাণ করিতে জানেনা, কিন্তু ভালবাসিতে জানে। ঈশ্বরের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধ। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাধু ও মহৎ, তাঁহারা না হয় তাঁহার স্বরূপের দুই এক অক্ষর অধিক জানেন, কিন্তু একস্থানে আমরা সকলে সমান অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসি।

২১শে আশ্বিন।

প্রাচীন এথেন্স নগরে একদিন একজন বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বহুশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তাঁহার আগমনে এথেন্সবাসী পণ্ডিতদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইল। অনেকগুলি শিক্ষার্থী যুবক তাঁহার সঙ্গ লইল। ঐ সকল যুবকের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি নবাগত পণ্ডিতের সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। নূতন মত সকলের প্রতি তাঁহার এমন অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে কিরূপে উক্ত মত দেশমধ্যে প্রচার হয়, সেই চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। একদিন গুরু শুনিলেন যে তাঁহার যুবক শিষ্য ক্ষোভ করিয়া বলিতেছেন "হায় হায় ঐ ধনী ব্যক্তির ন্যায় যদি আমার পদ ও ধন থাকিত, তাহা হইলে আমি কত শীঘ্র জগতকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতাম।" গুরু এই কথা শ্রবণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "ভ্রান্ত যুবক, তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ, যে জগতকে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করিতে চায়, সে অগ্রে আপনাকে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করুক। যে অপরের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করে, সে শুভদিনের অপেক্ষা না করিয়া যেরূপ অস্ত্র শস্ত্র আছে তদ্দারাই কার্য্য আরম্ভ করুক, কাজ করিতে করিতে সেই সকল অস্ত্রই উৎকৃষ্ট হইবে। তুমি যতদুর আলোক পাইয়াছ নিজ জীবনকে তদনুরূপ কর, বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত কর, দেখিবে, অন্যেরা আপনা আপনি তোমার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইবে। মূর্খ যুবক, একটী স্থান পাইলে পর সেখানে দাঁড়াইয়া

কার্য্য করিবে কল্পনা কর কেন? যেথানে আছ ঐথানে দাঁড়াইয়া কার্য্য আরম্ভ কর, তৎসঙ্গে জগতের সংশোধন আরম্ভ হইবে।"

তদবধি সেই যুবক নূতন আলোক পাইলেন এবং নবজীবন গঠন করিয়া জগতকে চমকিত করিলেন। ঐ যুবক সক্রেটিস্।

২২শে আশ্বিন।

সেণ্ট আণ্টনি নামক এক্‌জন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বনে বহুবর্ষ কঠোর তপস্যায় যাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে একদিন তাঁহার প্রতি দৈববাণী হইল "আণ্টনি, আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে এক পাদুকাকার আছে তুমি তাহার ন্যায় ধার্ম্মিক হইতে পার নাই।" আণ্টনি এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আলেকজাণ্ড্রিয়া যাত্রা করিলেন এবং সেই পাদুকাকারের গৃহে উপনীত হইলেন। পাদুকাকার সেণ্ট আণ্টনিকে সমাগত দেখিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেণ্ট আণ্টনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ভাবে জীবন যাপন কর আমাকে বল।" পাদুকাকার কহিলেন "মহাশয়, আমি জীবনে বিশেষ কিছু সৎকার্য্য করি নাই; আমার জীবন যৎসামান্য। আমি একজন দরিদ্র পাদুকাকার; আমি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া এই নগরের সকলের জন্য বিশেষতঃ আমার প্রতিবেশী ও দরিদ্র বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করি, তৎপরে আমার কার্য্যে গমন করি এবং সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করি এবং মিথ্যা ব্যবহার হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি, কারণ আমি প্রতারণাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করি আমি যখন কোন অঙ্গীকার করি তাহা প্রকৃত ভাবে পালন করি এবং পত্নী ও সন্তানগণকে তদনুরূপ আচরণ করিতে শিক্ষা দিই, এই আমার জীবনের ইতিহাস।"

২৩শে আশ্বিন।

আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেনা। যাহার ধর্ম্মের পিপাসা আছে সে একদিন কৃতার্থ হইবে সন্দেহ নাই। আজ যদি হৃদয় সবল না থাকে বিশ্বাস কর, একদিন হইবে। আজ যদি ভক্তির সঞ্চার না হইয়া থাকে বিশ্বাস কর, একদিন হইবে। যাহার অভাব আছে তাহারই মুক্তির প্রয়োজন; যে আপনার হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, সেই মুক্তির প্রার্থী, কিন্তু যে আপনার পুণ্যের গৌরব করে, যে মনে করে তাহার সদ্‌গুণ ও সৎকার্য্য তাহার পরিত্রাণ ক্রয় করিবে, সে অবশেষে বঞ্চিত হইবে।

❀ ❀ ❀ ❀

এক মুসলমান মক্কা যাত্রা করিতেছিল। সে বহুদূর গমন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল যে তাহার বুঝি আর মক্কায় যাওয়া ঘটিলনা কিন্তু তাহাতেও সে ভগ্নোদ্যম না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল কিন্তু শেষে আর তাহার অবসন্ন চরণদ্বয় চলেনা; গভীর দুঃখে অভিভূত হইয়া সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এমন সময়ে মহম্মদ তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "তোমার অন্তরের ইচ্ছাসত্ত্বেও কেবল শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তুমি স্বীয় গম্যস্থানে উপনীত হইতে পারিতেছনা কিন্তু আমি তোমাকে মক্কায় অগ্রসর হইতে দেখিতেছি, অতএব তোমার দেহ তথায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও তুমি তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে।

২৪শে আশ্বিন।

প্রভু, আমার শত্রু সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে ; অনেকে আমার বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছে। অনেকে আমার আত্মা সম্বন্ধে বলিতেছে ঈশ্বরের নিকট হইতে ইহার কোন সহায়তার আশাই নাই।

কিন্তু হে নাথ, তুমিই আমার কবচ। আমার গৌরব তোমা হইতেই ; আমার অবনত মস্তক তুমিই উন্নত কর। আমি আর্ত্তস্বরে প্রভুর নিকট রোদন করিয়াছিলাম, তিনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। আমি শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম এখন উঠিয়াছি, কারণ প্রভু আমায় রক্ষা করিয়াছেন।

হে প্রভু, আমি তোমাতেই বিশ্বাস করিয়াছি। আমায় লজ্জা পাইতে দিওনা ; তোমার পুণ্যবলে আমায় উদ্ধার কর। আমার কথায় কর্ণপাত কর। আমায় শীঘ্র উদ্ধার কর, তুমি আমার পক্ষে পর্ব্বতের ন্যায় হও, দুর্জ্জয় দুর্গস্বরূপ হও।

আমার শত্রুরা আমার জন্য যে জাল পাতিয়াছে, তাহা হইতে আমায় টানিয়া তোল।

২৫শে আশ্বিন।

আমার পাপ আমাকে রজ্জুর ন্যায় বাঁধিয়াছে হে বরুণ, আমার নিকট হইতে ভয় দূর করিয়া দাও। হে সম্রাট্ ও সত্যবান্, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। গোবৎস হইতে বন্ধনরজ্জুর ন্যায় আমা হইতে পাপরজ্জু মোচন কর; কারণ তোমা হইতে পৃথক হইয়া কেহ এক নিমেষের জন্যও আধিপত্য করিতে পারেনা। আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়া খুলিয়া দাও। মধ্যের পাশ খুলিয়া শিথিল করিয়া দাও। আমরা তোমার ব্রত খণ্ডন না করিয়া পাপ রহিত হইয়া থাকিব।

যিনি আমাদিগের পিতা ও জন্মদাতা, যিনি বিধাতা যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করেন কিন্তু এক ও অদ্বিতীয়, ভুবনের লোক তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে।

২৬শে আশ্বিন।

জোব নামক এক সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন ; ধন, জন, সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য্যে তাঁহায় গৃহ পূর্ণ ছিল। ঈশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সুখ-সম্পদ পাইয়া একদিনের জন্য অহঙ্কারে স্ফীত হন নাই, জোব ঈশ্বর পরায়ণ ধর্ম্মভীরু ও ভক্ত গৃহস্থ ; তিনি বিধাতা প্রদত্ত সকল দান বিনম্র চিত্তে গ্রহণ করিতেন।

তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র কন্যারা প্রতিদিন এক এক ভ্রাতার গৃহে সম্মিলিত হইয়া পান ভোজন ও নৃত্যগীতের উল্লাসে মত্ত হইত। পাছে পুত্র কন্যারা নৃত্যগীত ও পান ভোজনের উল্লাসে কোন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এইভয়ে জোব নৃত্যগীতেব অবসানে পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া প্রত্যেকের অপরাধের জন্য ঈশ্বর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। একদিন স্বর্গে দেবতারা ঈশ্বরের সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পাপ কুলের অধিপতি শয়তানও উপবিষ্ট ছিল। শয়তান মানব কুলের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ও তাহাদের অনেক কুৎসাকীর্ত্তন করিতেছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার বিশ্বাসী অনুরক্ত সন্তান জোবের বিরুদ্ধে কি তোমার কিছু বলিবার আছে? তাহার ন্যায় সত্যবান্ ধর্ম্মাত্মা আমার ভক্ত ধরণীতলে আর কাহাকেও দেখিয়াছ কি?”

২৭শে আশ্বিন।

শয়তান উত্তর করিল "প্রভো, তাঁহার অনুরূপ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আপনি তাহার গৃহ পুত্রকন্যা দাসদাসীও অনুগত আত্মীয় বান্ধবে পূর্ণ করিয়াছেন। বিষয় সুখের সুকোমল আবেষ্টনে সে চিরবেষ্টিত; পৃথিবীর শোক দুঃখ দৈন্য ও মনস্তাপ তাহার সুখের প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা। তাহার জীবনপথ সুকোমল পুষ্পদলে আকীর্ণ; আপনি সযত্নে তাহার মধ্য হইতে এক একটী করিয়া কণ্টক দূর করিয়াছেন, সুতরাং সে আপনার প্রতি অনুরক্ত না হইবে কেন? আপনি তাহাকে যে সকল সুখসম্পদ দিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহার করিতে আদেশ হউক, দেখিবেন আজ যে মুখে সে আপনার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, সে রসনা দ্বারাই আপনার নিন্দা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিবে।"

প্রভু কহিলেন "আচ্ছা তাহাই হউক। তুমি তাহার সকল ধনসম্পত্তি সুখ ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লও। কিন্তু সাবধান, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিওনা।" সয়তান পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া জোবের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইল। জোবের এখন ঘোর পরীক্ষার দিন আসিল। ঈশ্বরের আদেশে দুঃখ শোকের নিদারুণ আঘাত উপর্য্যুপরি তাঁহার বিশ্বাসী হৃদয়কে আহত করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ জোব তাহাতে বিচলিত হইলেননা।

২৮শে আশ্বিন।

একদিন জোব গৃহে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার পুত্রকন্যারা সকলে তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া পান ভোজনের উল্লাসে মত্ত, এমন সময়ে তাঁহার এক ভৃত্য ত্রস্তভাবে তদীয় সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল "প্রভো আমরা আপনার গোধন চরাইতে গিয়াছিলাম এমন সময়ে একদল আরব দস্যু পড়িয়া লোকজনকে বধ করিয়া সকল গো হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি কেবল আপনাকে এই সংবাদ দিতে জীবিত রহিয়াছি।" বলিতে বলিতে আর একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া নিবেদন করিল "প্রভো ভীষণ বজ্রপাতে আপনার সমগ্র মেষপাল ও রাখাল নির্ম্মূল হইয়াছে কেবল আমি আপনাকে এই সংবাদ দিতে অবশিষ্ট আছি।" তাহার মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে তৃতীয় এক ব্যক্তি আসিয়া কহিল "প্রভো, একদল দস্যু আসিয়া রক্ষকদিগকে বিনষ্ট করিয়া আপনার উষ্ট্রদল হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল আমি আপনাকে এই সংবাদ দিতে আসিতেছি।" এমন সময়ে আর একজন ভৃত্য চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল "প্রভো সর্ব্বনাশ উপস্থিত; আপনার ছয় পুত্র ও তিন কন্যা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে পানভোজন করিতেছিলেন এমন সময়ে কোথা হইতে ঘোর বাত্যা উত্থিত হইয়া সে গৃহকে সমূলে ভগ্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে ও আপনার সাত পুত্র ও তিন কন্যা ভগ্ন গৃহতলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।"

২৯শে আশ্বিন।

বিপদ ও শোকের এই সকল উপর্য্যুপরি আঘাতে জোব আপন পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "আমি একাকী নগ্ন দেহে পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, একাকী নগ্ন দেহেই পৃথিবী হইতে অপসৃত হইব। প্রভু দিয়াছিলেন, প্রভুই লইলেন, তাঁহারই নাম গৌরবান্বিত হউক।"

স্বর্গে দেব সমাজ পুনরায় ঈশ্বরের সভায় একত্রিত হইলে ঈশ্বর তন্মধ্যবর্ত্তী শয়তানকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "সয়তান এখন তুমি আমার বিশ্বাসী ভক্ত জোবের বিশ্বাসের পরিচয় পাইলেত? তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক পৃথিবীতে আর কে আছে? আমার আদেশে তুমি তাহার দুর্দ্দশার অবধি রাখ নাই; তথাপি সে অপরাজিত চিত্তে আমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।" সয়তান উত্তর করিল "প্রভো, তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার অনুমতি হউক, দেখিবেন আর সে আপনাতে বিশ্বাসী থাকিতে পারে কিনা। কারণ পৃথিবীতে শরীরের অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ আর কিছুই নাই।" ঈশ্বর কহিলেন "আচ্ছা তাহাই হউক • কিন্তু তাহাকে প্রাণে মারিওনা।"

৩০শে আশ্বিন।

সয়তান পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিল। তৎপর দিন জোবের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গলিত কুষ্ঠ নির্গত হইল ; মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্ষপ পরিমাণ স্থান রহিলনা। আত্মীয় স্বজন যাহারা ছিল তাহারা অপবিত্র বোধে জোবকে একে একে ত্যাগ করিয়া গেল। দারুণ ব্যাধির তাড়নায় ক্লিষ্ট ও সর্ব্বজন পরিত্যক্ত হইয়া জোব তাঁহার বাটীর সন্নিকটে এক ভস্মস্তূপের উপর উপবিষ্ট রহিলেন। তখন তাঁহার পত্নী আসিয়া পরুষ বচনে কহিতে লাগিলেন "কি ! এখনও ধর্ম্মের সেবক থাকিবে ? ধর্ম্ম এখন আর তোমার কি করিবে ? এখন আর ঈশ্বরের ভক্ত থাকিওনা, এখন তাঁহাকে ত্যাগ কর ও মর।" কিন্তু অটল বিশ্বাসী জোব অসহ্য যাতনায় অভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তখনও বলিতে লাগিলেন "নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিওনা। যাঁহার হস্ত হইতে বিবিধ সুখ সম্পদ প্রসন্ন চিত্তে লইয়াছি, এই দুঃখ, যাতনা, শোক তাঁহারই হস্ত হইতে আসিতেছে, সুতরাং ইহাকেও কি বরণ করিয়া লইবনা ?" জোবের বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে আসিলেন, কিন্তু ভীষণ ব্যাধির প্রকোপে তাঁহার শরীর এমন বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেননা। তাঁহারা জোবের এই অবস্থা দেখিয়া বসন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ; তাঁহারা সাত দিন সাত রাত্রি নীরবে জোবের পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন তাঁহার বাক্‌পথাতীত যাতনা দর্শনে তাঁহাদের মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইলনা।

একদিন দেবর্ষি নারদ ভগবদ্দর্শন বাসনায় বৈকুণ্ঠধামে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এক যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এক অতি বিশাল প্রাচীন বটমূলে যোগিবর ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত আছেন। সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে তাঁহার তপস্যার কোন পরিবর্ত্তন নাই। শীতে অনাবৃত দেহে ও নিদাঘে অগ্নিরাশির মধ্যে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার সাভিমান ব্রতানুষ্ঠান, কঠোর বৈরাগ্য ও অপূর্ব্ব সাধনশক্তি দেখিয়া দেবর্ষির মনে বড় আহ্লাদ জন্মিল। তিনি সসম্ভ্রমে যোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বৈকুণ্ঠে যাইতেছেন শুনিয়া যোগিবর বলিলেন "আপনি বৈকুণ্ঠে যাইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি আর কত দিন এরূপ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিব, কবে আমার ব্রত সফল হইবে? আর কত দিনের পর ভগবানের দর্শন পাইব?" নারদ সম্মত হইয়া যোগীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিছুদূর যাইতে যাইতে নারদ দেখিলেন, এক অতি মলিনবেশা অনাথা স্ত্রীলোক পথপার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। তাহার যৌবন পাপের সেবায় জর্জ্জরিত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে; জীবনের যাহা কিছু শক্তি এবং যাহা কিছু অবলম্বন ছিল, পাপের কঠোর আঘাতে তাহার সকলগুলিই একে একে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহার নিকট পাপের ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে; নরকের কঠোর অগ্নি তাহাকে জীবন্তে দগ্ধ করিতেছে। যাহারা তাহার পাপের সহায় ছিল, আজি এ অনাথাকে অকূলে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অতীতের স্মৃতি তাহাকে পুড়িতেছে, ভবিষ্যতের আশাশূন্য ছায়াশূন্য অনন্ত অন্ধকার

তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে ; সে এক একবার চীৎকার করিয়া সেই অনাথের নাথ ভবকাণ্ডারীকে ডাকিতে চাহিতেছে, আবার সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে তাহার রসনা কম্পিত হইতেছে।

এই ঘোর অনুতাপের সময় সেই স্ত্রীলোক দেবর্ষির দেখা পাইল, দূর হইতে গলবস্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিল ; তাঁহার পদস্পর্শ করিতে সাহস পাইলনা। নারদের বৈকুণ্ঠ যাত্রার কথা শুনিয়া পতিতা নারী ছল্‌ছল্‌ চক্ষে কহিল "ঠাকুর, এই অভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমার মত পাপীরও কি পরিত্রাণ হয় ?"

নারদ বৈকুণ্ঠে প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন ; পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেই যোগী ও পতিতা নারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারায়ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "সেই যোগীকে বলিও সে যে বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতেছে, সেই বৃক্ষে যতগুলি পত্র আছে, তত সহস্র বৎসর পর তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা। আর পতিতা নারীকে বলিও তাহার পরিত্রাণের বড় বিলম্ব নাই, অতি শীঘ্র সে বৈকুণ্ঠ ধামে স্থান পাইবে।"

দেবর্ষির মনে বড় গণ্ডগোল বাঁধিল। প্রভুর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তিনি করযোড়ে কহিলেন, "ভগবন্‌, আমিত ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলামনা। সেই সাধুর প্রতি এমন কঠোর আদেশ কেন হইল ? পতিতা নারীই বা কোন্‌ পুণ্যফলে এরূপ দয়ার উপযুক্ত হইল ? ঠাকুর তুমি বড় নিষ্ঠুর।"

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তাহাদের নিকট যাইয়া আমার আদেশ জানাও, তখন সকলেই বুঝিতে পারিবে।" দেবর্ষি পৃথিবীতে আসিয়া প্রথমেই যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহাকে ভগবানের আদেশ জানাইলেন যোগী শুনিয়া অট্টহাস্ত করিয়া উঠিল, এবং বলিল "তুমি ঠাকুর, বৈকুণ্ঠে যাইতে পার নাই, প্রভুর দেখাও পাও নাই। শাস্ত্রানুসারে আমার তপঃসিদ্ধির সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ; আর তুমি বলিতেছ আরও অনন্তকাল পরে আমার সিদ্ধিলাভ হইবে। ভাল, তুমিত বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলে বলদেখি সেখানে কি দেখিলে ?" নারদ বলিলেন "তথায় দেখিলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দিগ্‌গজ সমূহ সূচীর রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিতেছে।" যোগী হাস্ত করিয়া বলিল "তবেই হয়েছে। সূচীরন্ধ্রে হস্তীর প্রবেশ যেমন সম্ভব, তোমার বৈকুণ্ঠ দর্শন ও সেইরূপ বটে।" নারদ অবিশ্বাসীর কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুরের আদেশ নিষ্ঠুর নহে। তাহার পর তিনি পতিতা নারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া করপুটে দাঁড়াইয়া রহিল ; ঠাকুর কি বলিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলনা।

নারদ কহিলেন "ভদ্রে, ঠাকুর বলিয়াছেন, তোমার পরিত্রাণের আর বিলম্ব নাই অতি ত্বরায় তোমার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে" রমণী অশ্রুসিক্ত হইয়া কহিলেন "আহা প্রভু, তাওকি হইতে পারে ? আমার কি আর পরিত্রাণ আছে ? হায় ! আমার পাপের যে গণনা নাই। শীঘ্র হইবে কি বলিতেছেন প্রভু, আমার মত মহাপাতকীরও পরিত্রাণ হয়, যদি তাঁহার শ্রীমুখের এই বাণী একবার শুনিতে পাই, তবেই আমি আশা ধরিয়া অনন্ত কাল

তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিব।” বলিতে বলিতে রমণী হর্ষ ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল, তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, দেবর্ষি প্রেমরসে অভিভূত হইয়া হরি হরি বলিয়া দুইবাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। রমণী ভক্তের পদরেণু মস্তকে লইয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

তখন সেখানে বড় অপূর্ব্ব শোভা হইল। পাপীর অনুতাপাশ্রুর সহিত ভক্তের প্রেমাশ্রু মিশিয়া দগ্ধ পৃথিবীর বক্ষঃ শীতল করিল। ভক্তমুখের হরিধ্বনি, পাপীর কণ্ঠের আনন্দধ্বনিতে মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠে যথায় শ্রীহরি ভক্তদলে বিহার করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; বায়ু সেই শুভসংবাদ চারিদিকে প্রচার করিল। আর পৃথিবী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইল।

ভক্তির উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইলে রমণী কহিলেন, “ঠাকুর আপনি এমন স্থানে গিয়াছিলেন বলুন দেখি তথায় কি দেখিলেন?” নারদ কহিলেন দেখিলাম “সূচীর রন্ধ্র দিয়া বড় বড় হাতী যাতায়াত করিতেছে।” রমণী গদ্গদ্ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন? “হাঁ তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ আর কত বড় কথা? তাঁহার ইচ্ছা হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সূচীর ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারে, হাতী আর কোন্ ছার?”

নারদ নারীর আশা ও বিশ্বাস দেখিয়া অবাক হইলেন; এতক্ষণে দেবর্ষি বুঝিলেন দয়াল হরি নিষ্ঠুর নহেন, তাঁহার পাপী উদ্ধারের প্রণালী অতি অপূর্ব্ব। সেই শুভদিনে শুভযোগে ভক্তের

মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে পতিতা রমণী নবজীবন লাভ করিল।

❀ ❀ ❀ ❀

যে পাপের আরম্ভে ভয় তৎপরে ক্ষমা প্রার্থনা, তাহা পাপীকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যায়। যে তপস্যার আরম্ভে নির্ভীকতা, পশ্চাৎ আত্মশ্লাঘা, সে সাধনা তপস্বীকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে।

অহঙ্কারী সাধককে সাধক বলা যায়না সে অপরাধী। প্রার্থনাশীল পাপী সাধকের মধ্যে গণ্য।

প্রথম অৰ্দ্ধাংশ।